বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

কৃষি মন্ত্রণালয়

www.moa.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

কৃষি মন্ত্রণালয়

www.moa.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)	সভপতি
অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ)	-সদস্য
অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা)	-সদস্য
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	-সদস্য
যুগ্মসচিব (উপকরণ)	-সদস্য
যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা)	-সদস্য
পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস	-সদস্য
উপসচিব (প্রশাসন-৪)	-সদস্য
উপসচিব (গবেষণা-১ অধিশাখা)	–সদস্য
সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্প্রসারণ-১)	–সদস্য
উপসচিব (উপকরণ-২)	-সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

১৪ অক্টোবর ২০১৮

মুদ্রণে

কৃষি তথ্য সার্ভিস

প্রকাশনায়

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পুরণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং গ্রামীন জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কৃষি। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি অন্যতম ভূমিকা রাখছে। প্রতি বছর আবাদি জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে কৃষি প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলছে। সরকার গৃহীত সময়োপযোগী নীতি, পদক্ষেপ ও কৃষক-কৃষিজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশের কৃষি অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণতাই অর্জন করেনি বরং উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। কৃষি উন্নয়নের এ সফলতা বাংলাদেশকে বিশ্বপরিমণ্ডলে মর্যাদার নতুন আসনে আসীন করেছে।

কৃষি উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রাকে টেকসই করতে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাগুলো নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিত্য নতুন লাগসই জাত ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং বিস্তার, নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তির প্রসার, ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিস্তার, জলাবদ্ধ হাওর এলাকাসহ অন্যান্য সমস্যাসঙ্কুল কৃষিজমির আবাদের আওতা সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজনীয় কৃষি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান, কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, ই-কৃষির প্রসার, কৃষক-কৃষিজীবীদের দক্ষতার উন্নয়নসহ কার্যকর নীতি ও কৌশল বাস্তবায়িত হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের এসব উদ্যোগ আমাদের চলমান কৃষি উন্নয়নকে আরও গতিশীল করবে বলে প্রত্যাশা করি।

প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হয়েছে। কৃষি উন্নয়নের অগ্রগতি জানতে এবং আগামিতে বিভিন্ন গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিবেদনটি বিশেষভাবে অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ নাসিরুজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	০১
২.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২০
৩.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৩৫
৪.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	৫৮
৫.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬৫
৬.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৮০
৭.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৯০
৮.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	৯৬
৯.	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৪
১০.	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	১১১
১১.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১১৮
১২.	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১২৭
১৩.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১৩৪
১৪.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১৪২
১৫.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	১৪৮
১৬.	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী	১৫৬
১৭.	কৃষি তথ্য সার্ভিস	১৬১
১৮.	হর্টেক্স ফাউন্ডেশন	১৬৬
১৯.	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৭০

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থা এবং ০২টি ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা/ফাউন্ডেশন এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এ নির্বাহী সারসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

কৃষির উন্নয়নের সাথে দেশের সার্বিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে। এ দর্শন সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেই জাতির পিতা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবুজ বিপবের ডাক দিয়েছিলেন। বর্তমান সরকারও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, শস্য বহুমুখীকরণ, আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে কৃষি উৎপাদনের ধারা উর্ধ্বমুখী রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্য (চাল, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন হয়েছে ৪১৫.১৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে চাল ৩৬২.৭৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১১.৫৩০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ৩৮.৯২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। এ সময়ে শাকসবজি ১৫৯.৫৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন, আলু ১০৩.১৭০ লক্ষ মেট্রিক টন, ডাল জাতীয় ফসল ১০.৩৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন, তৈল জাতীয় ফসল ৯.৭০১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মসলা জাতীয় ফসল ৩৯.৪০৬ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের সবজি উৎপাদনে ৩য়, ধান উৎপাদনে ৪র্থ, আম উৎপাদনে ৭ম, আলু উৎপাদনে ৮ম, পেঁয়াজ উৎপাদনে ৮ম স্থান অধিকার করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কৃষির ৩টি মুখ্য উপকরণ মানসম্পন্ন বীজ, সুষম সার ও সেচ সুবিধা সঠিক সময়ে সুলভমূল্যে কৃষকের দোর গোঁড়ায় পৌছানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ২১টি প্রকল্প ও ২৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিএডিসি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন ফসলের ১.৪০৬ লক্ষ মে.টন বীজ উৎপাদন এবং ১.৪০৫ লক্ষ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। একই সময়ে উদ্যান জাতীয় ফসলের ৮০.১৫ লক্ষ চারা, গুটি/কলম, ১.০২ লক্ষ মে. টন শাক-সবজি ও ফল এবং ০৩ লক্ষ আলুর পান্টলেট উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নতুন ০৩টি আলুবীজ হিমাগার নির্মাণপূর্বক আলুবীজ হিমাগারের ধারণক্ষমতা ৪৫,৭০০ মে.টনে উন্নীত করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে একটিটিস্যু কালচার ও সীড হেলথ ল্যাবরেটরি, একটি নিয়ন্ত্রিত গ্রীন হাউজ, ০৫টি বীজ গুদাম এবং ১৫টি বীজের ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বিএডিসি কর্তৃক ২০,৬০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, ৩৫০.৫৭ কি.মি. খাল পুনঃখনন/সংস্কার, ২৪৩.৫০ কি.মি ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম নির্মাণ (চলমান), ২৭টি সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ৩৯২টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি ১৩.৫৪ লক্ষ মে.টন নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি এবং ১০.১৯ লক্ষ মে.টন সার সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে NARS (National Agriculture Research System) ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ৪৪টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম হিসেবে ৫টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, ৩২৪টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং ১৯৩টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। সংস্থাটি কৃষিতে ক্রপ জোনিং ম্যাপ, ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ প্রণয়ন এবং খাদ্যে ভেজাল রোধকল্পে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২২টি নতুন জাত, ২৩টি উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বিজ্ঞানী, বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী এবং সম্প্রসারন কর্মকর্তাদের নতুন জাত প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করণের জন্য ৬৫টি কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ৬০২ জন বিজ্ঞানী, সম্প্রসারন কর্মী ও এনজিও কর্মীকে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা কৃষকের মাঝে হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ধারাবহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বোনা আউসে ১টি (ব্রি ধান৮৩), রোপা আউসে ২টি (ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫), আমন মৌসুমের উপযোগী ১টি (ব্রি ধান৮৭) এবং বোরো মৌসুমের উপযোগী ৩টি (ব্রি ধান৮১, ব্রি ধান৮৪, ব্রি ধান৮৬) ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার তৈরি করে ব্রি সৌর চালিত আলোর ফাঁদ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫টি উফশী জাত (বিনা ধান-২০, বিনা পিঁয়াজ-১, বিনা পিঁয়াজ-২, বিনা লেবু-১ ও বিনা টমেটো-১৩) ও ৫টি ননকমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বিভিন্ন ফসলের ৪০টি জাতের প্রজনন ও মানসম্মত ৮৭.৫২মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ৮৬.৮১ মেট্রিক টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। ডিএই, বিএডিসি ও এনজিওর কর্মকর্তা-কর্মচারী কৃষকসহ মোট ২৯৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আঁশ ও বীজ ফসলের মোট ২১৪টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে ৪৪টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। Warp G cotton এবং weft এ পাটের সূতা ব্যবহার করে জুট-কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক তৈরি করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের মূল্য সংযোজিত পণ্য প্রস্তুত করে বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হচ্ছে। পাটের জিনোম গবেষণার তথ্য কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে তোষা পাটের উচ্চ ফলনশীল ২টি অগ্রবর্তী প্রজনন লাইন (রবি-১ ও রবি-২) এবং দেশী পাটের উচ্চ ফলনশীল ২টি অগ্রবর্তী প্রজনন লাইন (শশী-১, শশী-২) উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএসআরআই স্টেভিয়া ১, বিএসআরআই তাল ১ নামক দুটি জাত নিবন্ধন করেছে। এছাড়া বিএসআরআই এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির অর্থায়নে উন্নত পদ্ধতিতে চিনিফসল চাষাবাদ বিষয়ক ৩৩৫টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২০০টি তালের চারা, ৬০০০টি খেজুরের চারা ও ৬০০০টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। উপরন্তু মাঠ দিবস, সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কৃষি কর্মকর্তা/কর্মী প্রশিক্ষণ ও চাষী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩০টি উপজেলায় আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ কাজ সম্পন্ন করে জরিপকৃত উপজেলার ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। বিস্তারিত জরিপের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৯০টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করেছে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহে মাটি, পানি, উদ্ভিদের ১৮৫০৪টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ২২০০০টি সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থা থেকে এ সময়ে ৯০৪০ জন কৃষক বা সেবা গ্রহীতা ফসল চাষের জন্য অনলাইন সার সুপারিশমালা গ্রহণ করেছেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (DAM) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য মাধ্যমে ২০২০০টি বাজার তথ্য, ৪০৫৭টি বুলেটিন ও ৩০৬টি প্রতিবেদন প্রচার করেছে। উৎপাদক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০২টি এ্যাসেম্বল সেন্টার ও ১০টি গৃহ পর্যায়ে আলুর অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২১০টি কৃষক গ্রুপ/কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অংগ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ৪,৮২০ জন-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৮৪০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও উদ্যোক্তাকে ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড (CDB) ২০১৭-১৮ মৌসুমে গবেষণার মাধ্যমে সিবি-১৬ নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত ও ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ মৌসুমে ৪৩০৫০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ১,৬৫,২৬৯ বেল আঁশতুলা উৎপাদিত হয়েছে। উক্ত মৌসুমে মোট ১৬৩ মে.টন ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং তা চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আধুনিক তুলা চাষ প্রযুক্তির উপর ২৫০০০ জন তুলা চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ০৯টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA) হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৫৮৩৪টি সেচযন্ত্র সেচকাজে ব্যবহার করে প্রায় ৫.১৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ১২৪ কি.মি. খাল ও ২০টি পুকুর পুনঃখননসহ সর্বমোট ১৯৬৩.১২ কি.মি. খাল, ৩০৯৮টি পুকুর/দীঘির পানি ব্যবহার করে প্রায় ৯৫৬০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। উঁচু বরেন্দ্র এলাকা যেখানে কোন নলকূপ কার্যকর নয়, কৃষিকাজ সম্পূর্নরূপে বৃষ্টি নির্ভর, খাবার পানি অপ্রতুল, সেখানে স্বল্প সেচে ফসল চাষ ও খাবার পানির জন্য ৩০০টি পাতকুয়া খনন করা হয়েছে। সেচযন্ত্র পরিচালনায় বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬৬টি পাম্প স্থাপনসহ সর্বমোট ১০৬টি সেচপাম্প সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালনা করে প্রায় ৩৪২০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে।

দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার বিপরীতে আবাদযোগ্য কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। একই সংগে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য যোগানের চ্যালেঞ্জ ক্রমশ নতুন মাত্রা পাচ্ছে। জনগণের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে মাথাপিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পাবে। সুতরাং জনগণের সুষম খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকে টেকসই রূপদান এবং জনগণের সুষম খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলার নিমিত্ত বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (SCA) ২০১৭-২০১৮ সনে মোট ১৪৩টি নতুন উদ্ভাবিত সারির DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) test এবং ২৩টি VCU(Value for Cultivation and Uses) test সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS,VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১১টি জাত NSB কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়। নোটিফাইড ফসলের বিভিন্ন জাতের সর্বমোট ৫৭৫৪টি নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম পরীক্ষা সম্পন্ন পূর্বক ৭৯০০৭.২০৭মে. টন বীজ প্রত্যয়ন দেওয়া হয়। এই অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৬৪,১৩২টি প্রজনন, ৪৬,৩৪,৪৯৬টি ভিত্তি ও ৮১,২০,২২৫টি প্রত্যায়িত সহ মোট ১,২৮,১৮,৮৫৩টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (NATA) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মোট ১৩২৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৪টি কর্মশালার আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ পুষ্টি ও ফলিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নব-নিযুক্ত ২৩ জন এবং স্পন্সর্ড প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৬০৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS) কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক 'কৃষিকথা' পত্রিকার ৯.০০ লক্ষ কপি, মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা'র ১৮ হাজার কপি, কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৬.৪ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ১০টি ভিডিও ফিল্ম এবং ২৪টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া ৯৫০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি নির্ভর ২২টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি, 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের ৩৩০টি পর্ব সম্প্রচারে সহায়তা এবং 'বাংলার কৃষি' অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬৫টি পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে প্রায় ২০০০ জনকে (কৃষক ও সম্প্রসারণকর্মী) কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠির খাদ্য-পুষ্টি ও আর্থিক নিরাপত্তা সুরক্ষার অন্যতম কৌশল হলো ফল ও সবজি উৎপাদন এবং এর টেকসই বিপণন। এ লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম ফেজ ৩ও প্রজেক্টের ৩০টি উপজেলায় ভ্যালু চেইন উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইতিমধ্যেই ১০টি উপজেলায় কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) স্থাপিত হয়েছে। যেখান থেকে ৩০০০ মে.টন কৃষি পণ্য বাজারজাত করা হয়েছে। রপ্তানিকারকগণ ১৩০ মে.টন সবজি এসব কেন্দ্র হতে সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানি করেছে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট গম ও ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, পোকা-মাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাসহ কৃষি যন্ত্রপাতি ও শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম ০১ জুলাই ২০১৮ হতে শুরু করেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়

www.moa.gov.bd

ফসল খাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ লাভজনক, টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় রাখা, বিভিন্ন ফসলের উন্নত এবং প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, নতুন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন, পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি আবিষ্কার, ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ট্রান্সজেনিক ফসল (Genetically Modified Organism) উৎপাদন ইত্যাদি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমিতে অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের প্রয়োজনে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণসহ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন, প্রধান কার্যাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যপরিধি ইত্যাদিসহ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সার্বিক অগ্রগতি এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা ক্রমান্বয়ে দেয়া হলোঃ

রূপকল্প (Vision)

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

প্রধান কার্যাবলি

- কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম;
- কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ;
- বীজ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;
- মৃত্তিকা জরিপ, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা ও সুপারিশ প্রণয়ন;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন;
- কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন;
- কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
- ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম;
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা।

সাংগঠনিক কাঠামো

কৃষি মন্ত্রণালয় ৯টি অনুবিভাগ নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে-প্রশাসন, পলিসি প্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন, সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ (নবসৃষ্ট), শৃঙ্খলা ও আইন (নবসৃষ্ট), সম্প্রসারণ, গবেষণা, নিরীক্ষা, পরিকল্পনা এবং বীজ অনুবিভাগ। অনুবিভাগসমূহের অধীনে ১৭টি অধিশাখা ও ৪১টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ২৮৭ জন (প্রথম শ্রেণী ৮৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণী ৬৪ জন, তৃতীয় শ্রেণী ৮০ জন ও চতুর্থ শ্রেণী ৫৮ জন)।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

- কৃষিনীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
- কৃষিনীতির বাস্তবায়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর বাস্তবায়ন তদারকি;
- কৃষি উপকরণ ও উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) বিতরণ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্য বিপণনের তদারকি;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি, চার্টার, প্রটোকল ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও তদারকি।

জনবল

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী গ্রেডভিত্তিক জনবল নিম্নরূপ–

ক্র. নং	পদের নাম	গ্রেড নং	জনবল		
			অনুমোদিত	কর্মরত	কূন্য
১.	সচিব	গ্রেড-১	০১	০১	–
২.	অতিরিক্ত সচিব	গ্রেড-২	০৩	০৮	-৫
৩.	মহাপরিচালক	গ্রেড-৩	০১	০১	–
৪.	যুগ্ম সচিব	গ্রেড-৩	০৪	০৬	-২
৫.	যুগ্ম প্রধান	গ্রেড-৩	০১	০১	–
৬.	সিস্টেম এনালিস্ট	গ্রেড-৫	০১	১৫	-৩
৭.	উপসচিব	গ্রেড-৫	১২	০৪	০
৮.	উপপ্রধান	গ্রেড-৫	০৪	০১	–
৯.	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	গ্রেড-৫	০১	–	০১
১০.	প্রোগ্রামার	গ্রেড-৬	০১	০	০১
১১.	কৃষি অর্থনীতিবিদ	গ্রেড-৬	০১	০১	–
১২.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	গ্রেড-৬/৯	২৯	০৫	২৪
১৩.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	গ্রেড-৬/৯	১৩	০৬	০৭
১৪.	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	গ্রেড-৯	০২	০২	–
১৫.	গবেষণা কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	০৩	০৩	০
১৬.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	০১	০১	–
১৭.	পরিদর্শন কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	০১	০১	–
১৮.	সহকারী প্রোগ্রামার	গ্রেড-৯	০৩	০১	০২
১৯.	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	গ্রেড-৯	০১	–	০১
২০.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	০১	০১	–
২১.	লাইব্রেরিয়ান	গ্রেড-৯	০১	০১	–
২২.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	৩১	২৬	০৫
২৩.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	২৫	১৯	০৬
২৪.	গবেষণা অনুসন্ধানী	গ্রেড-১০	০৬	০৩	০৩
২৫.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	০১	০১	–
২৬.	প্রোটোকল অফিসার	গ্রেড-১০	০১	–	০১
২৭.	হিসাবরক্ষক	গ্রেড-১২	০১	০১	০
২৮.	সরেজমিনে তদন্তকারী	গ্রেড-১২	১০	০৭	০৩
২৯.	পরিসংখ্যান সহকারী	গ্রেড-১৩	০২	০২	–
৩০.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	গ্রেড-১৩	২৭	১৪	১৩
৩১.	কম্পিউটার অপারেটর	গ্রেড-১৩	১২	০৭	০৫
৩২.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	গ্রেড-১৬	১৬	০৫	১১
৩৩.	ক্যাটালগার	গ্রেড-১৬	০১	–	০১
৩৪.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	গ্রেড-১৬	০৪	০	০৪
৩৫.	গাড়ি চালক	গ্রেড-১৬	০৩	০২	০১
৩৬.	ক্যাশিয়ার	গ্রেড-১৪	০১	০	০১
৩৭.	ক্যাশ সরকার	গ্রেড-১৮	০১	০১	–
৩৮.	ফটোকপি অপারেটর	গ্রেড-১৮	০২	০২	–
৩৯.	অফিস সহায়ক	গ্রেড-২০	৫৮	৩৬	২২
	সর্বমোট		২৮৭	১৮৫	*১১১

বিভিন্ন অনুবিভাগের জনবল ও কর্মপরিধি

প্রশাসন ও উপকরণ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ৪ জন, উপসচিব ৬ জন, উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ) ১ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব-০১, সহকারী সচিব ১ জন, কৃষি অর্থনীতিবিদ ১ জন, সহকারী প্রোগ্রামার ১ জন, লাইব্রেরিয়ান ১ জন, গবেষণা কর্মকর্তা ৩ জন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১ জন, পরিদর্শন কর্মকর্তা ১ জন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- মন্ত্রণালয়ের সাধারণ প্রশাসন;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা;
- প্রটোকল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদে ভাষণের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় সংসদে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ;
- অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা;
- বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি;
- সার ও বালাইনাশক সম্পর্কিত আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং সংশোধন;
- নতুন সারের মান নির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান;
- সার সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও মূল্য পরিস্থিতি এবং উৎপাদন মনিটরিং;
- সারের জন্য উন্নয়ন সহায়তা ব্যবস্থাপনা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড়;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় কার্যাবলি সম্পাদন;
- বিএডিসি এবং বিএমডিএ সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন (পিপিসি) অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ২ জন, যুগ্মসচিব ১ জন, উপসচিব ২ জন, সহকারী সচিব ১ জন এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়ন;
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন;
- বীজ নীতি এবং নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিসমূহে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কৃষিবিষয়ক কার্যাবলির সমন্বয় পর্যালোচনা;
- জাতীয় কৃষিনীতির আওতায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং পর্যালোচনায় কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- খাদ্য শস্য, অন্যান্য ফসল এবং উদ্যান ফসলের উৎপাদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে কৃষিবিষয়ক সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- Paris Consorium এর জন্য কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতা সংস্থা দেশ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য প্রণয়ন;
- কৃষি সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন খাতের নীতিসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান;
- উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্মারকপত্র তৈরি;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজিস) সংশ্লিষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত/প্রণীতব্য নীতিমালার ওপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ প্রদান।

সম্প্রসারণ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ২ জন, উপসচিব ১ জন ও সিনিয়র সহকারী সচিব ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিসিএস (কৃষি) ডিএই অংশ, বিসিএস (কৃষি) এসআরডিআই অংশ এবং বিসিএস (কৃষি) কৃষি বিপণন অংশ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক/আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন;
- ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী আয়োজনসহ কৃষি বিষয়ক অন্যান্য মেলার আয়োজন;
- জাতীয় জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন;
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত কৃষিবিষয়ক সিদ্ধান্ত সমূহের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

গবেষণা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ১ জন ও উপসচিব ৩ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেম (নার্স) ভুক্ত কৃষি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিচালক, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্য-পরিচালক নিয়োগ;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং জনবল নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

নিরীক্ষা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব-১ জন, উপসচিব ১জন এবং সহকারী সচিব ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীন সব দপ্তর সংস্থার আর্থিক/প্রশাসনিক কার্যাবলির ওপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে যুগ্মপ্রধান ১ জন, উপপ্রধান ২ জন ও সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ৬ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুনঃমূল্যায়ন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের ওপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদান;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন ও অবমুক্তকরণ ইত্যাদি।

বীজ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে মহাপরিচালক ১জন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ ১ জন ও সহকারী বীজতত্ত্ববিদ ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- বীজ সংক্রান্ত জাতীয় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- বীজ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা;
- জাতীয় বীজ বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তকরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন;
- বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন;
- বীজ শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউস	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	৮	১৭	–	-	২৫
২	গ্রেড ১০	-	-	৫২*	-	৫২
৩	গ্রেড ১১-২০	৪	-	৭২*	-	৭৬
	মোট	১২	১৭	১২৪*	-	১৫৩

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	গ্রেড ১-৯	৫	৪	৫৪	৬৩
২	গ্রেড ১০	-	-	৩	৩
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
মোট		৫	৪	৫৭	৬৬

২০১৭-১৮ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত পরিচালন বাজেটে সরকারি অংশে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৮২৫.৯৬৯২ কোটি টাকা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ হিসেবে ভর্তুকি বাবদ ৬০০০.০০ কোটি টাকা রয়েছে। পরিচালন বাজেটে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়ের চিত্র নিম্নে দেয়া হলো ঃ

বিবরণ	২০১৬-১৭ অর্থবছরে			২০১৭-১৮ অর্থবছরে		
	সংশোধিত বাজেট (লক্ষ টাকায়)	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের শতকরা হার	সংশোধিত বাজেট (লক্ষ টাকায়)	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের শতকরা হার
মোট সচিবালয় (ভর্তুকি ও পুনর্বাসনসহ)	৬১৫৭৭৪.৮৩	৩৮২১৭০.৩৬	৬২.০৬%	৬২০৬০৩.১৫	৫৩৪১৬৭.৪৪	৮৬.০৭%
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৬১৫৭৭৪.৮৩	৩৮২১৭০.৩৬	৯৫.৮২%	৬২০৬০৩.১৫	৫৩৪১৬৭.৪৪	৮৩.৭১%
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	১২৪৬৫৪.৮	১১৯৪৪২.৫৮	১০৫.৯৫%	১৩৩৮২৪.৩৪	১১২০২৮.৯৭	৯৬.৪৪%
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১৯৫১.৬৭	২০৬৭.৮৪	১০১.০০%	২৮০০.৯০	২৭০১.১৯	৯০.৮২%
কৃষি তথ্য সার্ভিস	৪০৬৪.৬৮	৩৯৭৪.৯৩	১০৬.৬৮%	৪২৮৭.৫২	৩৮৯৩.৮৩	৯৫.৫৫%
কৃষি বিপণণ অধিদপ্তর	১২৪৫.৭৬	১৩২৯.০৩	৯৯.৫৪%	১৫৭২.৭৪	১৫০২.৭৮	৯৪.৫৪%
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	২১৫০.২৬	২১৪০.৩০	১০৫.০৭%	২৩৯৩.৯৫	২২৬৩.২৪	৮৮.২০%
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	৩১০৮.৮৫	৩২৬৬.৬২	৯১.৬৫%	৪০০৬.৬০	৩৫৩৩.৯৬	৯০.৬০%
মোট সরকারী দপ্তর (সচিবালয়সহ) ঃ	৮১৯.৮৮	৭৫১.৫০	৬৮.০৫%	৮১৫.২৪	৭৩৮.৫৯	৮৫.৭৯%
স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৭৫৩৭৭০.৭৩	৫১২৯১১.৯৫	–	৭৭০৩০৪.৪৪	৬৬০৮৩০.০০	–
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন			৯৩.৫০%			৬৯.৭৩%
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪৭৯৩১.১০	৪৪৮১৭.২৬	১০২.১৯%	৫০৭৬৯.৭১	৩৫৪০১.৮৬	৯৯.৮৪%
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৮২৮৮.১৯	২৮৯০৭.৭১	১০১.১৪%	২৬৬৪৫.৫৪	২৬৬০২.৪৬	৯৯.৭৭%

বিবরণ	২০১৬-১৭ অর্থবছরে			২০১৭-১৮ অর্থবছরে		
	সংশোধিত বাজেট (লক্ষ টাকায়)	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের শতকরা হার	সংশোধিত বাজেট (লক্ষ টাকায়)	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের শতকরা হার
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৮২০.২০	২৮৫২.৪১	১০৪.০২%	৩০১৪.৯৬	৩০০৮.০৮	৯৯.৬৩%
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	৪৪১৭.৬০	৪৫৯৫.২১	৯৭.২১%	৪৩৩০.৩১	৪৩১৪.২৭	৯৭.৬২%
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৪০০.০৬	২৩৩৩.০১	১০২.৩৪%	২৪৯৫.০৫	২৪৩৫.৭৯	৯৯.৭৩%
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৯৩২৫.৪৪	৯৫৪৩.৬৮	১০০.০৭%	১০৪৮৯.৩০	১০৪৬০.৮০	৯৬.৬৪%
বারটান	৩০৬৫.৫১	৩০৬৭.৬০	৭৬.৭৮%	৩৫৭১.৪৪	৩৪৫১.৩০	৫৮.৭৬%
মোট স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ	৪৫৩.০৯	৩৪৭.৮৯	৯৭.৭৩%	১৪৪১.৭৩	৮৪৭.১৭	৮৪.২০%
আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা	৯৮৭০১.১৯	৯৬৪৬৪.৭৯	৮৪.৬৪%	১০২৭৫৮.০৪	৮৬৫২১.৭৩	৭৪.২৫%
মোট কৃষি মন্ত্রণালয় অনুন্নয়ন (কর্মসূচি ও নিজস্ব আয় ব্যতিত)	১৫৬.২৩	১৩২.২৩	৭১.৭৫%	২০০.০০	১৪৮.৪৯	৮৫.৬০%

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দে সচিবালয় অংশে ভর্তুকি খাতে ৬০০০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫২০১.৬০ কোটি টাকা। ব্যয়ের হার ৮৫.৬০%।

উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৬১টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ২টি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১৭৭১.৮৪ কোটি টাকা। উক্ত টাকার মধ্যে ৬৩টি প্রকল্পের জন্য অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ১৭৬৫.৪৫ কোটি টাকা; যা বরাদ্দের ৯৯.৬৪% এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৫৫.৩৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.০৭% এবং ছাড়ের বিপরীতে ব্যয় ৯৯.৪২%। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নরূপ (কোটি টাকায়)-

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয় (জুন/২০১৮ পর্যন্ত) সংক্রান্ত তথ্যঃ (হিসাব কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০১৭-১৮ (আরএডিপি)	৬২টি	১৪৮৮.১৭	১২০২.২৭	২৮৫.৯০	১৪৭৪.৭৬ (৯৯.১০%)	১১৯৭.৭৭ (৯৯.৬৩%)	২৭৬.৯৯ (৯৬.৮৮%)

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের হিসাব (কোটি টাকায়)

ক্র. নং	সংস্থার নাম	বরাদ্দ			অবমুক্ত (বরাদ্দের %)			ব্যয় (বরাদ্দের %)		
		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ
১.	ডিএই	৫৩৬.৯৪	৩৩৪.৫১	২০২.৪৩	৫২৮.৭৯	৩৩৪.৪২	১৯৪.৩৭	৫২৬.৫৮	৩৩২.৪৭	১৯৪.১১
					৯৮%	১০০%	৯৬%	৯৮%	৯৯%	৯৬%
২.	বিএডিসি	৩৮২.৯০	৩৮২.৯০	০.০০	৩৮২.৯০	৩৮২.৯০	০.০০	৩৮২.৩৮	৩৮২.৩৮	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
৩.	বিএআরআই	৩৪.৮২	৩৪.৮২	০.০০	৩৪.৬৭	৩৪.৬৭	০.০০	৩৪.৬৭	৩৪.৬৭	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
৪.	বিএমডিএ	১৯১.৭৬	১৯১.৭৬	০.০০	১৯১.৭০	১৯১.৭০	০.০০	১৯১.৫৯	১৯১.৫৯	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
৫.	ডিএএম	৩.৮২	৩.৮২	০.০০	৩.৮২	৩.৮২	০.০০	৩.৮২	৩.৮২	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
৬.	বিএআরসি	৫১.১৮	২.৬৬	৪৮.৫২	৫০.৭৯	২.৬৬	৪৮.১৩	৫০.৬৭	২.৬৬	৪৮.০১
					৯৯%	১০০%	৯৯%	৯৯%	১০০%	৯৯%
৭.	এসআরডিআই	১.৩৪	১.৩৪	০.০০	১.৩৪	১.৩৪	০.০০	১.৩২	১.৩২	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	৯৯%	৯৯%	০%
৮.	বিজেআরআই	২৬.৮৯	২৬.৮৯	০.০০	২৬.৮৯	২৬.৮৯	০.০০	২৬.৮৮	২৬.৮৮	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
৯.	বিনা	২৪.৯৯	২৪.৯৯	০.০০	২৪.৯৯	২৪.৯৯	০.০০	২৪.৬৪	২৪.৬৪	০.০০
					১০০%	১০০%		৯৯%	৯৯%	০%
১০.	বিএসআরআই	২৩.৭০	২৩.৭০	০.০০	২৩.৭০	২৩.৭০	০.০০	২৩.৬৫	২৩.৬৫	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
১১.	বিআরআরআই	৯৩.৪৭	৮০.৬৫	১২.৮২	৯৩.৪৭	৮০.৬৫	১২.৮২	৯৩.৪৬	৮০.৬৪	১২.৮২
					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
১২.	এলজিইডি (সহযোগী সংস্থা)	২১.৯৫	৬.৯৫	১৫.০০	২১.৯৫	৬.৯৫	১৫.০০	২১.৯৩	৬.৯৩	১৫.০০
					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
১৩.	সিডিবি	১৮.৬৫	১৮.৬৫	০.০০	১৮.৬৫	১৮.৬৫	০.০০	১৮.০৩	১৮.০৩	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	৯৭%	৯৭%	০%
১৪.	বারটান	৫৭.২০	৫৭.২০	০.০০	৫৭.২০	৫৭.২০	০.০০	৫৭.০৩	৫৭.০৩	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
১৫.	নাটা	১০.৬৮	১০.৬৮	০.০০	১০.৬৮	১০.৬৮	০.০০	১০.৪০	১০.৪০	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	৯৭%	৯৭%	০%
১৬.	এআইএস	০.১২	০.১২	০.০০	০.১২	০.১২	০.০০	০.১২	০.১২	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
১৭.	অন্যান্য *	৭.৭৬	০.৬৩	৭.১৩	৭.৫৯	০.৫৪	৭.০৫	৭.৫৯	০.৫৪	৭.০৫
					৯৮%	৮৬%	৯৯%	৯৮%	৮৬%	৯৯%
সর্বমোট		১৪৮৮.১৭	১২০২.২৭	২৮৫.৯০	১৪৭৯.১৩	১২০১.৮৮	২৭৭.৩৭	১৪৭৪.৭৬	১১৯৭.৭৭	২৭৬.৯৯
					৯৯.৩৯%	৯৯.৯৭%	৯৭.০২%	৯৯.১০%	৯৯.৬৩%	৯৬.৮৮%

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ৩য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই' ২০১৭-জুন/২০২২)	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	১৬৫২৬.০০	১৬৫২৬.০০	০.০০
২.	সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (পাইলট) প্রকল্প। (জুলাই' ২০১৭-জুন/২০২২)		৬৫৭০.০০	৬৫৭০.০০	০.০০
৩.	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২২)।		৩১৪২৯.০০	৩১৪২৯.০০	০.০০
৪.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরীপ পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশন (৪র্থ) (জুলাই, ২০১৭ জুন, ২০২১)	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	৪৮৬১.০০	৪৮৬১.০০	০.০০
৫.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭, জুন ২০২১)		৮৯৯৪০.০০	৮৯৯৪০.০০	০.০০
৬.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭, জুন ২০২১)		১৪৩৭১.০০	১৪৩৭১.০০	০.০০

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)		
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৭.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭, জুন ২০২১)	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	১২৬৯৮.০০	১২৬৯৮.০০	০.০০
৮.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭, জুন ২০২১)		১২৬৯৮.০০	১২৬৯৮.০০	০.০০
৯.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭, ডিসেম্বর ২০২১)		১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	০.০০
১০.	রংপুর অঞ্চলে ভুউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২২)		১৪০৭৮.০০	১৪০৭৮.০০	০.০০
১১.	মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০)	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)	৬৩০৮.০০	৬৩০৮.০০	০.০০
১২.	কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০)	কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)	৬৮৭১.০০	৬৮৭১.০০	০.০০
১৩.	ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ গবেষেণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ শীর্ষক প্রকল্প (ডিএই অঙ্গ) (জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি.এ.আর.আই)	৬৩১৮.০০	৬৩১৮.০০	০.০০
	ক. বারি অংগ		৩৬৫২.০০	৩৬৫২.০০	০.০০
	খ. ডিএই অংগ		২৬৬৬.০০	২৬৬৬.০০	০.০০
১৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণ মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	২৫৮৬.০০	২৫৮৬.০০	০.০০
১৫.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণ মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	২৫৮৬.০০	২৫৮৬.০০	০.০০
১৬.	বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয় শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)		১১০৫০.০০	১১০৫০.০০	০.০০
১৭.	চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরো চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (মার্চ, ২০১৮ হতে নভেম্বর, ২০১৮)		২৮৫.০০	২৮৫.০০	০.০০
১৮.	বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২১)।	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)	২০৭৯.০০	২০৭৯.০০	০.০০
১৯.	বাংলাদেশ শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি.এ.আর.আই)	২৯৮৯.০০	২৯৮৯.০০	০.০০
	ক. বারি অংগ		২০৮৫.০০	২০৮৫.০০	০.০০
	খ. ডিএই অংগ		৯০৪.০০	৯০৪.০০	০.০০
২০.	বাংলাদেশে মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারণ প্রকল্প। (অক্টোবর, ২০১৭-জুন, ২০২২)।		৯৪০০.০০	৯৪০০.০০	০.০০

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অগ্রগতি			জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	
			বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	ব্যয়	অগ্রগতি
১.	কৃষি মন্ত্রণালয় (১টি)						
	আপসু						
	ওরিয়েন্টিং এগ্রিকালচার টুওয়ার্ড ইমপ্রুভড নিউট্রিশন এন্ড ওমেনস এমপাওয়ারমেন্ট (জুলাই/১৫-জুন/১৮)	৬৯৯.৮০	২৩৯.৭৮	২১৮.২৮	৯১%	৬৭৯.০৬	৯৭%
২.	বিএআরসি (১টি)						
	ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি ২য় পর্যায় এনএটিপি-২ (অক্টোবর-১৫-সেপ্টেম্বর ২১)						
	ক. পিএমইউ	৯৯৮৬.০০	৫৩৭.০০	৪৯৩.৭৩	৯২%	৬৯০.০৪	৭%
	খ. বিএআরসি	৪০২৭৩.০০	৫১১৮.০০	৫০৬৭.২৩	৯৯%	৫৮৪৮.২১	১৭%
	গ. ডিএই অঙ্গ	৫২৬৫৫.০০	১২৬২২.০০	১১৯৩৫.৭৫	৯৫%	১৪০২৮.৮৯	৪০%
ডিএই (১৭টি)							
৩.	বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (ডিএই) (জুলাই'১২-জুন'১৮)	১৫১৯৯.১৭	১০৬৮.০০	১০৩১.০৫	৯৭%	১৪৭৭৯.৯০	৮১%
৪.	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়, (১ম সংশোধিত) জুলাই/১৩-জুন/১৯,	২৪৮১৭.৬৪	৮০০০০.০০	৮০০০.০০	১০০%	২৫৯৭৯.৯০	৭৭%
৫.	ট্রান্সফার অব টেকনোলজি ফর এগ্রিকালচার প্রোডাকশন আন্ডার ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, জানুয়ারী/১৩-ডিসেম্বর/১৮,	১১৮০.০০	৪০৫.০০	৪০২.৭৩	৯৯%	১১৩১.৮৮	৮৩%
৬.	সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) জুলাই/১৩-জুন/১৮	৫৮৫০.০০	১০২৮.০০	১০২৮.০০	১০০%	৩১১৫৫.১৪	৮৭%
৭.	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প (২য় পর্যায়),১ম সংশোধিত (জুলাই/১৩-জুন/১৮),	১১২৫০.০০	৩২৬৬.০০	৩২৫৩.৮৫	১০০%	১১১৫৩.৮৫	৯৯%
৮.	সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট,(১ম সংশোধিত) ডিএই, অনুমোদিত, জিওবি, (জুলাই/১৩-জুন/১৮)						
	ক. ডিএই অঙ্গ	২৯৭০.০০	৫৪৪.০০	৫৩৯.৮৯	৯৯%	২৬৯৬.৫২	৯১%
	খ. বারি অংগ	১৪২৫.০০	২০৪.০০	২০৪.০০	১০০%	৭৩৭৮.০০	১০০%
৯.	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	৬৩৩৫.৭৭	১০৭১.০০	১০৪৭.৫৮	৯৮%	৬২৫৭.২৩	৯৯%
১১.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, অনুমোদিত, আইডিবি, (জুলাই/১৩-জুন/১৯),						
ক.	ডিএই অঙ্গ	৭৮৪৫.৬৭	১৩৭৪.০০	১৩৬৯.০২	১০০%	৫৪১৮.৬৪	৮২%
খ.	এলজিইডি অংগ	৭৫৮৮.০০	২১৯৫.০০	২১৯৩.৩৯	১০০%	৪৪৪৮.৮১	৭১%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অগ্রগতি			জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	
			বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	ব্যয়	অগ্রগতি
১২.	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম সংশো অনুমোদিত, (জুলাই/১৩-জুন/১৮),	৪৯৪৫.০০	১৪৩৭.০০	১৪৩১.৯২	১০০%	৪৮৭৫.০৫	৯৯%
১৩.	খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, অনুমোদিত, জিওবি, (জুলাই/১৩-জুন/২০)	৬৮৯৩.০০	৮২০.০০	৮১৯.৯০	১০০%	৩৪০২.০১	৪৯%
১৪.	**সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯)**						
ক.	ডিএই	৬৬০০.০০	১৮৭০.০০	১৮৬৬.৪৬	১০০%	৬৮৫৪.৮৭	৭১%
খ.	বারটান জ্যোতি লাল বড়ুয়া	৭০০.০০	১৭০.০০	১৬৯.১৫	১০০%	৫৫০.৭৩	৫৭%
১৫.	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, (মার্চ/১৫-জুন/১৯)						
	ক. ডিএই অংগ	৫৫১৯.১০	১৬৬৯.০০	১৬৩৩.৯৪	১০০%	৩৮৫৮.৬৭	৭০%
	খ. বিএডিসি অংগ	৫৮৭.৫১	৮৯.০০	৮৮.৭০	১০০%	৫১৯.৭৩	৯৫%
	গ. ডিএএম অংগ	১৩৭৮.০০	৩৮২.০০	৩৮১.৭৮	১০০%	৭৯৯.৮৪	৫৮%
১৬.	বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন (জুলাই/২০১৫-জুন,২০)	১৯৫০০.৬২	৫৭৯৪.০০	৫৭৬৮.১৩	১০০%	১৪৩৩৭.২৮	৪৮%
১৭.	ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবাকেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) (জুলাই/২০১৬-জুন,১৮)	৪৩৮৬.০০	১১৮৮.০০	১১৮৭.৬৮	১০০%	১৩৭৩.৫৬	৪৫%
১৮.	কৃষক পর্যায়ে উন্নত ডাল, তেল ও মসলার বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ৩য় পর্যায় (জুলাই/২০১৭-জুন,২২)	১৬৫২৬.০০	১৪৭৮.০০	১৪৩৮.৩৬	৯৭%	১৪৩৮.৬০	২০%
১৯.	সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধিনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (পাইলট) প্রকল্প(জুলাই/২০১৭-জুন,২২)	৬৫৭০.০০	২৮৪.০০	২৭১.০৯	৯৫%	২৭১.০৯	৬%
২০.	বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমুহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প ১ম সংশোঃ (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৮)	১৪৭৬৬.৮৪	২৮৬৯.০০	২৮৬৮.৭৫	১০০%	১৪৪৬৫.৭৫	৯৮%
২১.	নোয়াখালি জেলার সুবর্নচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন (ফেব্রুয়ারী'১৪ হতে জুন'১৮)	৩২০৪.৫৬	৫৭১.০০	৫৭০.৬৬	১০০%	৩২০০.৫৬	৯৯%
২২.	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিত করণ প্রকল্প (মার্চ/২০১৫-মার্চ১৮)	২০৪৮.১৫	৫৫৮.০০	৫৫৭.৯৪	১০০%	২০৪৭.৬৩	১০০%
২৩.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদিও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল/২০১৫-জুন/১৮)	২৩১৮৮.৫৫	৫২৯০.০০	৫২৯০.০০	১০০%	১৮৬৯৬.৭৮	৮৫%
২৪.	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই-২০১৫-জুন'২০)	২৮১৪৫.০০	৫৫০০.০০	৫৪৯৫.০০	১০০%	১৯৩৭৪.৪৫	৭৩%
২৫.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোড়দারকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০)	১৪৮৪৬.৫০	৪০০০.০০	৩৯৮৮.২৮	১০০%	৮৪৭৬.২৯	৬৮%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অগ্রগতি			জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	
			বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	ব্যয়	অগ্রগতি
২৬.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর' ১৪ হতে জুন'১৯)	১৩৮০৬.০০	৩০০০.০০	২৯৯৪.৯৭	১০০%	১১৭১৩.১৩	৭৫%
২৭.	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল'১৫ হতে জনু'১৯)	১০১১৭.৭০	৩৫০০.০০	৩৪৯১.৪১	১০০%	৭৮৯২.৮৬	৮৮%
২৮.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিষ্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০)	১১৮৭২.৭৪	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	১০০%	৮৯৯৬.৭৩	৭২%
২৯.	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৫ম পর্যায়) প্রকল্প জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০,	২০৫১.০৬	৫৭০.০০	৫৬৯.৯১	১০০%	১৪৪৮.৫৬	৬৯%
৩০.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিষ্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	১৭২০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৮.০৪	১০০%	৬৯৮০.৩৩	৪৯%
৩১.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরীপ পরিবীক্ষণ ডিজিট-লাইজেশন (৪থ) (জুলাই'১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৮৬১.০০	৯০০.০০	৮৯৬.৪০	১০০%	৮৯৭.৭২	২৫%
৩২.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর'১৭ হতে জুন, ২০২১)	৮৯৯৪.০০	৬২০.০০	৬১৯.২৩	১০০%	৬১৯.২৩	৬%
৩৩.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোটর'১৭ হতে জুন, ২০২১)	১৪৩৭১.০০	৬৮৩.০০	৬৮২.১৬	১০০%	৬৮২.১৬	৫%
৩৪.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর'১৭ হতে জুন, ২০২১)	১৮৪৮৬.০০	৬৫০.০০	৬৪৯.৮১	১০০%	৬৪৯.৮১	৪%
৩৫.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উরিষ্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণ মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (জানুয়ারি'১৮ হতে জুন, ২০২০)	২৬০০.০০	২৭০.০০	২৬৯.৭০	১০০%	২৬৯.৭০	১০%
৩৬.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, (জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০২০)	২০৯৪৩.৬৯	৭৭০০.০০	৭৬৯৮.৯০	১০০%	৯৯৯২.৮২	৪৬%
৩৭.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্‌টিটিউট এর হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প, (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০১৮)	৩৩২৭.৮৩	১৬৪৭.০০	১৬৪৬.৯০	১০০%	৩১৭২.৮২	৯৫%
৩৮.	**ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই'১৭-জুন, ২০২২)**						
	ক. বারি অংগ	৩৬৫২.০০	৩৫২.০০	৩৪২.০০	৯৭%	৩৪২.০০	৯%
৩৯.	**বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানুয়ারি'১৮-ডিসেম্বর, ২০২১)**						
	ক. বারি অংগ	২০৮৫.০০	২০২.০০	২০২.০০	১০০%	২০২.০০	১০%
	খ. ডিএই অংগ	৯০৪.০০	৭৪.০০	৬৪.৮১	৮৮%	৬৪.৮১	৭%
৪০.	বাংলাদেশ তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল ২০১৬-জুন ২০২১)	২৩৬৯.৫৯	৫৯৬.০০	৫৯৫.৪৫	১০০%	১৩৪৮.২৩	৫৭%
৪১.	গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০)	২৩৩২.৭৫	৩১৫.০০	৩১৪.৫০	১০০%	১৬০৪.৫০	৬৯%
৪২.	উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প (এপ্রিল ২০১৬-জুন ২০২১)	৭০৫৫.৫২	১৭৩৮.০০	১৭৩৫.০০	১০০%	২৯৪০.৯৯	৪২%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অগ্রগতি			জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	
			বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	ব্যয়	অগ্রগতি
৪৩.	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (জুলাই/২০১৫-জুন, ২০২০)	৬৩১৬.৭৭	২৩৭০.০০	২৩৬৪.০৪	১০০%	৪৩৮৬.৪৩	৬৯%
বিনা (১টি)							
৪৪.	বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্র সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (মে'১০-জুন'১৮)	১৬০৫৫.৯২	২৪৯৯.০০	২৪৬৪.০৪	৯৯%	১৬০২০.০৪	১০০%
বিজেআরআই (৩টি)							
৪৫.	পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর'১০-জুন'১৮)	১১৮২০.০০	১৯৭৪.০০	১৯৭৩.৯১	১০০%	১০৭৬১.১৯	৯১%
৪৬.	পাট ও পাট জাত ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর প্রকল্প (জুলাই, ১৪-জুন'১৮)	২১৩৯.০০	৭০০.০০	৬৯৯.৩১	১০০%	২১০০.০০	৯৮%
৪৭.	বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প (অক্টোবর'১৭-জুন, ২০২১)	২০৭৯.০০	১৫.০০	১৪.৯৪	১০০%	১৪.৯৪	১%
বিএমডিএ (৯টি)							
৪৮.	কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প ১ম সংশোঃ (অক্টোবর'১০ হতে জুন'১৮)	৩৩৬৯৫.৬৯	১৫২২.০০	১৫২১.৬৫	১০০%	৪৭৩৭.৮৮	১৪%
৪৯.	শস্য উৎপাদনে মান সম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (জুলাই,২০১৫ হতে জুন'২০)	৯৮৬.২৩	৭৬.০০	৭৫.৭০	১০০%	৭৫৯.৮০	৭৭%
৫০.	গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশাধিত) (জানুয়ারি ১০-জুন ১৭), বিএমডিএ	২৭৪০৩.৯৬	১৬৭০.০০	১৬৬৬.৭৫	১০০%	২৭৪০০.৫৮	১০০%
৫১.	বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মার্চ '১১-জুন '১৭), বিএমডিএ	১৯৯৯৯.৫৭	১৯৫২.০০	১৯৪৯.১৫	১০০%	১৯৯৯৫.৮৭	১০০%
৫২.	রাজশাহী, নওগা ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকুপ পুনবার্সন (০১/০২/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮)	৭৭২৪.৯০	৬৯২.০০	৬৮৯.৩৭	১০০%	৭৬২২.৫৭	৯৯%
৫৩.	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প সম্প্রসারণ (জানুয়ারি '১৫-জুন '১৮), বিএমডিএ,	১১৬১৩.০০	৩৭১৪.০০	৩৭১৩.৮৮	১০০%	১১৬১২.২২	১০০%
৫৪.	নওগাঁ জেলায় ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প। (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯)	৭৯১২.৫০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	৬৫৯৯.৯১	৮৫%
৫৫.	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেদ সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০১৯)	১৩৬১৬.২০	৫৪০০.০০	৫৩৯৬.০৫	১০০%	১১৬৬৪.৯৮	৮৬%
৫৬.	বরেন্দ্র এলাকায় পাতকূয়া খননের মাধ্যমে সেচের ফসল উৎপাদন (জুলাই, ২০১৬-জুন '২০), বিএমডিএ	৪৭৪৪.২৫	১১৫০.০০	১১৪৬.১৫	১০০%	১১৪৬.১৫	২৪%
সিডিবি (১টি)							
৫৭.	সম্প্রসারিত তুলা চাষ (ফেজ-১) জুলাই' ১৪ হতে জুন' ১৮	১০৫০০.০০	১৮৬৫.০০	১৮০২.৫৮	৯৭%	৭৪৫৯.৪০	৭১%
বারটান (১টি)							
৫৮.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোঃ) জুলাই,১৩-জুন,১৯	৩৩২১২.০০	৫৫৫০.০০	৫৫৪০.৫২	১০০%	১৪৯৯৭.৫৫	৪৫%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অগ্রগতি			জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	
			বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	ব্যয়	অগ্রগতি
নাটা (১টি)							
৫৯	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী শক্তিশালীকরণ প্রকল্প; (অক্টোবর' ২০১৫-জুন' ২০২০)	৪৮২৬.৯৫	১০৬৮.০০	১০৪০.৩১	৯৭%	৫৯০.১২	১২%
এসআরডিআই (১টি)							
৬০	মৃত্তিকা গবেষণা এবং গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প (জুলাই' ১৭-জুন' ২০২০)	৬৩০৮.০০	১৪৩.০০	১৩১.৯০	৯২%	১৩১.৯০	২%
এআইএস (১টি)							
৬১	কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই' ১৭-জুন' ২০২০)	৬৮৭১.০০	১২.০০	১২.০০	১০০%	১২.০০	০%
ডিএই (অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অংগ প্রকল্প (১টি)							
৬২	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প-৪-ডিএই অংগ, জুলাই/'১৬ জুন/২১	১১৯১৮.০৮	১৭৭৪.০০	৭৫৫.৯১	৪৩%	৭৫৬.৭৮	৬%

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	ওরিয়েনটিং এগ্রিকালচার টুওয়ার্ড ইমপ্রুভ নিউট্রিশন এন্ড ওমেনস ইমপাওয়ারমেন্ট প্রকল্প। (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৮) (ফসল)	এগ্রিকালচার পলিসি সার্পোট ইউনিট (আপসু) (কৃষি মন্ত্রণালয়)
২	সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০১৮) (ফসল)	কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর
৩	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০১৮) (ফসল)	
৪	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০১৮) (ফসল)	
৫	সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) (জুলাই' ২০১৩-জুন/২০১৮) (ফসল)	
৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্জারামপুর উপজেলা এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই' ২০১৩-জুন ২০১৮) (ফসল)	
৭	বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষেণ, পুর্নবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(জুলাই/২০১৩-জুন/২০১৮) (ফসল)	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
৮	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি/২০১৪-জুন/২০১৮) (ফসল)	
৯	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন, বর্ধিতকরণ, মান নিরুপণ ও প্রযুক্তি বিস্তার (মার্চ ২০১৫ হতে মার্চ, ২০১৮) (ফসল)	
১০	বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) মে/২০১০-ডিসেম্বর/২০১৭ (ফসল)	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
১১	পাট ও পাটজাত ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর (জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৮) (ফসল)	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)
১২	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা বৃদ্ধি (ফেব্রুয়ারি/২০১৭-হতে জুন/২০১৮) (ফসল)	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি.আর.আর.আই)
১৩	কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) অক্টোবর/২০১০-জুন/২০১৮ (ফসল)	বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএম-ডিএ)
১৪	গভীর নলকুপ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী/ ২০১০-জুন, ২০১৮) (সেচ)	
১৫	বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (মার্চ/২০১১-জুন/২০১৮) (সেচ)	
১৬	রাজশাহী, নওগা ও চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি/ ২০১৪-ডিসেম্বর/ ২০১৭) (সেচ)	
১৭	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ (জানু/ ২০১৫-ডিসেম্বর/ ২০১৮) (সেচ)	

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মসূচি

সংস্থার নাম, কর্মসূচি নাম ও সংখ্যা	অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)			ভৌত অগ্রগতি
	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (১৫টি)				
১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৫-জুন/১৮)	২৬৯.৮৬	২৬৯.৮৬	২৬৯.৭১	১০০%
২. গোপালগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৫-জুন/১৮)	২০০.০০	১৯৯.৯৯	১৯৯.৯৬	১০০%
৩. খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৫-জুন/১৮)	১৫০.০০	১৪৯.৯৯	১৪৯.৮০	১০০%
৪. ছিটমহল উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি (জুলাই/১৫-জুন/১৮)	৮২.৯৩	৮২.৯৩	৮২.৮৬	১০০%
৫. শেরপুর জেলা সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জুলাই/১৫-জুন/১৮)	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১০০%
৬. রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালি উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি	৪৪৭.৩৩	৪২১.৭৩	৪১৩.৪৬	১০০%
৭. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৬-জুন/১৯)	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭০.৩০	১০০%
৮. পাবনা জেলার চাটমোহর ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলা ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৬-জুন/১৯)	৩৪৯.৫৫	৩৪৯.৫৫	৩৪৬.১৩	১০০%
৯. বান্দরবান জেলার সৌরশক্তি চালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফসল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১৬৮.৮৩	১৬৮.৮৩	১৬৭.৬০	১০০%
১০. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১২৩.৯৯	১২৩.৯৯	১২২.৫৯	১০০%
১১. যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১৬৩.০০	১৬৩.০০	১৬১.৪৮	১০০%
১২. বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৯৫.৫৭	৯৫.৫৭	৯৩.৭২	১০০%
১৩. কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১২০.৪০	১২০.৪০	১২০.৩৬	১০০%
১৪. নোয়াখালি জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১০২.৮০	১০২.৮০	১০২.৭৩	১০০%
১৫. চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৫৫.০০	৫৫.০০	৫৪.৯১	১০০%
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (১টি)				
১৬. ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রীন ও সিয়াম বু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন এবং কেরালার হাইব্রিড জাতের নারিকেল বাগান প্রদর্শনী স্থাপন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১০১.৯২	১০১.৯২	১০১.৯২	১০০%
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (৯টি)				
১৭. ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি (জুলাই/১৫-জুন/১৮)	৬৭.৯৮	৬৫.৪৬	৫৩.০৩	১০০%
১৮. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জানু/১৬-ডিসে/১৮)	৩৬০.৬১	৩৬০.৬১	২৬০.৬১	৮৯%
১৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলদ বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনায়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	২৫.০০	২৫.০০	২৪.৯৩	১০০%
২০.পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফল বাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুস্টি চাহিদা পুরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৬২.৬০	৬২.৬০	৬২.৪৮	১০০%
২১. কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৪১.৬৪	৪১.৬৪	৪১.৬৪	১০০%
২২. মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৩৩.৬১	৩৩.৫৮	৩৩.৫৮	১০০%
২৩. বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসলভিত্তিক শস্যবিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৬৬.০৮	৫৬.৪০	৫৬.৪০	১০০%
২৪. নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৬৫.৫০	৬৫.৫০	৬৫.৫০	১০০%
২৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা, বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/১৯)	৫২.৫০	৫২.৫০	৫২.৩৩	১০০%
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (৩টি)				
২৬. পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষিতাত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাল, তেলবীজ এবং দানা জাতীয় ফসলের উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিকুলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন কর্মসূচি (জুলাই/১৬-জুন/১৯)	১৬১.৫০	১৬১.৪৯	১৬১.৪০	১০০%
২৭. পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও ফলের জাত উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৬-জুন/১৯)	২৮৯.৫০	২৮৯.৪৯	২৮৮.২০	১০০%
২৮. হাওড়, চর, দক্ষিণাঞ্চলীয় ও বরেন্দ্র এলাকার উপযোগী ফসলের জাত ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং অভিযোজন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৩০.০০	৩০.০০	২৯.৭২	১০০%

সংস্থার নাম, কর্মসূচি নাম ও সংখ্যা	অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)			ভৌত অগ্রগতি
	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (৯টি)				
২৯. Bt বেগুনের প্রজনন বীজ উৎপাদন কর্মসূচি, বারি, গাজীপুর কর্মসূচি (জুলাই/১৫-জুন/১৮)	৩৯.০০	৩৪.০০	৩৪.০০	১০০%
৩০.উদ্ভাবিত আলু ও ভিটামিন সমৃদ্ধ মিষ্টি আলুর নতুন জাতসমূহের প্রজনন বীজ উৎপাদন প্রদর্শনীর মাধ্যমে চি-হ্নিতকরণ ও গবেষণাভিত্তিক কর্মসূচি (জুলাই/১৬-জুন/১৯)	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১০০%
৩১. খেসারী মাসকালাই ও মেলননের জাত উন্নয়ন, বীজ উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৫২.০০	৫২.০০	৫১.৮৪	১০০%
৩২. কাঁচা কাঁঠালের ভেজিটাবল মিট প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১১৪.২৪	১১৪.২৪	১১৩.৭৮	১০০%
৩৩. আমের স্থানীয় জাতের উন্নয়ন, উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বারি উদ্ভাবিত প্রতিশ্রুতিশীল জাতসমূহের মাতৃ কলম উৎপাদন ও বিতরণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
৩৪. ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণে চার ফসল ভিত্তিক ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০০%
৩৫. অপ্রচলিত তেল ফসলের (সয়াবিন, সূর্যমুখী এবং তিসি) গবেষণা ও উন্নয়ন জোড়দারকরণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	২৫.০০	২৫.০০	২৪.৮৫	১০০%
৩৬. পিঁয়াজের প্রজনন বীজ উৎপাদন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	২৪.৮০	২৪.৮০	২৪.৮০	১০০%
৩৭. কাঁচা আম প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (৪টি)				
৩৮. পাহাড়ি অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	২৯.০০	২৯.০০	২৯.০০	১০০%
৩৯.মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৩৪.০০	৩৪.০০	৩৪.০০	১০০%
৪০. ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১৩২.২০	১৩২.২০	১৩২.২০	১০০%
৪১. ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচ (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১৩৮.০০	১৩৮.০০	১৩৮.০০	১০০%
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (৩টি)				
৪২. সুগারবীট গুড় বা চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জ্বালানি শক্তির উৎস হিসাবে বায়োগ্যাস ও সৌরশক্তির উপযোগিতা যাচাই কর্মসূচি (জুলাই/১৫-জুন/১৮)	২৩.৫০	২৩.৫০	২৩.৪৯	১০০%
৪৩. পরিবর্তিত জলবায়ুতে দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৪০.৮০	৪০.৮০	৪০.৮০	১০০%
৪৪. পরিবর্তিত জলবায়ুতে ইক্ষু ও সুগারবিটের ক্ষতিকারক পোকামাকড় সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও বিস্তার কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৪৯.৯০	৪৯.৯০	৪৯.৯০	১০০%
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (৩টি)				
৪৫. বসত বাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম (জুলাই/১৫-জুন/১৮)	২৩.০০	২৩.০০	২২.৯৯	১০০%
৪৬. ফ্রেসকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি (জুলাই/১৬-জুন/১৯)	৬০.৮০	৬০.৮০	৬০.৭৯	১০০%
৪৭. অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক ডিসপেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	২৩.০০	২৩.০০	২২.৯৯	১০০%
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (২টি)				
৪৮.নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	১১৮.২১	১১৮.২১	১১২.৯৬	১০০%
৪৯. ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বীজ পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৪৮.১০	৪৮.১০	৪৮.১০	১০০%
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী (১টি)				
৫০. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচি (জুলাই/১৭-জুন/২০)	৩৮.৯০	১৮.৭০	১৮.৩২	১০০
মোট	৫৫,৮৪.১	৫৫২১.০৮	৫৪৭৯.২৬	

বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বীজ সংক্রান্ত ৭টি সাব কার্যক্রম (লক্ষ টাকা)

সংস্থার নাম, কর্মসূচি নাম ও সংখ্যা	অগ্রগতি			ভৌত অগ্রগতি
	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (৭টি)				
চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নত মানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম (জুলাই/১৭-জুন/১৮)	৪৩০.০০	৪৩০.০০	৪২৯.০৯	১০০%
উন্নত মানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম (জুলাই/১৭-জুন/১৮)	৬৩৮০.০০	৬৩৮০.০০	৬৩৮০.০০	১০০%
বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (জুলাই/১৭-জুন/১৮)	৬৩০.০০	৬৩০.০০	৬৩০.০০	১০০%

সংস্থার নাম, কর্মসূচি নাম ও সংখ্যা	অগ্রগতি			ভৌত অগ্রগতি
	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (৭টি)				
এগ্রোসার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম (জুলাই/১৭-জুন/১৮)	৩২০.০০	৩২০.০০	৩২০.০০	১০০%
পাট বীজ উৎপাদন কার্যক্রম (জুলাই/১৭-জুন/১৮)	৪০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%
বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নত মানের দানা শস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম (জুলাই/১৭-জুন/১৮)	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১০০%
জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম (জুলাই/১৭-জুন/১৮)	৪৪০.০০	৪৪০.০০	৪৪০.০০	১০০%
মোট	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০%

রাসায়নিক সার

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও মজুদ তথ্যঃ

ক্র. নং	সারের নাম	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	আমদানি (লক্ষ মেট্রিক টন)	বিক্রয়/ব্যবহার (লক্ষ মেট্রিক টন)	সমাপনী মজুদ (লক্ষ মেট্রিক টন)
১.	ইউরিয়া	৭.৬৪	১৪.৫৭	২৪.২৭	৭.৫৯
২.	টিএসপি	১.০০	৭.৭৯	৭.০৭	৩.২৯
৩.	ডিএপি	০.৫৩	৭.৩৮	৬.৮৯	২.২০
৪.	এমওপি	-	৮.৪৫	৭.৮৯	২.০১

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

ক্র. নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রকৃতি	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী (জন)
১.	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চলতি খরিপ-২ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি, নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজ বিতরণ এবং নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরি, চারা উত্তোলন ও বিতরণের নিমিত্ত কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম।	৯০.৮৭	১১২০
২.	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খরিপ-২/২০১৭-১৮ মৌসুমে মাসকলাই, রবি/২০১৭-১৮ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম, ফেলন, খেসারী, বিটি বেগুন ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ ও তিল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১ বিঘা জমির জন্য বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার (ডিএপি ও এমওপি) প্রদানের জন্য প্রণোদনা কার্যক্রমের অর্থ ছাড় মঞ্জুরি।	৫৮৭৭.১৯	৫৪১২০১
৩.	২০১৬-১৭ মৌসুমে আকস্মিক বন্যা, অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে হাওরভুক্ত সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত বোরো চাষীদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে রবি/২০১৭-১৮ মৌসুমে বোরো ধান চাষের জন্য বিনামূল্যে বোরো ধানের বীজ ও সার (ডিএপি ও এমওপি) এবং নগদ সহায়তা বিশেষ কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমের অর্থ ছাড় মঞ্জুরি।	১১৭০০.০০	৬,০০,০০০
৪.	বন্যায় দেশের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ১৮টি জেলার ১,৭৬,২০২ জন কৃষককে রবি/২০১৭-১৮ মৌসুমে বোরো ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম ও খেসারি চাষে সহায়তা করার জন্য কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম এর অর্থ ছাড় মঞ্জুরি।	১৯৯৯.৯৯	১,৭৬,২০২
৫.	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চলতি রোপা আমন/২০১৭-১৮ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নাবী জাতের রোপা আমন ধানের চারা ক্রয় ও রোপা আমন ধানের ব্রি ধান ৩৪ (সুগন্ধি ধান) জাতের বীজ ক্রয়ের মাধ্যমে বিতরণ নিমিত্ত ৬৯.০১৬৬৭ লক্ষ (উনসত্তর লক্ষ এক হাজার ছয়শত সাতষট্টি) টাকার অর্থ ছাড় মঞ্জুরি।	৬৯.০২	৩,৩১১
৬.	খরিফ-১/২০১৮-১৯ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ করার নিমিত্ত ৩৯৬২.৮৩২৪৫ লক্ষ (উনচল্লিশ কোটি বাষট্টি লক্ষ তিরাশি হাজার দুইশত পঁয়তাল্লিশ) টাকার প্রণোদনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	৩৯৬২.৮৩	২,৩৭,১৮২
৭.	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খরিফ-১/২০১৮-১৯ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের নেরিকা আউশ চাষের জন্য ৫১টি জেলায় অতিরিক্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির অর্থ ছাড় মঞ্জুরি আদেশ।	৯৩.২০	১৮,৬৪০
	মোট	২৩৭৯৩.১১	১৫,৭৭,৬৫৬

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি

ক্র নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা (লক্ষ টাকা)	বিএস জবাব	নিষ্পত্তি	উত্থাপিত আপত্তি	জের
১.	কৃষি মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	০৬	৩৭৫৭.২৫	০০	২.৫	০০	৩.৫
২.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৯৮১৯	২২৮৫২২.৯৭	৯১৭৫	৮৪৪	১১৫	৯০৯০
৩.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৮৯৬	৫৫৩৭.০০	৮৩৮	১৭৬	১০	৭৩০
৪.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৮	২১১.১৫	২৮	৯	০০	১৯
৫.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫৬	২১২২.৬৮	৫৬	২৬	০০	৩০
৬.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	০৫	৩০.০১	৩১	১২	২৬	১৯
৭.	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩৫	২১৮.৫৯	২২	১২	১৩	৩৬
৮.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	২১	২৮৫.১০	২১	১৭	০৯	১৩
৯.	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৩১	১২৮০.১৫	৩১	১৯	০০	১২
১০.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	৩২	১৮৭.০০	৩২	১৬	০০	১৬
১১.	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১৯	৪৫২.৯১	১৯	০৯	০২	১২
১২.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১৪	৫৫.২৭	১৪	০৭	০৬	১৩
১৩.	কৃষি তথ্য সার্ভিস	০৯	৩৯৭.০৮	০৯	০০	০০	০৯
১৪.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	১১	৫৯.৫৯	১১	০০	০৯	২০
১৫.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩৯৪	১০০৩৭.৪৯	৩৯৪	১২৫	৫৫	৩২৪
১৬.	ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০৬	৮.১১	০৬	০০	০০	০৬
১৭.	হর্টেক্স ফাউন্ডেশন	০৩	৩.৫৯	০৩	০০	০০	০৩
১৮.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট	৬৪	১০৪৯২.৬৭	৬৪	৫৬	০০	০৮
১৯.	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	০০	০.০০	০০	০০	০০	০০
	মোট	১১,৪৪৯	২৬৩৬৫৮.৬১	১০,৭৫৪	১৩৩০.৫	২৪৫	১০,৩৬৩.৫

আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ৫টি আইন মহান সংসদে পাস এবং বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়েছে। আইনগুলো হলোঃ

১. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭

২. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭

৩. বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭

৪. কৃষি কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮

৫. বীজ আইন, ২০১৮

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় এ আইনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে মন্ত্রণালয়ে ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সচিবালয়ে ০৪ (চার) জন ব্যক্তি তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তন্মধ্যে ০২ (দুই) জনকে তথ্য দেয়া হয়েছে এবং ০১ (এক) জনকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পত্র দেয়া হলেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন নি। এছাড়া ০১ (এক) জনের চাহিত তথ্য সরাসরি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে ০১ (এক) জন ব্যক্তি আপীল আবেদন করেন। তাঁর আপীল আবেদনটি আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খারিজ হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদিত হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ে মোট ৩২টি অভিযোগ দাখিল হয়েছিল। এর মধ্যে ৩২টি অভিযোগই অনলাইনে দাখিল করা হয়, কোন অভিযোগই দরখাস্তের মাধ্যমে করা হয়নি। দাখিলকৃত ৩২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করে অভিযোগকারীদের অবহিত করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সংক্রান্ত কার্যক্রম

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম নিয়মিত অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গৃহীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে এর বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাকে অবহিত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট গোল-২ (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) এর টার্গেট ২.১, ২.৩, ২.৪, ২.৫, ২.ধ অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে আলোচ-নাক্রমে একটি কমর্পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো

(M & E Framework) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক প্রণীত এসডিজি ট্র্যাকার সিস্টেমে এ মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা হতে নিয়মিতভাবে ডাটা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-এর সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প দুটি হলোঃ

১. পরমাণু কৃষি গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জাত/প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিভিন্ন পরিবেশ অঞ্চলে অভিযোজন প্রকল্প-২য় পর্যায়, জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯।
২. প্রতিকূলতা সহিষ্ণু দানাশস্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়), জানুয়ারি/১৮ হতে ডিসেম্বর/১৮ [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)]

ইনোভেশন উদ্যোগ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা উদ্ভাবিত ইনোভেশন উদ্যোগসমূহের মধ্যে ৩টি উদ্যোগকে বাছাই করে দেশব্যাপী ব্যবহার করা হচ্ছে। এ উদ্যোগসমূহ হচ্ছেঃ

-কৃষকের জানালা;
-কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা;
-বালাইনাশক নির্দেশিকা।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য অর্জন

১. গত ২৪-২৮ জুন ২০১৮ চিলিতে Joint Agricultural Working Group (JAWG) এর এক সভায় বাংলাদেশ-চিলির মধ্যে স্বাক্ষরিত গড়ট দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২. বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শ্রীলংকা, ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ইরান, সৌদি-আরব, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরক্কো, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, ফিনল্যান্ড, রাশিয়ান ফেডারেশন, ওআইসি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, তুরস্ক সহ বিভিন্ন দেশে কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক ইনপুটস/প্রস্তাবনা/মতামত যথারীতি প্রেরণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে।
৩. বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নেপাল, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, লিথুনিয়া, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, টঝঅ, মেক্সিকো এর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত FOC সভায় যোগদান করা হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা, কৃষির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ প্রভৃতি সহযোগিতামূলক বিষয়ক আলোচনা করা হয় এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।
৪. বিগত ০১ বছরে শ্রীলংকা ও USA (মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি) এ দুটি দেশের সাথে কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক (গড়ট) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। গত ০৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ছাড়া গত ৮ জুন ২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যে ২৪টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৫৩টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে বার্ষিক (জুলাই/১৭-জুন/১৮)-এর অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এপিএ প্রনয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা এপিএটিম ও বিশেষজ্ঞপুল এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন। ফলশ্রুতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়কে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননাপত্র প্রদান করেছে।

'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮" (খসড়া) প্রণয়ন

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান জীবনীশক্তি কৃষি। এ খাতের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য কৃষি নীতি অপরিহার্য। সর্বপ্রথম 'জাতীয় কৃষি নীতি-১৯৯৯' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয় এবং দেশ অতীতের খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। পরবর্তীতে 'জাতীয় কৃষি নীতি-১৯৯৯' সময়োপযোগী করে 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৩' প্রণয়ন করা হয় এবং এর সফল বাস্তবায়নের কারণে কৃষি খাতের সাফল্য সর্বজনস্বীকৃত। সর্বশেষ জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়নের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সকল পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষত কৃষি সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জন এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৩' সময়োপযোগী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

একটি যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মতামত নেওয়া হয়েছে। খসড়া নীতিটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনপূর্বক সর্বসাধারণকে মতামত প্রদানের জন্য পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। এ নীতি প্রণয়নে সর্বস্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮' এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়।

প্রস্তাবিত 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮'-এর মূল লক্ষ্য হলো নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি এবং টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন। এ নীতিতে মোট ২২টি অধ্যায় এবং ১০৬টি অনুচ্ছেদ/উপ-অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রস্তাবিত 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮'-এ নতুন ৮টি অধ্যায় বিশেষ আঞ্চলিক কৃষি, বিশেষায়িত কৃষি, নিরাপদ খাদ্য ও কৃষি পণ্য উৎপাদন, কৃষিতে যুবশক্তি, কৃষিতে বিনিয়োগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সমন্বয় ও সহযোগিতা এবং বিবিধ বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। চূড়ান্ত খসড়া 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮" অনুমোদনের লক্ষ্যে ০১ জুলাই, ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কৃষি বাতায়ন ও কৃষক বন্ধু কল সেবা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষি মন্ত্রণালয়কে সন্মাননাপত্র প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ফল মেলা, জুন ২০১৮

পটুয়াখালীতে শস্যকর্তন অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

www.dae.gov.bd

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণের ব্যাপ্তি অর্ধশতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুরে (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) ১০০০ একর জমি নিয়ে কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারে কৃষি গবেষণার জন্য একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই প্রকৃত অর্থে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোনো পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসল ভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ(ইএন্ডএম), ডিএ(জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রীভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত "প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএন্ডভি)" পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতার ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে। পরিকল্পিত এবং অংশিদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

রূপকল্প (Vision)

ফসলের টেকসই ও লাভজনক কৃষি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. কৃষিজ পণ্যের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
৩. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
৪. কর্মব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন;
৫. কৃষিভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা বাস্তবায়ন।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. কার্য পদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৪. দক্ষতার ও নৈতিকতার উন্নয়ন; এবং
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

কার্যাবলি

- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষি উপকরণের (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবং কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূউপরিস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ;
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন ও নিরাপদ উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য IPM/ICM দল গঠন;
- কৃষি উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- উদ্যান ফসল সম্প্রসারণে ফল ও সবজির চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরণ, উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণে মান নিয়ন্ত্রণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে যে বিরূপ প্রভাব তা মোকাবিলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও ঘাতসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ, কৃষিঋত প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান, দুর্যোগ মোকাবিলা ও কৃষি পুনর্বাসন;
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি বিতরণ।

জনবল

বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট জনবল ২৬,০৪২। সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৮৬টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি বক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৫টি হর্টিকালচার সেন্টার এবং উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ৪৬৪ জন কর্মকর্তা ও ১১ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে ১৫১ জন কর্মকর্তা ও ১৮৩৯ জন কর্মচারী।

জনবল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	১	০
২.	গ্রেড ২	৮	৮	০
৩.	গ্রেড ৩	৪৫	৪২	৩
৪.	গ্রেড ৪	-	-	-
৫.	গ্রেড ৫	৩১২	৩০৪	৮
৬.	গ্রেড ৬	১২৫৩	৮৩৭	৪১৬
৭.	গ্রেড ৭	-	-	-
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	১২৯৮	৫৩৫	৭৬৩
১০.	গ্রেড ১০	৫৪৭	৩২৪	২২৩
১১.	গ্রেড ১১	১৪৯০১	১২২০১	২৭০০
১২.	গ্রেড ১২	৬	৬	০
১৩.	গ্রেড ১৩	৩৪৩	৫৮	২৮৫
১৪.	গ্রেড ১৪	৮৩০	৩০৬	৫২৪
১৫.	গ্রেড ১৫	১	১	০
১৬.	গ্রেড ১৬	১৯২০	৯৩৭	৯৮৩
১৭.	গ্রেড ১৭	১৯	১৯	০
১৮.	গ্রেড ১৮	৫০২	২২৫	২৭৭
১৯.	গ্রেড ১৯	১৭	১৭	০
২০.	গ্রেড ২০	৩৭১১	২৭৭১	৯৪০
২১.	আউট সোর্সিং	৩২৮	০	৩২৮
	মোট	২৬০৪২	১৮৫৯২	৭৪৫০

মানবসম্পদ উন্নয়ন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) ৬৫ তম কোর্সে ২০০ জন, ৬৬ তম কোর্স ৩৬ জন ৬৭তম কোর্সে ১৫ জন মোট ২৫১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমিতে আয়োজিত ট্রেনিং ইন বাজেটিং এন্ড একাউন্টিং সিস্টেম (টিবাস)-২৯, ৩০ ও ৩১-এ ডিএই হতে মোট ২১ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। ৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপোমা কোর্সে ১৪টি সরকারী এটিআইতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৯২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের তথ্য প্রদান করা হল ঃ

প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৫৯১৮	-	৫৪	৪৬৬	৬৪৩৮
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	২২২১৮	-	-	৩১৩	২২৫৩১
	মোট	২৮১৩৬	-	৫৪	৭৭৯	২৮৯৬৯

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৮	১১	১৪০	১৫৯
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	৮	১১	১৪০	১৫৯

প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্র. নং	ফসল	২০১৭-১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন)	২০১৭-১৮ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)
১.	ক) আউশ	২৬.৫০	২৭.০৯৭
	খ) আমন	১৩৮.৬৪	১৩৯.৯৩৮
	গ) বোরো	১৯০.৪১	১৯৫.৭৫৮
	মোট চাল	৩৫৫.৫৫	৩৬২.৭৯৩
২.	গম	১২.৮০	১১.৫৩০
৩.	ভুট্টা	৩৮.২০	৩৮.৯২৭
৪.	আলু	১০০.০০	১০৩.১৭
৫.	মিষ্টিআলু	৮.৪০	৬.৫৫৩
৬.	পাট (লক্ষ বেল)	৮৮.৩৭	৮৮.৯৪৭
৭.	সবজি	১৬২.৫৯	১৫৯.৫৪৩
৮.	সরিষা	৭.২২	৬.০৫২
৯.	চীনাবাদাম	১.৫৪	১.৪৩২
১০.	তিসি	০.০৫০	০.০৩৪
১১.	তিল	০.৯৩	০.৯৪৫
১২.	সয়াবিন	১.৫২	১.১৯৬
১৩.	সূর্যমূখি	০.০৯	০.০৪২
	মোট তেল	১১.৩৫	৯.৭০১

ক্র. নং	ফসল	২০১৭-১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন)	২০১৭-১৮ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)
১৪.	মসুর	৩.৬২.	২.৩৮২
১৫.	ছোলা	০.০৬	০.০৭৭
১৬.	মুগ	২.৪৯৫	২.৮৮৮
১৭.	মাসকলাই	০.৮৩	০.৮৬৮
১৮.	খেসারি	৩.০৫	৩.৫২৯
১৯.	মটর	০.১৪	০.১৪
২০.	অড়হড়	০.০০৫২	০.০০৫
২১.	ফেলন	০.৬১	০.৪৯৭
	মোট ডাল	১০.৮১	১০.৩৮৬
২২.	পিঁয়াজ	২১.৬০	২৫.৪২১
২৩.	রসুন	৬.৮৬	৬.৮৯৪
২৪.	ধনিয়া	০.৬২	০.৩৬৬
২৫.	মরিচ	২.৮৫	২.৮৩৫
২৬.	আদা	২.৪৩	২.২৭
২৭.	হলুদ	১.৭৬	১.৬২
	মোট তেল	৩৬.১২	৩৯.৪০৬

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খরিপ-২/২০১৭-১৮, রবি/২০১৭-১৮ ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৬১টি জেলায় ৫,৪১,২০১ জন কৃষকের মাঝে ৫৮৭৫.৭৯ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে;
- বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খরিপ-২/২০১৭-১৮ মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার ফলে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ৪৫টি জেলায় ১০,৮৪০ জন কৃষকের মাঝে ৯০.৮৬৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে;
- খরিপ-১/১৭-১৮ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ, কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে এবং পাট ও আখ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিবহন ও অন্যান্য বাবদ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় যথাক্রমে ৬৪ (উফশি আউশ) ও ৪০ (নেরিকা আউশ) জেলায় ২,২০,৪১২ জন কৃষকের মাঝে ৩৯৬২.৮৩২৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে;
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে রাজস্ব অর্থের আওতায় ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন ও গ্রহণকরণ কার্যক্রম এর আওতায় ৬৪টি জেলায় ৯৮৪০০ জন উপকারভোগী কৃষকের মাঝে ৩৯৯৬.৮৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে;
- বন্যায় দেশের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ১৮টি জেলায় ১,৭৬,২০২ জন কৃষককে রবি/২০১৭-১৮ মৌসুমে বোরো, গম, ভুট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম ও খেসারি চাষে সহায়তা করার জন্য প্রায় ২,০০০ লক্ষ টাকা কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রোপা আমন/২০১৭-১৮ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নাবী জাতের রোপা আমন ধানের চারা ক্রয় ও রোপা আমন ধান-ব্রিধান ৩৪ (সুগন্ধি ধান) জাতের বীজ ক্রয়ের জন্য ৬৯.০১৬৬৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে;
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খরিপ-১, ২০১৮-১৯ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৯৩.২০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন ফি, আমদানি লাইসেন্স, ফরমুলেশন লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স, রিপ্যাকিং লাইসেন্স, বাজারজাতকরণ লাইসেন্স, পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স ফি, কীটনাশক পরীক্ষা ফি, রেজিট্রেশন এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ মোট ৪,৩৩,০২,৪৮৫/-রাজস্ব আয় হয়েছে, যা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে;
- মানসম্পন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ২৩১টি উদ্যান ফসল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির জন্য আমদানি অনুমতিপত্র (Import Permit) প্রদান ও রপ্তানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদ পত্র (Phytosanetary Certificate) প্রদান বাবদ মোট আমদানি ও রপ্তানি আয় হয়েছে ৬৩,৮১,৬৬,৪১০/-টাকা, যা সরকারী

কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে;

- উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর সকল কার্যক্রম অটোমেশন সিস্টেমের আওতায় আনার জন্য International Finance Corporation (IFC) এর তত্বাবধায়নে Syness It(Information technology) এর সহযোগিতায় অটোমেশন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের পথে রয়েছে;
- কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে রপ্তানি যোগ্য ফল ও শাক-সবজি উৎপাদনের জোরদার মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে;
- প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‌্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কিষানির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে;
- সেচের পানি অপচয় রোধে ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতি-সহ অন্যান্য সেচসহায়ক কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে;
- দুর্যোগ বিষয়ক যাবতীয় তথ্য এবং দিক নির্দেশনা ডিএইর ওয়েবসাইটে আপলোড করে ডিএইর মাঠ পর্যায়ের জনবল এবং কৃষকদের অবহিত করা হয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে সার সরবরাহ ও বিতরণ পরিস্থিতি মনিটরিং জোরদার এবং সুষম সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে;
- উচ্চ মূল্যের ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের বহুমুখীতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষি যান্ত্রিকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে;
- ভাসমান কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে;
- নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (ওচগ), সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (ওঋগঈ) এর মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সংগঠন তৈরির কাজে উৎসাহিত করা হচ্ছে;
- সবজি ও ফল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জৈব বালাইনাশক ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ২১টি জৈব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও মাঠদিবসের মাধ্যমে বালাইনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে;
- অধিকতর ক্ষতিকারক বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন এবং কম ক্ষতিকর ও পরিবেশ বান্ধব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান উৎসাহিত করা হচ্ছে;
- বালাইনাশকের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৮ সালে বালাইনাশক ব্যবহৃত হয়েছে ৪৮৬৯০ মে.টন পক্ষান্তরে ২০১৭ সালে বালাই-নাশক ব্যবহৃত হয়েছে ৩৭২৫৮ মে.টন;
- পান্ট ডক্টরস ক্লিনিকের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪০০০ জন কৃষককে উদ্ভিদ সংরক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে। ই-পান্ট ক্লিনিকের মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্ভিদ সংরক্ষণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ধানের অতন্ত্র জরিপ ও আইপিএম কর্মকাণ্ড শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় দেশের ১৪টি আঞ্চলিক অফিসে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে জেলা ও উপজেলায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৫৫ জন কর্মকর্তাকে ধানের অতন্ত্র জরিপ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও সেসন গাইড অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে;
- বাংলাদেশ ফাইটোসেনেটারি সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরিতে নতুন মেশিনারিজ যথাঃ Polymarase Chain Reaction(PCR), Biology, Soft X ray সহ অন্যান্য মেশিন install করা হয়েছে;
- দেশ-বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফল ও সবজির জাতগুলো সংগ্রহ করে এদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগিতা যাচাই করে উপযোগি জাতসমূহ দ্বারা মাতৃবাগান সৃজন করা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (আগাম, নাবি) বিভিন্ন ফলের গাছ মাতৃগাছ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সায়ন/চারা/কলম তৈরি করে ওই সব জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফল-সবজির চারা/কলমসহ বিভিন্ন বীজ ও অন্যান্য চারা/কলম ও দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের মাধ্যমে মোট রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ৩,৫৯,৬৮,৯২৫/-টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩২৮৫০৩৯টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফলের চারা/কলম উৎপাদন করা হয়েছে ২৫৮৯০৭৪টি। সবজি চারা উৎপাদিত হয়েছে ২৫৩৮৭৪৮টি, মসলা, ওষধি ও শোভাবর্ধনকারী চারা/কলম উৎপাদন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৭৪৫৭৪টি,৫৬৩৯৭টি ও ১৪২৩৮৩টি। সবজিবীজসহ অন্যান্য (মসলা,কন্দাল,লিগিউম,ফলজ,ফুল ও বনজ) বীজের মোট উৎপাদন হয়েছে ৩২৮৯ কেজি। এছাড়া অন্যান্য চারা/কলম (ফুলের চারা,মৌসুমি ফুল,বনজ, অপ্রচলিত) উৎপাদন হয়েছে ৫০৫৩৯১টি এবং পামজাতীয় চারা (নারিকেল, সুপারি, খেজুর, পামওয়েল) উৎপাদন হয়েছে মোট ২২৮২৮০টি। মাশরুম উন্নয়ন ইস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাশরুম স্পন উৎপাদিত হয়েছে ২৬৯৩৩ কেজি;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সারা দেশে ফলদ বৃক্ষ ১২৯২১৯৮৯টি এবং ঔষধি বৃক্ষ ১৩৫১৮৫৯টি সর্বমোট ১৪২৭৩৮৪৮টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় ফল প্রদর্শনী এবং প্রতি জেলা ও উপজেলায় ফলদ বৃক্ষ মেলা বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

- নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ফসলের আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- কৃষকের দোরগোড়ায় সব ধরণের ডিজিটাল সেবা পৌছে দেবার জন্য দেশব্যাপী ইকৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষক বন্ধু' ফোনসেবার মাধ্যমে মানুষ কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য পাবেন। কোন সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করতে পারবেন। মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত ৩৭টি উদ্ভাবন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ও ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন। এ পর্যন্ত ৬৮৮৭৭ বার কৃষকের জানালা ও ১৬৬৫২৩ বার কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা পঠিত হয়েছে এবং প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন ভিজিট করেন; এবং
- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন নোটিশ প্রচার, মাঠে বালাই দমনে আগাম নির্দেশনা প্রদান, মৌসুমভিত্তিক ফসল সংরক্ষণে তাৎক্ষনিক বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান, অনলাইনে ফসলের বিভিন্ন অবস্থা ও অগ্রগতির রিপোর্ট গ্রহণ, সার আমদানিকারক, প্রস্তুতকারক, বিতরণকারীদের তালিকা, ফাইটোসেনেটারি সার্টিফিকেট প্রকাশ, নিয়োগ বিজ্ঞাপন এবং ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ, চাষি পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, খামার পর্য়ায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা, ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, খামার যান্ত্রিকীকরণ, বছর ব্যাপি ফল উৎপাদনে পুষ্টি উন্নয়ন, সমম্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, সমন্নিবত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত ২১টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান/বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২১ প্রকল্পে মোট আরএডিপিতে বরাদ্দ ৫৩৬.৯৪ লক্ষ টাকা, তম্মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ৫২৩.৮৬ লক্ষ টাকা।

১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম-২য় পর্যায় (এনএটিপি-২)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিস্তার ও গ্রহণে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা এবং কৃষকের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ফসল কর্তনোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস। ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান/নবগঠিত কৃষক গ্রুপ ও প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (PO)-সমূহের স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি।

প্রকল্প এলাকাঃ ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলা ও ২৭১৫টি ইউনিয়ন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ জাতীয় প্রশিক্ষণ ২০৬৫৩ ব্যাচ, বৈদেশিক স্টাডি ট্যুর/ভিজিট/প্রশিক্ষণ ২৬০ জন, জাতীয় সেমিনার/ ওয়ার্কশপ (আঞ্চলিক কর্মশালা) ১৬টি ,সিআইজি মাইক্রো সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ২৭১৫০টি ,ইউনিয়ন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ২৭১৫টি, উপজেলা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ২৭০টি, মাঠ দিবস ৪৪৮৮টি, পেস্ট এন্ড সিড মিউজিয়াম ৯৬৭টি, এক্সপোজার ভিজিট ৫৪০, কৃষক প্রশিক্ষণ ৭৩৮৯২০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৪১৫০ জন, ডিএই স্টাফ ট্রেনিং ৪২৯০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৩০৮০ জন, প্রদর্শনী ৫১১৪১টি, জাতীয় কর্মশালা ১৬টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় ১১টি।

২। বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটেরি সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষা করার জন্য আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশি পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে কায্কর্রী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিতকরণ এবং আন্তজাতিক বিধি বিধান (IPPC Ges WtO-SPS Agreement) অনুসরণপূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম গতিশীল ও বৃদ্ধি করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ১৩টি জেলার ১৫টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ১৫টি, বিদেশ প্রশিক্ষণ ৩৭ জন, বিদেশ শিক্ষা সফর ৮জন, সেমিনার/ওয়ার্কসপ ২টি, কনসালটেন্ট (প্রকিউরমেন্ট, পিআরএ এবং সেক্টরাল স্টাডি) ১২ এমএম, মেরামত ও সংরক্ষণ ৩৩।

৩। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ এলাকা ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, শস্য উৎপাদন নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। সবজি বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চাষী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণ। জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি

করা। দল ভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকের সক্ষমতা বাড়ানো। খামার যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক কলাকৌশলের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ। গ্রামীণ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকাঃ ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প দক্ষিণ-পশ্চিমের ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলায় পতিত জমির সদ্ব্যবহার, নতুন লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত, ফসল আবাদ ও চাষাবাদের নতুন কৌশল ব্যবহার করে আবাদি এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০৫ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ, ৩২৫১টি প্রদর্শনী, ১টি পানিং একটিভিটি ওয়ার্কশপ, ৯টি রিভিউ ওয়ার্কশপ, ২২টি মটিভেশনাল ট্যুর সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, অফিস ইকুইপমেন্ট ১০টি, পাওয়ারটিলার ৪৪০টি, হ্যান্ড স্প্রেয়ার ৪০০০টি বিতরণ করা হয়েছে।

৪। ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, ডিএই অংগ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪টি জেলার ২৫টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ প্রদর্শনী-৭০টি, মেলা ১টি, কৃষক মাঠ স্কুল ৩৫৬টি, সিজনাল রিভিউ ওয়ার্কশপ ১৬টি, এফটি এপ্রেন্টিস ৭২ জন, কৃষক ক্লাব/সংগঠক সহায়তা-২৫৬টি, ট্যাগ এসএএও প্রশিক্ষণ ৬০ জন।

৫। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পশুশক্তি ও শ্রমিক সংকটের প্রেক্ষিতে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা। খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ মেকানিক প্রশিক্ষণ ১৩ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা ১টি, কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ১টি, শিক্ষা সফর ১টি, ল্যাবরেটরি স্টাফ প্রশিক্ষণ ১টি, প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস ২৯৫৪টি, যান্ত্রিকী খামার প্রদর্শনী ২০টি, হায়ারিং চার্জ (আউট সোর্সিং) ৬৭২ জন, খামার যন্ত্রপাতির জন্য উন্নয়ন সহায়তা ৬০০৪টি, সেবা প্রদানের জন্য যন্ত্রপাতি ও ট্রে সরবরাহ ৬০০০০টি।

৬। সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনের জন্য কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। মাল্টা,কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা। ভিটামিন-সি সহ অন্যান্য মিনারেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। উন্নত মাতৃগাছ সনাক্ত ও নির্বাচন করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ১৭টি জেলার ৬৭টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ কমলা ও মাল্টাসহ অন্যান্য লেবু জাতীয় ফলের চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ১৭টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো লেবু জাতীয় ফলের বক প্রদর্শনী ৯৩৫টি, বসতবাড়ি প্রদর্শনী স্থাপন ৮৩৫৫টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৯২৯০ জন,মটিভেশনাল ট্যুর ১৭টি, মাঠ দিবস ৪১টি, নার্সারি ব্যবস্থাপনা ও রিভলবিং ফান্ড ১৫।

৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন কার্যক্রম জোরদারকরণ। বালাইনাশকমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয় করা। পরিবেশের কোনোরূপ ক্ষতি না করে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪টি জেলার ২৭৫টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প ৫বছর

মেয়াদে দেশের ৬৪টি জেলার ২৭৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুল (সবজি) ১০০০টি, কৃষক মাঠ স্কুল (ধান) ২০০টি, কৃষক মাঠ স্কুল (ফল) ১০০টি, পোকা ব্যবস্থাপনা ওয়ার্কশপ ১২টি, জৈব কৃষি ও জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী ৬২৫টি।

৮। খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ মাঠ পর্যায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো। সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪৫টি জেলার ১৩৪টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ কৃষক প্রশিক্ষণ ২৪৬ ব্যাচে ৭৩৮০ জন, গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচে ১৫০ জন, কারিগরি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচে ৯০ জন,শিক্ষাসফর (বৈদেশিক) ১ ব্যাচ, এডবিউডি প্রদর্শন ৩৯৫টি, ড্রিপ সেচ ১৫৮টি, ফিতা পাইপ সেচ ১৫৮টি, হ্যান্ড সাওয়ার সেচ ৩১৬টি, এসআর আই ৩১৬টি, বেড নালা পদ্ধতি ২৩৭টি, কৃষক মাঠ স্কুল ৭৯টি, মাঠ দিবস ২৩৭টি, ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ ৮০টি।

৯। চাষি পর্য্যায়ে উন্নত ধান,গম, পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে চাহিদা অনুযায়ী চাষি পর্যায়ে বীজ উৎপাদন সহায়তা করা। কৃষকদেরকে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদনে দক্ষ কৃষক হিসেবে গড়ে তোলা। চাষি পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করা। উন্নত জাতের বীজসমূহ কৃষকদের মাঝে দ্রুত সরবরাহ ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।

প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ কৃষক প্রশিক্ষণ ৬৪৯৫০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৯০০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩৩০ জন, জাতীয় কর্মশালা ১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ২৮টি, আউশ বীজ প্রদর্শনী ১০৭৭০টি, আমন বীজ প্রদর্শনী ১৭৮৮০টি, বোরো বীজ প্রদর্শনী ২১০৩০টি, গম বীজ প্রদর্শনী ৯৮৭০টি, পাটবীজ প্রদর্শনী ১৯২০টি, মাঠ দিবস ২৫৫২টি।

১০। চাষি পর্যায়ে উন্নত ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ চাষি পর্যায়ে উন্নত ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ করে চাষিদের মাঝে বিতরণ করা। ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজের ঘাটতি পূরণ করে আমদানি বন্ধ করা। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। দারিদ্র বিমোচন ও মহিলাদের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণে সম্পৃক্ত করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সকল জেলার সকল উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ কৃষক প্রশিক্ষণ ১৯৫৬০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৫৬০ জন,মাঠ দিবস ২৩৯৩টি,জাতীয় কর্মশালা ১টি,আঞ্চলিক কর্মশালা ১৩টি। মুগ প্রদর্শনী ৩০০০টি, মশুর প্রদর্শনী ৩০০০টি, খেশারী প্রদর্শনী ২০০০টি, তিল প্রদর্শনী ৭৫০টি, সরিষা প্রদর্শনী ৭০০০টি, মাসকলাই প্রদর্শনী ১৭৫০টি, পেঁয়াজ প্রদর্শনী ৪০০টি, ফেলন প্রদর্শনী ১০০০টি, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ২টি।

১১। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পে প্রধান উদ্দেশ্য হলো এদেশের কৃষি প্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা, যারা কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা যুব সমাজে সম্প্রসারণ করবেন। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

প্রকল্প এলাকাঃ ২টি জেলার ২টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৪তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৩ তলা অফিসার্স ডরেমেটরি নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ২ তলা স্টাফ ডরমেটরি নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ৪ তলা বয়েজ ও ৩ তলা গার্লস হোস্টেল নির্মাণ, বাঞ্ছারামপুর ও মানিকগঞ্জে ২তলা কৃষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।

১২। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (আইএফএমসি) প্রযুক্তি ব্যবহার ও খামারের বহুমুখীকরণ করে খামারের

মোট কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষক-কিষানীদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন। কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক কিষাণীদের ক্ষমতায়ন করা, সেবা প্রদানকারী সংস্থা, বাজার নিয়ন্ত্রণকারী এবং ক্ষুদ্র ঋত প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগসূত্র তৈরি করা যাতে করে খামারের লাভ বৃধ্ধি পায়। কৃষক কেন্দ্রিক সম্প্রসারণ সেবা গড়ে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা (Dialogue) জোরদার করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৬১টি জেলার ৩৭৩টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ক্রাশ কোর্স ৩০০ জন, প্রশিক্ষণ ৬৫০ জন, কর্মকর্তার শিক্ষা ভ্রমণ ১৫ জন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ১৭৩৬টি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেরামত ৪টি, কৃষক স্কুল মাঠ বাস্তবায়ন ৩৮৪৪টি, পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা কর্মশালা ৮০টি, মনিটরিং ও ব্যাকসাটপিং ৪০০০টি, জাতীয় কর্মশালা ৭টি, বিদেশে শিক্ষা সফর ১৫ জন।

১৩। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০ % বৃদ্ধি করা। (২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষক গ্রুপ গঠন ও বিদ্যমান কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যে ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। (৩) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র্য প্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী ৪৪৭৭টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৫০২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪০ ব্যাচ, কৃষক গ্রুপের সদস্যদের কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত বিষয়ক আবাসিক প্রশিক্ষণ ০১ ব্যাচ, ডিএইর অফিসার্স প্রশিক্ষণ ৮ ব্যাচ, ডিএইর স্টাফ প্রশিক্ষণ ৫০ ব্যাচ, পানিং ওয়ার্কশপ ০৫টি, রিভিউ ওয়ার্কশপ ০৩টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১৯ ব্যাচ, প্রকল্পের আওতায় রিপার ৪০৪টি, ফিতা পাইপ ৩৪০ সেট ও এলএলপি ৭১টি কৃষক গ্রুপের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

১৪। সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে অনাবাদী কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উন্নত জাত, মানসম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ভিত্তিক পরিচর্যা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলন ব্যবধান কমানো।।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪টি জেলার ৩০টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ মাঠ দিবস ১৪০টি, কৃষি মেলা ৩৪টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৪৫০০০ জন,কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৬০০ জন, প্রদর্শনী ৪৭৬০টি, সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ ৪টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৮৪টি, এক্সপোজার ভিজিট ১ ব্যাচ।

১৫। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১) দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলা সহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখা। (২) দেশীয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ক্লাব ভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং প্রস্তাবিত নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মান সম্পন্ন ও নতুন জাতের চারা/কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। (৩) প্রদর্শনী ও অন্যান্য টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ চাষী পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা। (৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪৮টি জেলার ৩৮৮টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ প্রদর্শনী কৃষক প্রশিক্ষণ ১২৫২ ব্যাচ, স্প্রেম্যান প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, নার্সারী ম্যান প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, সিএইচপি প্রশিক্ষণ ১ ব্যাচ, মালি প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১০ ব্যাচ, বিদেশ কর্মশালা ১ ব্যাচ, বিদেশ শিক্ষা সফর কর্মকর্তা ২ ব্যাচ, আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ ৫টি, বণিজ্যিক মিশ্র ফল বাগান প্রদর্শনী ১৬০০টি, বাণিজ্যিক ফল বাগান প্রদর্শনী ৩০০টি, বসতবাড়ি বাগান প্রদর্শনী ২৫০০টি, ড্রাগন বাগান প্রদর্শনী ১০০টি, রামবুটান ১০টি, লংগান ১০টি, আরবি খেজুর ১০০টি, বসতবাড়িতে নারিকেল বাগান প্রদর্শনী ১৫০০০টি, কিচেন গার্ডেন ৫০টি, খাটোজাতের নারিকেল চারা ৮৯১০০টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় ১১টি, মিনি ট্রাক ক্রয় ১টি, ফটোকপিয়ার ক্রয় ৯টি, স্ক্রিনসহ প্রজেক্টর ক্রয় ৯টি, স্ক্যানার ১৫টি, পাওয়ারটিলার ৪টি, পাওয়ার পাম্প ২টি, বৈদ্যুতিক মটর

২টি, ফুট স্পেয়ার ৩৬টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার ৬টি, হ্যান্ড চালিত স্প্রেয়ার ৩৬টি, রিফেক্টোমিটার ৬টি, স্যালাইন মিটার ১০টি সীমানা প্রাচীর (হর্টিকালচার সেন্টার) ২০০০ আরএম, স্বচ্ছ বীজতলা ১০টি, ফল প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ১টি।

১৬। ইউনিয়ন পর্যায় কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সাফল্যজনকভাবে ফসল উৎপাদন ও কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক সম্প্রসারণ সেবা পোঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এস এএও-দের জন্য ২৪টি অফিস-কাম-রেসিডেন্স, ইনপুট স্টোরেজ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মান, অফিস চত্বরে মাতৃবাগান স্থাপন, দূর্যোগপ্রবন এলাকায় দুর্যোগকালীন জরুরি আর্শ্রয় সুবিধা প্রদান।

প্রকল্প এলাকাঃ ২১টি জেলার ২৪টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ ভবন, সোলার সিস্টেম, সাইট ডেভেলপমেন্ট ও অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান।

১৭। কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই স্থাপনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ডাল,তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ডাল, তেল ও মসলা আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মূদ্রার সাশ্রয়। মৌ চাষের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সুষম মাত্রায় ডাল, তেল ও মসলা সরবরাহ করে মানব স্বাস্থ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করা। উন্নত মানের বীজ ব্যবস্থাপনায় ও মৌ চাষে মহিলাদের অংশগ্রহণে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস। শস্য বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা ফসল অন্তর্ভুক্ত করে পানি সাশ্রয় ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ-৩০৯ ব্যাচ (৯২৭০ জন), এসএএও প্রশিক্ষণ ৭৪ ব্যাচ,কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-১০ ব্যাচ (৩০০ জন), মৌ পালনের উপর সার্টিফিকেট কোর্স ১ ব্যাচ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ২০ জন, জাতীয় কর্মশালা ১টি, জীপ ১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ১টি, ডিজিটাল ক্যামেরা ২টি, ময়েশ্চার মিটার ১৪৭৩টি, মৌ বাক্স এবং মধু এক্ট্রাক্টর ১০০টি।

১৮। সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানি তেল/বিদ্যুৎ সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা উন্নয়ন। ভূ-উপরিস্থ পানির ন্যূনতম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারেও উৎসাহিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সেচ খরচ কমানো। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সচেতন করে তোলা। সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪১টি জেলার ১০০টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ ২৪৭৫ জন,জাতীয় কর্মশালা ১টি,ডাবল কেবিন পিকআপ ১টি,মটর সাইকেল ৫টি।

১৯। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাসমান কৃষির উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তিসমূহের বিস্তার ঘটানো এবং কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা। ভাসমান কৃষির মাধ্যমে বারি/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সবজি ও মসলা ফসলের আধুনিক জাতের বিস্তার ঘটানো। জলমগ্ন অবস্থায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধি বহুমূখীকরণ এবং ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজি ও মসলা চাষে ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎসাহিত করা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কৃষি কাজে নিয়োজিত করা। চাষকৃত জমির অপ্রতুলতা রয়েছে এমন স্থানে জলমগ্ন জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কচুরিপানার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ২৪টি জেলার ৪৬টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ উপকারভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ৭৯ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ১ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ সফর ২ ব্যাচ, জাতীয় কর্মশালা ১টি, জাতীয় সেমিনার ১টি, ভাসমান বেডে মসলা প্রদর্শনী ৩৪৫, লতাজাতীয় সবজি প্রদর্শনী ৩৪৫, লতাবিহীন সবজি প্রদর্শনী ১৭২।

২০। বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য শাক সবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক ব্যবস্থাপনাসমূহ সম্প্রসারণ করা। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কার্যকরী প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণের জন্য বক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাকরণ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। রাসায়নিক বালাই-নাশকের বিকল্প হিসেবে উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশকসমূহকে মাঠ পর্যায়ে সহজলভ্য করা। শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের গুণগতমান ও উৎপাদন বাড়ানোর ও বর্হিবিশ্বে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বক প্রদর্শনী ২১টি, সেক্স ফেরোমন ট্রাপ ৩৭৫০, আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্রাপ ১০০০, ফলের জন্য আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্রাপ ৪০০, সেক্স ফেরোমন লিউর ৫০০০, অনুবীজসহ সয়েল রিচার্য ১৫০ কেজি, জৈবিক দমন পদ্ধতির এজেন্ট ৫০০, জৈব বালাই নাশক ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষতিকর পোকা দমন ২৮,বিভিন্ন সবজি জাতীয় ফসল ৫ ব্যাচ, বিভিন্ন ফল জাতীয় ফসল ৩ ব্যাচ, প্রশিক্ষণ ২৮ ব্যাচ, ন্যাপসেক স্প্রেয়ার ৬০, ফুটপাম্প ৬০, কম্পিউটার ১০টি, লেজার প্রিন্টার ৮টি, স্কানার ২টি, ডিজিটাল ক্যামেরা ৮টি, ফটোকপি মেশিন ২টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ৪টি।

২১। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত উন্নতমানের এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য কৃষকের কাছে পৌঁছানো এবং এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে ডিএই'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের সাথে কৃষকের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি প্রচলন করা এবং যথোপযুক্ত তথ্য উপাত্ত প্রণয়ন করা। কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রীক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষকের উপযোগী ভাষায় বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণের মাধ্যমে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪টি জেলার ৪৮৭টি উপজেলা, ৪০৫১টি ইউনিয়ন পরিষদ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটি নিয়মিত সভার আয়োজন করছে। সারা বাংলাদেশে ১৫০০০ কৃষক গ্রুপ থেকে ২ জন কৃষক প্রতিনিধির নাম, ঠিকানা মোবাইল ফোন নম্বর সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। এ ডাটাবেজে জুন ২০১৮ পর্যন্ত কৃষক গ্রুপ থেকে ২০০০০ জন কৃষক প্রতিনিধির তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসএমএস এর মাধ্যমে ধানের বাস্ট রোগের প্রকোপে করণীয় সম্পর্কে ১৮০০০ কৃষককে অবহিত করা হয়েছে। হাওর অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে সম্মিলিতভাবে কার্যক্রম চলছে। কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে বামিস পোর্টাল এর ডিজাইন প্রণয়ন এবং বেইজলাইন সার্ভের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের কর্মকাণ্ড গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ ও ক্রপ সিমুলেশন মডেল তৈরির জন্য খসড়া সমঝোতা স্মারক তৈরি করে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অনতিবিলম্বে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হবে। ৬৪টি জেলায় এগ্রোমেট সার্ভিস রুম ও পিআইইউ সংস্কার করা হয়েছে। অফিসের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী এবং ২টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ১০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল এক্সপোজার ভিজিটে অংশগ্রহণ করে নেপালে চলমান সমজাতীয় একটি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে এসেছে। এছাড়াও উক্ত অর্থবছরে ২০টি ব্যাচে মোট ৬০০ জন কর্মকর্তাকে কৃষি আবহাওয়া তথ্য সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে ১টি ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ১৪টি সহ আয়োজিত মোট ১৫টি কর্মশালায় সর্বমোট ১১৮৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

রাজস্ব বাজেটে কর্মসূচি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় নিম্নলিখিত ৯টি কর্মসূচি চলমান/বাস্তবায়িত হয়েছেঃ

১। ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন। উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা। কৃষকের পুষ্টি চাহিদা পূরণ আয় বৃদ্ধি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ ৭০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ১৮৬টি, কৃষক মাঠ স্কুল ৬টি, মাঠ দিবস ৪৩টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ১টি, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ২৯০০টি।

২। উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচির আওতাধীন উপজেলাগুলোতে ব্যাপক হারে খাটো জাতের নারিকের সম্প্রসারণ করা। নারিকেল চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান। নারিকেল ধারণের পর্ব পর্যন্ত আন্ত ফসলের চাষ। বীজ নারিকেলের সারাদেশে সম্প্রসারণ। বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা। চাষিদের কারিগরি জ্ঞান প্রদান।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ ১৭ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, বীজ ও উদ্ভিদ (নারিকেল চারা) ৪৮৬৪৩টি।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলদ বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ বিদ্যমান ফল বাগানসমূহকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। ফল বাগান ব্যবস্থাপনায় কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ। কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও যুবকদের কর্সংস্থান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন। পার্বত্য এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ-৫০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৮৮০টি ও অন্যান্য।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নতুন ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ-৬১ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৬০০টি ও অন্যান্য।

৫। কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভূট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচি এলাকায় ভুট্টা, মিষ্টি কুমড়া ও বাদাম চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ-৫০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-১২ ব্যাচ, ভূট্টা প্রদর্শনী-৪২০টি, মিষ্টিকুমড়া প্রদর্শনী-৪০০টি, বাদাম প্রদর্শনী-৫৭০টি, কম্পোষ্ট পিট স্থাপন প্রদর্শনী-৮৪০টি, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী-৬৫০টি।

৬। মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ফল ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহজলভ্য করা, দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ প্রদর্শনী-২৬টি ,টিস্যুকালচার ল্যাব স্থাপন, অফিস সরঞ্জাম ও পূর্তকাজ সম্পাদন।

৭। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচি এলাকায় ধান ভিত্তিক ফসল বিন্যাসে বছরে ৪টি ফসল আবাদ করে শস্য নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ-৭৫ ব্যাচ, রোপা আউশ প্রদর্শনী-৪২৭টি, বোরো প্রদর্শনী-৩০০টি, রোপা আমন প্রদর্শনী-৩৭৫টি, আলু প্রদর্শনী-১২টি, সরিষা প্রদর্শনী-৩০০টি, মুগ/ মসুর প্রদর্শনী-২৭০টি, পাট প্রদর্শনী-৬৪টি, পেঁয়াজ প্রদর্শনী-৬৪টি, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী-৫১০টি।

৮। নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ পান চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য গুণগতমান সম্পন্ন পান উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সঠিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পান বরোজ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের কৌশলের মাধ্যমে পান চাষকে লাভজনক করা। পান পাতা বাছাই, জীবাণুমুক্তকরণ ও বাজার জাতকরণের নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পান চাষির আয় বৃদ্ধিকরণ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ-২২১ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-২৬ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ-৫২ ব্যাচ, পান বরোজ স্থাপন প্রদর্শনী-৬২০টি, চাষী র্যা লি-৪৩০টি।

৯। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ পরিবর্তিত জলবায়ু ঝুঁকি বিশেষ করে বজ্রপাত মোকাবিলায় উপযোগী বৃক্ষ চাষ সম্প্রসারণ। পতিত জমিতে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে জমির যথাযথ ব্যবহার। গ্রামীণ নারীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পৃক্তকরণ। ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদের চাষ সম্প্রসারণ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ প্রদর্শনী ১৫৪৭টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৩২ ব্যাচ।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দানাদার (চাল+গম+ভূট্টা) শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৩৮৬.৮২ লক্ষ মে.টন। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উৎপাদন হয়েছে ৪১৩.২৫ লক্ষ মে.টন। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬.৪৩ লক্ষ মে.টন। কৃষকের দোরগোড়ায় সব ধরনের ডিজিটাল সেবা পৌছে দেবার জন্য দেশব্যপী ইকৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষক বন্ধু' নামে দুটি অ্যাপস চালু করেন। ডিজিটাল পাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষক বন্ধু' ফোনসেবার মাধ্যমে মানুষ কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য পাবেন। কোন সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করতে পারবেন। মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের ৩৭টি উদ্ভাবন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ও ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন। এ পর্যন্ত ৬৮,৮৭৭ বার কৃষকের জানালা ও ১,৬৬,৫২৩ বার কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা পঠিত হয়েছে এবং প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন ভিজিট করেন।

উপসংহার

কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০১৪ সালে পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সমগ্র দেশজুড়ে আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্যাদি কৃষকের নিকট সরাসরি পৌঁছানো ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের ভিশন হলো ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপ দিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষি সম্প্রসারণের কার্যক্রম

ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প এর আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ভাসমান বেডে সবজি উৎপাদন

খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প এর আওতায় জয়পুরহাট জেলার পাচঁবিবি উপজেলায় পাওয়ারটিলার চালিত বেড পান্টার প্রদর্শনী।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজিক্যাল প্রোগ্রাম প্রকল্পের আওতায় বসতবাড়ীতে সবজি উৎপাদন প্রদর্শনী

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

www.badc.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাধর্মী কর্পোরেশন। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপটঃ কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫৯ সনের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর ৩৭ নং অধ্যাদেশ বলে ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নামে পরিচিত।

রূপকল্প (Vision)

মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

১. উচ্চফলনশীল মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
২. সেচ প্রযুক্তি উন্নয়ন, ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি এবং
৩. কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
২. ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং
৩. নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

প্রধান কার্যাবলি

- মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান;
- কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি;
- প্রতিকূলতাসহিষ্ণু তথা লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতাসহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- উদ্যান ফসল, চারা-কলম, শাকসবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	০	০	০
২.	গ্রেড ২	২১	১২	৯
৩.	গ্রেড ৩	৭	৬	১
৪.	গ্রেড ৪	১০৭	১০২	৫
৫.	গ্রেড ৫	২৫০	২১৮	৩২
৬.	গ্রেড ৬	৬০	৬০	০
৭.	গ্রেড ৭	০	০	০
৮.	গ্রেড ৮	০	০	০
৯.	গ্রেড ৯	৩৮৯	২৭৪	১১৫
১০.	গ্রেড ১০	৮৬৯	৫৬৭	৩০২
১১.	গ্রেড ১১	৯৯২	৪১১	৫৮১
১২.	গ্রেড ১২	৭৮৮	৪১৪	৩৭৪

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১৩.	গ্রেড ১৩	৫৩৫	১০৭	৪২৮
১৪.	গ্রেড ১৪	৯৮৪	৬২০	৩৬৪
১৫.	গ্রেড ১৫	৫৯	১৮	৪১
১৬.	গ্রেড ১৬	৪২	১৭	২৫
১৭.	গ্রেড ১৭	০	০	০
১৮.	গ্রেড ১৮	০	০	০
১৯.	গ্রেড ১৯	১৬৯৭	৬৪২	১০৫৫
২০.	গ্রেড ২০	০	০	০
	মোট	৬৮০০	৩৪৬৮	৩৩৩২

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৩৩৭ জন	৪৫ জন	৪১	৩০	৪৫৩ জন
২.	গ্রেড ১০	১০০ জন	-	-	১	১০১ জন
৩.	গ্রেড ১১-২০	৭৪ জন	-	২০৮	-	২৮২ জন
	মোট	৫১১ জন	৪৫ জন	২৪৯	৩১	৮৩৬ জন

মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৬	২	১	৯
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	৬	২	১	৯

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কসপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	২	-	২০	২২
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	২	-	২০	২২

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত বীজ সংক্রান্ত কার্যক্রম

ক্র. নং	ফসলের নাম	২০১৭-১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (মেট্রিক টন)	২০১৭-১৮ অর্থবছরের উৎপাদন (মেট্রিক টন)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বিতরণ (মেট্রিক টন)
১.	আউশ	১৬৮১	১৭০৭	১৯৪৪
২.	আমন	১৯২১১	১৭৯২৬	১৭৮৭৮
৩.	বোরো	৬৫০০০	৬৫০০০	৬৭২৩৭
৪.	বোরো হাইব্রিড	৮৫০	৯১৫	৬০৯
	মোট ধান বীজ ঃ	৮৬৭৪২	৮৫৫৪৮	৮৭৬৬৮
৫.	গম	১৮১৩৬	১৭৫২৭	১৮১৭৭
৬.	ভুট্টা	৩০	২০	৫
	মোট দানা শস্য বীজ ঃ	১০৪৯০৮	১০৩০৯৫	১০৫৮৫০
৭.	আলু বীজ	৩৩৯৩২	৩৩০৪৩	৩১৩২১
৮.	ডাল বীজ	২১৮১	২৪৩৫	১৮৮৮
৯.	তেল বীজ	১৫১৮	১১৯৫	১০২৩
১০.	পাট বীজ	৭২৩	৭২৩	২২৩
১১.	সবজি বীজ	৯৪	৪৫	৭৩
১২.	মসলা বীজ	১১০	১০৬	১০৫
	সর্বমোট	১৪৩৪৬৬	১৪০৬৪২	১৪০৪৮৩

বীজ উৎপাদন ও সরবরাহঃ বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি'র বীজ উইং কর্তৃক ৯টি প্রকল্প ও ৭টি বীজ কার্যক্রম ও ০১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক প্রকল্প, বীজ কার্যক্রম ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন ফসলের সর্বমোট ১.৪০৬ লক্ষ মে.টন বীজ উৎপাদন ও ১.৪০৫ লক্ষ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

বোরো ধান বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণঃ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য দানাজাতীয় ফসলের মধ্যে বোরো ধান বীজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিএডিসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট ৬৭,২৩৭ মে.টন বোরো ধান বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

সুপার হাইব্রিড বোরো বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণঃ বিএডিসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯১৫ মে.টন ঝখ-৮ঐ জাতের সুপার হাইব্রিড বীজ উৎপাদন ও ৬০৯ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র ঝখ-৮ঐ জাতের সুপার হাইব্রিড বীজ সরবরাহের ফলে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জাতের সুপার হাইব্রিড ধানের হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ মে.টন।

গম বীজ উৎপাদন ও সরবরাহঃ দেশে গমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৭,৫২৭ মে.টন গম বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং ১৮,১৭৭ মে.টন গম বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহঃ দেশের জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণকল্পে বিএডিসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ডাল জাতীয় ২,৪৩৫ মে.টন ও তৈল জাতীয় ১,১৯৫ মে.টন বীজ উৎপাদন এবং তা কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশে ডাল ও তৈল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আলু বীজ উৎপাদন ও সরবরাহঃ বিএডিসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩৩,০৪৩ মে.টন আলু বীজ উৎপাদন ও ৩১৩২১ মে.টন আলু বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। এতে দেশে আলু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য বিএডিসি'র ৩০টি আলুবীজ হিমাগারের সংরক্ষণ ক্ষমতা ৪৫৭০০ মে.টন।

উদ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ বিএডিসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এগ্রো সার্ভিস সেন্টার শীর্ষক একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় বিএডিসি'র এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮০.১৫ লক্ষ চারা ও গুটি/কলম, ১.০২ লক্ষ মে.টন শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন উদ্যান ফসলের চারা বিতণের ফলে দেশব্যাপী উদ্যান ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

কৃষক প্রশিক্ষণঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসির বীজ উইং কর্তৃক ৯টি প্রকল্প ও ৭টি কার্যক্রম ও ০১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প ও কার্যক্রমের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার ও উদ্যান ফসল চাষাবাদ কলাকৌশল বিষয়ে সর্বমোট ১২,৩৭৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কৃষকগণ অধিক ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম

দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচ ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিএডিসি'র মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, শস্য বহুমূখীকরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিএডিসি কর্তৃক সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২টি প্রকল্প ও ১৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি'র মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রসমূহ নিম্নরূপঃ

খাল পুনঃখনন/সংস্কারঃ বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর আওতায় প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট ৩৫০.৫৭ কি.মি. খাল/নালা পুনঃখনন/সংস্কার করা হয়েছে। উক্ত খাল/নালা পুনঃখনন/সংস্কারের ফলে অতিরিক্ত ৬,৩১০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। খাল নালা পুনঃখননের ফলে জলাবদ্ধতা নিরসন ও ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাবার ড্যামঃ পাহাড়ি এলাকায় ঝরণা/পাহাড়ি ছড়া এবং খরস্রোতা নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ করে সারা বছর পানি সংরক্ষণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে সেচ প্রদান করা হয়। বিএডিসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলায় ১টি এবং সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় ১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত। বর্ণিত ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে লোহাগড়া উপজেলার ৬৫০ হেক্টর এবং দোয়ারাবাজার উপজেলায় ৯৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে।

হাইড্রোলিক এলিভ্যাটেড ড্যামঃ দেশে প্রথম বারের মত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় এবং কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলায় উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর দুইটি হাইড্রোলিক এলিভ্যাটেড ড্যাম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এলিভ্যাটেড ড্যাম ২টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে যথাক্রমে ১২০০ ও ৮৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ সেচ নালাঃ সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচের পানির অপচয় রোধকল্পে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি'র প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২৩৯.৮ কি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও ৩.৭ কি.মি. ভূ-উপরিস্থ সেচনালা সর্বমোট ২৪৩.৫ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। এতে প্রায় ৩,৬৫৩ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সেচের পানির অপচয় রোধ করে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্পঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে 'ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প' এর আওতায় ১টি ও 'বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প' এর আওতায় ১৩টি এবং কর্মসূচির এর আওতায় ১৩টি সহ মোট ২৭টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এতে ২৭০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

গাইড/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণঃ বিএডিসি'র আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় ৬ কি.মি. ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প এর আওতায় ১৩.৮ কি.মি. গাইড/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজ করা হয়েছে।

সেচ অবকাঠামোঃ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিএডিসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট ৩৯২টি সেচ অবকাঠামো (ফুটব্রীজ, ক্যাটল ক্রসিং, বক্স কালভার্ট, পাইপ কালভার্ট, কনডুইট, ফ্লুম, ওয়াটার পাসিং স্ট্রাকচার ইত্যাদি) নির্মাণ করা হয়েছে, যা উৎপাদিত শস্য পরিবহন, স্কিমে সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়ণঃ বিএডিসি'র আওতায় প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ৬৮৬টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ১৭১টি ও বিভিন্ন ক্ষমতার এলএলপি ৫১৫টি) মাঠে ক্ষেত্রায়ণ করা হয়েছে। এতে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে অধিক পরিমাণ কৃষি জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়নঃ বিএডিসি'র আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৬৯টি সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হওয়ায় সেচ খরচ হ্রাস পেয়েছে।

কৃষক প্রশিক্ষণঃ প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে পরিচালিত সেচযন্ত্রসমূহ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, ফসলের নিবিড়তা ও সেচ দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ২২৭২ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এতে কৃষকের সেচ স্কিম ও সেচযন্ত্র পরিচালনায় দক্ষতা বেড়েছে।

ডাগওয়েলঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল ও সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচির আওতায় ৫টি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় ১টি সহ মোট ৬টি ডাগ ওয়েল নির্মাণ করা হয়েছে।

সেচকাজে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং ওয়াটার ব্যবহারঃ বিএডিসি লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১১০০ কিউসেক ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূ-উপরিস্থ) দ্বারা 'আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্পে'র মাধ্যমে ২২,৭৮৫ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। উপরোক্ত কার্যক্রমের ফলে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১,১৩,৯২৫ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের রিসাইক্লিং ওয়াটার সেচ কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (ঝিরিবাঁধ)ঃ বিএডিসি'র 'রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (ঝিরি বাঁধ) নির্মাণ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (ঝিরি বাঁধ) নির্মাণ করা হয়েছে। ১০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে এবং ৩০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে।

ভাসমান পাম্পের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণঃ ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫৬টি (১০ কিউসেক ৭টি, ১২.৫ কিউসেক ৪০টি ও ২৫ কিউসেক ১১টি) ভাসমান পাম্পের মাধ্যমে ১০,৮৭০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এতে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি ব্যবহার করে কৃষকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং এবং সেচযন্ত্র জরিপকরণঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক সারা দেশের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি ডাটাবেজ তৈরি এবং সেচযন্ত্র জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতি বছর পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়। উক্ত প্রকাশনার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সেচ কাজসহ অন্যান্য গবেষণাধর্মী কাজে সঠিক পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে।

ড্রিপ ইরিগেশন এর মাধ্যমে সেচ প্রদানঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি'র আওতাধীন 'বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তি চালিত পাম্পের সাহায্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচসম্প্রসারণ কর্মসূচি' এর মাধ্যমে ৫টি, 'কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মানের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি, এর মাধ্যমে ২টি এবং 'যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল ও সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি' এর আওতায় ২টি সহ মোট ৯টি ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এতে স্কিমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্পিংকলার ইরিগেশন এর মাধ্যমে সেচ প্রদানঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি'র আওতাধীন 'কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মানের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি' এর মাধ্যমে ২টি স্প্রিংকলার ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ঃ বিএডিসি'র মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া ও মরক্কো হতেটিএসপি, মরক্কো ও সৌদি আরব হতে ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমেটিএসপি ৪.৯৯ লক্ষ মে.টন, এমওপি ৪.৬৪ লক্ষ মে. টন ও ডিএপি ৩.৯১ লক্ষ মে.টন, সর্বমোট ১৩.৫৪ লক্ষ মে.টন সার আমদানি করা হয়েছে। উক্ত সময়েটিএসপি ৩.২৭ লক্ষ মে.টন, এমওপি ৪.০৮ লক্ষ মে.টন ও ডিএপি ২.৮৪ লক্ষ মে.টন, সর্বমোট ১০.১৯ লক্ষ মে.টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসি ২১টি অঞ্চলের ৪৭টি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সার সংক্রান্ত অর্জন

ক্রমিক নং	আমদানি ও বিতরণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি ও বিতরণ	
		আমদানি (লক্ষ মেট্রিক টন)	বিতরণ (লক্ষ মেট্রিক টন)
১.	টিএসপি	৪.৯৯	৩.২৭
২.	এমওপি	৪.৬৪	৪.০৮
৩.	ডিএপি	৩.৯১	২.৮৪
	মোট	১৩.৫৪	১০.১৯

নির্মাণ ও অন্যান্য কার্যক্রম

১.	প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ	১৭টি
২.	গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি	১০,২০০মে.টন
৩.	সার গুদাম সংস্কার	১১৫টি
৪.	অফিস ভবন সংস্কার	৮৪টি
৫.	সার গুদামে সিসি ক্যামেরা স্থাপন	৯০০টি
৬.	ডিজিটাল স্কেল	১৪০টি
৭.	ব্যাগ সেলাই মেশিন	১৪০টি
৮.	ডানেজ	৪,২৮৮টি
৯.	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৮,৩০০ রা. মি.

নন-ইউরিয়া সারের ডিলার ও কৃষকপর্যায়ে ভর্তুকি মূল্য

সারের নাম	ডিলার পর্যায়ে (টাকা/কেজি)	কৃষক পর্যায়ে (টাকা/কেজি)
টিএসপি	২০.০০	২২.০০
এমওপি	১৩.০০	১৫.০০
ডিএপি	২৩.০০	২৫.০০

বিএডিসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বিবরণ

প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	অবমুক্ত (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি (%)
২১	৩৮২.৯০	৩৮২.৯০	৩৮২.৪৮	৯৯.৮৯%

১. জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প

১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বিদ্যমান দু'টিটিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীতেটিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে আলুর অনুচারা উৎপাদন করা ও বীজ আলুর আমদানী নির্ভরশীলতা কমানো;
- প্রস্তাবিত নতুন কেন্দ্রীয়টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীতে উদ্যানতত্ত্বীয় অনুচারা উৎপাদন করা;
- বিদ্যমান দু'টিটিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় বহন করা;
- বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ও সংগ্রহোত্তর মূল্যায়নের জন্য অবকাঠামো তৈরি করা;
- বীজ বা পাটিং ম্যাটেরিয়াল কৃষক পর্যায়ে বিতরণের পূর্বে মান নিরূপণের জন্য সংগ্রহোত্তর যাচাই (Post Harvest Verification) করা;
- কৃষক পর্যায়ে নতুন ছাড়কৃত জাতের আলু, স্ট্রবেরী, কলা ও আনারস ইত্যাদি ফসল জনপ্রিয় করার জন্য প্রদর্শনী পট স্থাপন ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা; এবং
- উল্লেখিত ফসল সম্পর্কীয় সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কৃষকদের জ্ঞান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০৭টি বিভাগ, ৩১টি জেলা, ৫১টি উপজেলা।

১.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮ লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮ অগ্রগতি	শতকরা অগ্রগতি (%)
টিস্যু কালচার পান্টলেট উৎপাদন	সংখ্যা	৯ লক্ষটি	৩ লক্ষটি	৩ লক্ষটি	১০০
ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	সংখ্যা	১৬৫	১৮	১৮	১০০
সেন্ট্রালটিস্যু কালচার ও সীড হেলথ্ ল্যাবরেটরি নির্মাণ	বর্গ মি	৮১০	৩০	৩০	১০০
সংযোগ সড়ক নির্মাণ	রা. মি.	২০০	২০০	২০০	১০০
নিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজ নির্মাণ	ব. মি.	৪০০	২০০	২০০	১০০
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	৪৫০০	৯০০	৯০০	১০০
বক প্রদর্শনী স্থাপন	সংখ্যা	৬৭৪	২১০	২১০	১০০
মাঠ দিবস বাস্তবায়ন	সংখ্যা	১৫৬	৩০	৩০	১০০

২. ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গুণগত মানসম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও তা কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- ডাল ও তৈল বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা করা;
- ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকায়ন করা;
- ডাল ও তৈল বীজের উপর কর্মকর্তা ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা; এবং
- নতুন প্রযুক্তি চালু, পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা।

২.২ প্রকল্প এলাকাঃ ৭টি বিভাগ, ৪৭টি জেলা, ১৪২টি উপজেলা

২.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২৫০০	৭৫০	৭৫০	১০০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	জন	১০০	৬০	৬০	১০০
ভিত্তি বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭১০	১৪০	১৪০	১০০
বীজ ক্রয়	মে. টন	১৬৭৯০	৩৪৭৮	৩৪৭৮	১০০
বীজের আনুসাঙ্গিক ব্যয়	মে. টন	১৭৫০০	৩৬১৮	৩৬১৮	১০০
ক্যাভার্ড ভ্যান (৫ টন)	সংখ্যা	৩	১	১	১০০
মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৫	২	২	১০০
ফর্ক লিফট (১.৫এমটিক্যাঃ)	সংখ্যা	২	২	২	১০০
পাওয়ার থ্রেসার	সংখ্যা	৩	১	১	১০০
ক্লিনার কাম গ্রেডার	সংখ্যা	২	১	১	১০০
ফিউমিগেশন সিট	সংখ্যা	৫২	৩০	৩০	১০০
পাস্টিক/ কাঠের ডানেজ	সংখ্যা	১০০০	১০০	১০০	১০০
জার্মিনেটর	সংখ্যা	৮	৮	৮	১০০
কম্পিউটার, প্রিন্টার ও টেবিল	সংখ্যা	১৬	৬	৬	১০০
মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ	সংখ্যা	৩	১	১	১০০
ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৪	১	১	১০০
ফার্ম উন্নয়ন	ঘ. মি.	৩৯২৫০	৪০০০	৪০০০	১০০
অফিস কাম গ্যারেজ	ব. মি.	৭৮০	২৮০	২৮০	১০০
গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কক্ষ	ব. মি.	৭২০	৪৪০	৪৪০	১০০
পাকা/ হেরিংবন রোড	ব. মি.	১৮৫০	১৫০০	১৫০০	১০০
বীজ গুদাম নির্মাণ	ব. মি.	১৫৫০	৮৭৪	৮৭৪	১০০
ট্রানজিট বীজ গুদামঘর নির্মাণ	ব. মি.	৩৭৫	২০০	২০০	১০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	ব. মি.	৫০০	২১৯	২১৯	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	ব. মি.	১৯৮০	১৫০০	১৫০০	১০০

৩. নোয়াখালী জেলার সুর্বণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার চর এলাকার চাষিদের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- চর এলাকায় একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে সেখানকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টিমান উন্নয়ন করা ;
- ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি করা;
- পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে খামার ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্যের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা; এবং
- খামার ও প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে বীজ প্রযুক্তি, বাগান তৈরি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও কৃষি বাণিজ্যের উপর কৃষক ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০১টি বিভাগ, ০২টি জেলা, ১৩টি উপজেলা

৩.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ডাল বীজ উৎপাদন	মে. টন		৪১.০০০	৪১.০০০	১০০
তৈল বীজ উৎপাদন	মে. টন		৫০.৫০০	৫০.৫০০	১০০
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন		১১৭.০০	১১৫.০০	৯৮
সীমানা প্রাচীর	রা. মি	১১০০	১১০০	১১০০	১০০
বীজ সংরক্ষণাগার	বর্গ মি	২৫০.০০	২৫০	২৫০	১০০
ফর্ক লিফট	সংখ্যা	১	১	১	১০০

৪. বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুর্নবাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ১৭টি স্থানে প্রি ফেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ করে বর্তমান ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ৫০,০০০ মে. টন ও বিএডিসি'র পুরাতন ১১৫টি সার গুদাম মেরামত করে ২০,০০০ মে. টন সহ মোট ৭০,০০০ মে. টন সারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বিদ্যমান গুদামসমূহের সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন সার বিতরণ নিশ্চিত করা;
- অফিস ভবন ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোসমূহ মেরামত করে কর্মপোযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- অফিস সরঞ্জাম ও লজিস্টিকস সরবরাহের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করা;
- মোবাইল/অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করা।

৪.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, উপজেলা ১১৬টি।

৪.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ	ব.মি.	৫০০০০	১০২০০	১০২০০.	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘ. মি.	৪৯১০০	১৩০৫০	১৩০৫০	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা. মি.	৮৩০০	১৩৬০	১৩৬০	১০০
হেরিং বোন বন্ড সড়ক নির্মাণ	ব. মি.	১৬২০০	৭০৪৯	৭০৪৯	১০০
অফিস ভবন মেরামত	সংখ্যা	৮৪	২৫	২৫	১০০
সার গুদাম মেরামত	সংখ্যা	১১৫	১০	১০	১০০
ডানেজ ক্রয়	সংখ্যা	৪২৮৮	৮৩	৮৩	১০০
ত্রিপল ক্রয়	সংখ্যা	৩০০	১০০	১০০	১০০

৫. ধান, গম, ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প

৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ১,৫০,০০০ মে. টন গুণগত মানসম্পন্ন দানাশস্য বীজ (ধান, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন এবং সংগ্রহ;
- সংগৃহীত বীজের মান পরীক্ষা করা এবং সঠিকভাবে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং চাষি পর্যায়ে বিতরণ নিশ্চিত করা; এবং
- বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রনে সেবা প্রদান।

৫.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০৬টি বিভাগ, ৩৫টি জেলা, ১৬৬টি উপজেলা।

৫.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বীজ ক্রয়	মে.টন	১৫০০০০	৩০৪০৩.৪২	৩০৩৫৪.৩৭	৯৯.৮
ব্যাগ সেলাই মেশিন	সংখ্যা	১২	৬	৬	১০০
গ্যারেজ/সেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৬	৪	৪	১০০
ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	৮	৫	৫	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি	৪৮০০	২২৫০	২২৫০	১০০
অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ	রা.মি	৭০০	২১০	২১০	১০০
ড্রেন নির্মাণ	রা.মি	১২৫০	২০০	২০০	১০০

৬. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প এলাকায় ও এগ্রোসার্ভিস সেন্টারে অতিরিক্ত ২০০ টন ফল এবং ৪০০ টন সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে ৪০০০ হেক্টর এলাকা বৃদ্ধিকরণ। পাশপাশি প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে ১০ লক্ষ্য উন্নতমানের ফল সবজি চারা, গুটি, কলম ও সবজি বীজ সরবরাহ করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ১৬৮০ জন যুবক ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যতা দূরীকরণ;
- কৃষকদের মধ্যে ফল, ফুল, সবজী, অর্কিড, ঔষধী গাছের উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল গ্রাফট, গুটি চারা উৎপাদন এবং বিতরণ;
- টাটকা শাক সবজি, ফল এবং মসলার উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় পুষ্টি ঘাটতি হ্রাসকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; এবং
- প্রকল্প এলাকার কৃষকগণকে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে অবমুক্তকৃত নতুন উদ্যান জাতীয় ও অন্যান্য ফসলের বিভিন্ন জাতের বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

৬.২ প্রকল্প এলাকাঃ বিভাগ ০১টি, ০৩টি জেলা, ০৩টি উপজেলা।

৬.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

৭. বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষিক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	জন	১৬৮০	৩৩৬	৩৩৬	১০০
এক্সপোজার ভিজিট	জন	৬৩	৭	৭	১০০
প্লান্ট মেটেরিয়াল (চারা, কলম/গুটি) বিতরণ	লক্ষ	১০.০০	২.০০	২.০০	১০০
প্রদর্শনীর জন্য বীজকলম/চারা	টি পট	১০০	২০	২০	১০০
হেরিং বোন বন্ড রাস্তা	রাঃ মিঃ	২৪০০	২৪০০	২৪০০	১০০

৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি প্রতিস্থাপন, নবায়ন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চ ফলনশীল ফল ও সবজি চারাসহ ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও তৈল, পাট, আলু এর ২,৪৯,৮০০ মে.টন মানসম্পন্ন বীজের যোগান বৃদ্ধি;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হালনাগাদের মাধ্যমে বীজের বাজারজাতকরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা; এবং
- বেসরকারি পর্যায়ের বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।

৭.২ প্রকল্প এলাকাঃ বিভাগ ০৭টি, ৪৩টি জেলা, ৪৩টি উপজেলা।

৭.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও স্থাপনা মেরামত	থোক	থোক	থোক	থোক	১০০
ট্রাক ক্রয়	সংখ্যা	৩০	১০	১০	১০০
বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	৩১	১১	১১	১০০
কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	২৬	৬	৬	১০০
ইমপিমেন্ট শেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	৭	৭	১০০
অভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা নির্মাণ	রা. মি.	২০০০	৬৩০	৬৩০	১০০
এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ	রা. মি.	৫০০০	৪৫০০	৪৫০০	১০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৭	৭	১০০
কাভার্ড থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	সংখ্যা	৫	৩	৩	১০০
অফিস ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	৪	৪	১০০
ট্রানজিট গোডাউন নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৭	৭	১০০
লোডিং আনলোডিং শেড নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৭	৭	১০০
বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	রা.মি.	১৩০০০	২৩১০	২৩১০	১০০

৮. রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৬,১৯৭ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর প্রায় ৭২,৮৮৭ মে.টন খাদ্য শস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা;
- পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

৮.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০১টি বিভাগ, ০৪টি জেলা, ২৮টি উপজেলা।

৮.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২-কিউসেক সাবমার্জেবল পাম্পের মালামাল	সেট	১৮০	২৪	২৪	১০০
২-কিউসেক পুরাতন নলকূপের মালামাল	সেট	১৭০	৪৮	৪৮	১০০
সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন	সেট	৩	৩	৩	১০০

৯. ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প

৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎস হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির অবস্থা (পরিমাণ ও গুণাগুণ) পর্যবেক্ষণ ও ডাটা সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎসের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিটি প্রযুক্তির প্রয়োগ;
- ক্ষুদ্রসেচের কাজে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা, সেচকৃত এলাকা, সেচ খরচ, উৎপাদন খরচ, উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ইত্যাদি জরিপের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্যপুস্তক, বুলেটিন, সাময়িকী, ট্রেনিং ম্যানুয়াল, রিপোর্ট ও প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার ও নীতি নির্ধারকগণকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান; এবং
- প্রকল্পের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে দক্ষতা, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ডাটাকে তথ্যে রূপান্তরিত করে সামগ্রিক কাজের গতিশীলতা আনয়ন।

৯.২ প্রকল্প এলাকাঃ ৯টি বিভাগ, ৬৩জেলা, ৪৬৩টি উপজেলা।

৯.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স আয়োজন	সংখ্যা	৪	১	১	১০০
পরীক্ষাগারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সেট	৪২	৫	৫ সেট	১০০
ফিল্ডকিটের রিএজেন্ট ক্রয়	সেট	৫০	২৫	২৫	১০০
সেচ এলাকা ও সেচ খরচের উপর সমীক্ষা	জন	১	১	১	১০০
পিকআপ	সংখ্যা	২	২	২	১০০
পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি	সেট	৩৩	১০	১০	১০০
পানি পরীক্ষার জন্য ফিল্ডকিট	সেট	১০০	৫৭	৫৭	১০০
কম্পিউটার ও হাইড্রোলিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	সেট	১০	৬	৬	১০০
পাইপ, ইউপিভিসি ফিল্টার ও যন্ত্রপতি ক্রয়	সেট	৭৪৪	৫০০	৫০০	১০০
ভূগর্ভস্থ পানির পর্যবেক্ষণে নলকূপ	সেট	৩০০	৯৫	৯৫	১০০
লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণে নলকূপ	সেট	৮০	৪৮	৪৮	১০০

১০. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- মেঘনা মোহনার অতিরিক্ত মিষ্টি পানি ব্যবহার করে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও উৎপাদন এর মাধ্যমে অধঃপতিত জমির পুনর্জীবন প্রদান;
- পরিবেশবান্ধব সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সেচের উন্নয়ন;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ২০০০ হেক্টর জমি কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনয়ন ; এবং
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষক দল ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ।

১০.২ প্রকল্প এলাকাঃ ১ বিভাগ, ৩টি জেলা, ২০টি উপজেলা।

১০.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	সংখ্যা	৫	৫	৫	১০০
কৃষক, ম্যানেজার ও ফিল্ডম্যান প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩	৩	৩	১০০

১১. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ১৮৩৪৩.১ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৮২৫৪৩.৯৫ মে. টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় খাল/নালা খনন/পুনঃ খননের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশন তরান্বিতকরণ;
- সেচ কাজে On Farm Water Management technology এবং Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ফলন পার্থক্য (Yield Gap) কমানো; এবং
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১১.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০২ বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৪৭টি উপজেলা।

১১.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
জীপ	সংখ্যা	১	১	১	১০০
মটর সাইকেল	সংখ্যা	২০	২০	২০	১০০
ল্যাপটপ	সংখ্যা	৩	৩	৩	১০০
কম্পিউটার	সংখ্যা	৮	৮	৮	১০০
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	সেট	১	১	১	১০০
এয়ার কন্ডিশনার	সেট	২	২	২	১০০
ফটোকপিয়ার	সেট	২	২	২	১০০
সার্ভে যন্ত্রপাতি	সেট	৩	২	২	১০০
৫-কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	১০	১০	১০	১০০
২-কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	৫৫	২৫	২৫	১০০
ফিতা পাইপ ক্রয়	সেট	৫০	২৫	২৫	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১২০	১	১	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৮৫	১২	১২	১০০

১২. লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, অন্যান্য সেচ অবকাঠামো ও আন্তঃ সংযুক্ত সেচ বিতরন ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের সেচযোগ্য ১৮০২ হেক্টর জমি ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচের আওতায় আনা;
- উন্নত সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাস/সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং
- কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১২.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০১ বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা।

১২.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২৫০ মিঃমিঃ ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল	সেট	৩০	২০	২০	১০০
১৫০ মিঃমিঃ ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল	সেট	২০	১০	১০	১০০
ফিতা/হুজ পাইপ ক্রয়	মিটার	১০০০০	৫০০০	৫০০০	১০০

১৩. চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরো চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বোরোর চরের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মূল্যায়ন;
- বোরোর চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপন করা হলে খামারের আওতাধীন চর মেঘনা নদীর প্রবাহের ফলে ক্ষয় বা ভাঙ্গন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নির্ধারণ;
- খামারস্থ সম্ভাব্য ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা; এবং
- বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যথাঃ বীজগুদাম, অফিস ভবন, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, সানিংফ্লোর, থ্রেসিংফ্লোর, হেরিবন্ড রাস্তা ও গভীর নলকূপ নির্মাণ করা যাবে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

১৩.২ প্রকল্প এলাকাঃ ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা।

১৩.৯ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন লক্ষ টাকায়

কার্যক্রমের নাম	ডিপিপি	২০১৭-১৮		শতকরা
	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতি (%)
স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই	১৯১.৭৮	৬০.২৫	৬০.২৫	১০০

১৪. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলার ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ;
- ১২৬৬৪ হেক্টর জমিতে ভু-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- প্রতিবছর অতিরিক্ত ৫০৬৫৬ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন; এবং
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করণ।

১৪.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০১টি বিভাগ, ০৭টি জেলা, ৪৬টি উপজেলা।

১৪. ৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি
		লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	(%)
খাল পুনঃ খনন	কিঃ মিঃ	৩০০	২৪	২৪	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ	মিঃ	২৬৮০০০	৭২০০০	৭২০০০	১০০
ক্রস ড্যাম/কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	২০	২	২	১০০
ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৮	৮	১০০
কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২৫	৭	৭	১০০
সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন	সংখ্যা	৫	১	১	১০০

১৫. বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প।

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট ফলমূল, শাক সবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- গুণগত মানসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ফলমূল, শাক সবজি, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ এবং ঔষধি গাছের উন্নত জাতের গ্রাফটিং, গুটি কলম, চারা উৎপাদন, কেন্দ্রস্থ প্রদর্শনী খামার এবং প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত প্রদর্শনী পটের মাধ্যমে উদ্যান ফসল প্রদর্শন করার পাশাপাশি কৃষক পর্যায়ে ও নগরবাসীদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ;
- ব্যাপকভাবে পুষ্টি উন্নয়ন মূলক খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা রোধে বিভিন্ন উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ ও প্রকল্প এলাকায় প্রদর্শনী পট স্থাপন এবং উচ্চমূল্যের ফল, সবজি, শোভাবর্ধক গাছ ও মসলা জাতীয় ফসলের চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষি, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনক্ষম উদ্যান জাতীয় ফসলের টেকসই উৎপাদন, জীব প্রযুক্তি ব্যবহারের

মাধ্যমে মাতৃগুণাগুণ সম্পন্ন উদ্যান জাতীয় ফসল উৎপাদন ও যথাযথভাবে বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) সংরক্ষণসহ গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন; এবং

- কৃষি যন্ত্রপাতি,টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, খামার উন্নয়ন, বিভিন্ন স্থাপনা, যানবাহন ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

১৫.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০৫ বিভাগ, ১১টি জেলা, ৫৭টি উপজেলা।

১৫.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	জন	২৯০৮০	৮৮০	৮৮০	১০০
স্থানীয় বীজ নারিকেল ক্রয়	সংখ্যা	৮,১০,০০০	৪০৬০০	৪০৬০০	১০০
গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি বীজ ক্রয়	কেজি	২১০০	১৩০	১৩০	১০০
সবজি ও মসলার বীজ ক্রয়	কেজি	৮৭০০	৬০০	৬০০	১০০
ফলের বীজ ক্রয়	সংখ্যা	২৯,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	১০০
ঔষধি গাছের বীজ ক্রয়	সংখ্যা	২৩০০০০	২০০০০	২০০০০	১০০
ফলের গ্রাফট, গুটি উৎপাদন, প্যান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয়	সংখ্যা	৭৭০০০০	৬০০০০	৬০০০০	১০০
ফুল এবং শোভাবর্ধনকারী গাছের কাটিং, বাডিং, গুটি উৎপাদন, প্যান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয়	সংখ্যা	৩৬০০০০	১৬০০০	১৬০০০	১০০
শাক-সবজি ও অন্যান্য বীজ ক্রয়	কেজি	৩২০০	৩২৪	৩২৪	১০০

১৬. সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে প্রতি বছর ১৬৪২৫ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ ও ৫০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণপূর্বক মোট ২১৪২৫ হেক্টর জমিতে সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
- আধুনিক ও স্থানীয় লাগসাই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির কাঙ্খিত ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৫,৭০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন।
- ২০০ জন ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যান ও ৪০০ জন কৃষকের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।

১৬.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০১টি বিভাগ, ০৪টি জেলা, ৩৮টি উপজেলা।

১৬.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
স্মার্ট কার্ড বেইজ প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সেট	৫০	৫০	৫০	১০০
হোজ পাইপ ক্রয়	সেট	৫৫	২৯	২৯	১০০
অফিস ভবন কাম-ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২	১	১	১০০
খাল/নালা/পাহাড়ি ছড়া পুনঃখনন	কি.মি.	২	১	১	১০০
মাঝারী হাইড্রোলিক স্টাকচার	সংখ্যা	১৫	৪	৪	১০০
ছোট হাইড্রলিক স্ট্রাকচার	সংখ্যা	১২০	২৮	২৮	১০০
৫-কিউসেক হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	সংখ্যা	১৫৭	৩৬	৩৬	১০০
২-কিউসেক সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২০	২০	১০০
ফোর্স মোড নলকূপ খনন	সংখ্যা	৪৫	০৯	০৯	১০০
বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৫৫	২৫	২৫	১০০
বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৮২	১৫	১৫	১০০

১৭. বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুনঃখনন এবং অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে ১১,০৫৮ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৩৮,৭০৩ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য এবং ২৭,৬৪৫ মেট্রিক টন ফলমূল/শাক-সবজি উৎপাদন;
- সমাপ্ত জিবিপি প্রকল্পে স্থাপিত সেচ যন্ত্রপাতি এবং অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে ১২,৪০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ৩১,০০০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন; এবং
- প্রকল্প এলাকায় ৬০০ জন সেচ স্কীমের ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান এবং ৪০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।

১৭.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০১টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৩৩টি উপজেলা।

১৭.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি
		লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	(%)
১-কিউসেক এলএলপি পাম্প সেট ক্রয়	সেট	২৬	২৬	২৬	১০০
১-কিউসেক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার জন্য বেরিড পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	সেট	৪৩	৪৩	৪৩	১০০
২-কিউসেক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার জন্য বেরিড পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	সেট	১৪০	৩৭	৩৭	১০০
১-কিউসেক সোলার পাম্প ক্রয়	সেট	১৭	১৩	১৩	১০০
খাল পুনঃখনন	কি.মি	২৫০.	১০৪	১০৪	১০০
১-কি.সেক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	৪৩	৪৩	৪৩	১০০
২-কি.সেক ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	৩৭	৩৭	৩৭	১০০
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	৬৬	৩৪	৩৪	১০০
ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	সংখ্যা	৬৬	২০	২০	১০০
এলএলপি স্কীমে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৯৫	৬৬	৬৬	১০০

১৮. ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় প্রর্যায়)

১৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রবহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৫৬৯৪৫৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ১৭০৮৩৫ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- শুষ্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে উপযুক্ত পানি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জমিতে পানি সরবরাহ ও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং 'অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি' ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকার জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- আধুনিক কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, পানি ব্যবহারকারী সমিতি/সংগঠন এবং কৃষকের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন করা।

১৮.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০৫টি বিভাগ, ২৬টি জেলা, ৭৯টি উপজেলা।

১৮.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
৫-কিউঃ পরীক্ষামূলক সোলার পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	সংখ্যা	২	১	১	১০০
বেরিড পাইপ লাইনের সরঞ্জাম	সংখ্যা	১৫৯	৬৯	৬৯	১০০
৫-কিউঃ পাম্প স্কীমে ব্যারিড পাইপ	সংখ্যা	১৫৯	৬৩	৬৩	১০০
পাকা সেচনালা নির্মাণ	মিটার	২০০০০	২৮৩০.৬৮	২৮৩০.৬৮	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	সংখ্যা	৫০	১৬	১৬	১০০
সংযোগ খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৫৫	২৫.	২৫	১০০
বৈদ্যুতিক লাইননির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	৫০	৫০	১০০

১৯. আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্পের আওতায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- প্রকল্পের আওতায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১১০০ কিউসেক ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূ-উপরিস্থ) দ্বারা আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে আবাদকৃত ২২০০০ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ২২০০০ হেক্টর জমি সেচের মাধ্যমে ৯৬২৫০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং ২৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচের মাধ্যমে ১২৫১২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা। উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১০৮৭৬২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা; এবং
- প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে সেচ, খাদ্যশস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করা।

১৯.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০২টি বিভাগ, ০২টি জেলা, ০৭টি উপজেলা।

১৯.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২০০ মি.মি. ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস সরবরাহ	সেট	২৫	০৭	০৭	১০০
২৫০ মি.মি. ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস সরবরাহ	সেট	২৫	১০	১০	১০০
খাল/ নালা পুনঃখনন	কি. মি.	৮.০০	২.০০	২.০০	১০০
অস্থায়ী মাটির বাঁধ নির্মাণ	কি. মি.	১০.০০	২.০০	২.০০	১০০
আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ	কি. মি.	১.৭৫	০.৬৪০	০.৬৪০	১০০
আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যানেল নির্মাণ	কি. মি.	০.৭৫০	০.৩২০	০.৩২০	১০০
টারশিয়ারী ক্যানেল নির্মাণ	কি. মি.	০.২৫০	০.২০০	০.২০০	১০০
টো/রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	কি. মি.	০.১০	০.০৪	০.০৪	১০০
১-কি.সে. এলএলপি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	১০	১০	১০০
২-কি.সে. এলএলপি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	০৯	০৯	১০০

২০. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (৫ম পর্যায়)

২০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের আওতায় ১০টি ড্যাম (রাবার ড্যাম ২টি ও হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম ৮টি) নির্মাণ করে ১১,১৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে ৫০,১৭৫ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

২০.২ প্রকল্প এলাকাঃ ২টি বিভাগ, ০৫টি জেলা, ০৮টি উপজেলা।

২০.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	২	২	চলমান	৫০
অবকাঠামো (রাবার ড্যাম নির্মাণ)	সংখ্যা	৮	৪	২	৫০
ড্যাম ব্যাগ ক্রয় ও স্থাপন	সংখ্যা	৮	৪	৪	১০০
স্টিল সিট পাইল ক্রয়	মে.টন	৮৫০	৬৪৫	৬৪৫	১০০
রেগুলেটর নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	২	২	১০০
বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	৩৪	১৩.৮	১৩.৮	১০০
নদী/খাল পুনঃখনন	কি. মি.	৩০	৩.২০	৩.২০	১০০
ইরিগেশন ইন/আউটলেট ও ড্রেন নি.	মি.	৬০০	১০৬.৫	১০৬.৫	১০০
জীপ গাড়ী ক্রয়	সংখ্যা	১	১	১	১০০

২১. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫,৪৯৮ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে প্রায় ৭৭,৪৯০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ; এবং
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

২১.২ প্রকল্প এলাকাঃ ২টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৫৬টি উপজেলা।

২১.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
গনকূর পাম্প ঘর ও পাম্প বেস মেরামত	সংখ্যা	৬০	৬	৬	১০০
৫-কিউসেক এলএলপি পাম্পের পাইপ ক্রয়	সেট	৬০	৮	৮	১০০
২-কি.সেক ফোর্সমোড নলকুপের পাইপ ক্রয়	সেট	১৩০	২২	২২	১০০
২-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলপিইডি পাইপ	সেট	২০০	১০	১০	১০০
১-কিউসেক সোলার পাম্পের পাইপ ক্রয়	সেট	২০	১৫	১৫	১০০

বিএডিসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ

কোটি টাকায়

কর্মসূচির সংখ্যা	বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি
২৩	১২৯.০৩	১২৮.৭৭	১২৮.৫৬	৯৯.৬৪%

ফসল সাব-সেক্টরের কার্যক্রম

১. বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

১.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে মৌল বীজ ও ভিত্তি স্টেজ-১ হতে প্রয়োজনীয় ভিত্তি বীজ পরিবর্ধন;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদন এবং কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে হাইব্রিড ধান বীজের চাহিদা মেটানো;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে হাইব্রিড ধান বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো;
- খামার ব্যবস্থাপনা ও বীজ উৎপাদনের উপর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বেসরকারি উৎপাদকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক/উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দক্ষ জনবল সৃষ্টি; এবং
- সংগঠিত বীজ উৎপাদনকারীর নিকট ভিত্তি বীজ সহজলভ্য করণ;

১.২ কার্যক্রম এলাকাঃ ০৮টি বিভাগ, ১৮টি জেলা, ১৮টি উপজেলা।

১.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন পরিমাণঃ মে. টন

বীজের নাম	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	
আউশ	১০৪৪.০০০	১০৬৮.৭৮৭	১০২
আউশ (নেরিকা)	৯৩.০০০	৯১.০১৭	৯৮
আমন	২৮০০.০০০	২৭৭৬.৮৮২	৯৯
আমন (নেরিকা)	১৭০.০০০	১৬৮.৭০১	৯৯
বোরো	৩৮৯৭.০০০	৩৭০০.০০০	৯৫
হাইব্রিড ধান	৮৫০.০০০	৯১৫.৩৭৪	১০৮
বোরো (নেরিকা)	৫০.০০০	৪৮.০০০	৯৬
গম	১৭০.০০০	১৬৫.৪৬৬	৯৭
আলু	১৩৬০.০০০	১৩৫৪.২৮০	১০০
মোটঃ	১০৪৩৪.০০	১০২৮৮.৫০৭	৯৯

২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

২.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- বিএডিসি'র খামার হতে ভিত্তি বীজ সংগ্রহ করে তা থেকে ভিত্তি (স্টেজ-২)/প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন ও উৎপাদিত বীজ সংগ্রহপূর্বক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা যা পরবর্তী বছর/মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে বীজ বা ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে;
- হাইব্রিড ভুট্টা/ধান বীজের প্যারেনটাল লাইন সংগ্রহ করে প্রশিক্ষিত কৃষকের মাধ্যমে F1 বীজ উৎপাদন করা;
- জোন এলাকার বীজ উৎপাদক চাষিদের সংগঠিত করে বীজ প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- নতুন জাত বা কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও প্রসার ঘটানো;
- চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিবীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সময়মত প্রাপ্তিতে সহায়তা করা; এবং
- বীজ শিল্প উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

২.২ কার্যক্রম এলাকাঃ ০৭টি বিভাগ, ৩৩টি জেলা

২.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন মে. টন

বীজের নাম	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	
আউশ	৫০০	৩৩৫	৬৭
আমন	৭০৯৭	৬৯২২	৯৮
বোরো	৩৪৪৫০	৩৪৪৫০	১০০
গম	৮৯১৫	৮৯১৫	১০০

৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম

৩.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষক পর্যায়ে বিপণন করে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন বীজ উৎপাদন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদিত দানাশস্যের ভিত্তি, প্রত্যায়িত, মানঘোষিত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংগ্রহ করে মাননিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা;
- সংগৃহীত বীজগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করার পর বিতরণ মৌসুমে প্যাকেটজাত করে আঞ্চলিক বীজ গুদামে প্রেরণ করা এবং আঞ্চলিক বীজ গুদাম ও বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে ডিলারের মাধ্যমে তা বিতরণ/বিক্রয় করা। এছাড়া বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক ভিত্তি বীজ সরবরাহ করা;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ পরীক্ষাগার ল্যাবরেটরীতে বীজের গুণগত মান পরীক্ষা করা এবং ঢাকার মিরপুরের কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে নমুনা বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ করা;
- সারা দেশব্যাপী একটি সুনিয়ন্ত্রিত ডিলার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ বিতরণ ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য ডিলারদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বীজ প্রযুক্তির উপর নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশে একটি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে ওঠে; এবং
- বেসরকারি বীজ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদকদেরকে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন কাজে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩.২ কার্যক্রম এলাকাঃ ০৭টি বিভাগ, ১৬টি জেলা, ১৬টি উপজেলা।

৩.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন মে. টন

বীজের নাম	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	
আউশ	২২৪১.৬০	১৭০৬.৮৭	৭৬
আমন	১২৫০৩.০০	১০০৫৮.৫৭	৮০
বোরো	৪৩৯০৮.৭৪	৪০১৬৭.০৬	৯১
গম	৯১৯৬.৭৫	৭১৯৭.৮৯	৭৮
মোট	৬৭৮৫০.০৯	৫৯১৩০.৩৯	৮৭

৪. পাট বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।

৪.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- পাটের গবেষণালব্ধ প্রজনন বীজ হতে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা;
- পাটের ভিত্তি বীজ হতে প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ (ঃখঝ) উৎপাদন করে মজুদ গড়ে তোলা;
- পরিবেশ রক্ষার জন্য পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার বর্তমান সরকারের একটি উদ্দেশ্য বিধায় অধিক পরিমাণ পাট আঁশ উৎপাদন করার লক্ষ্যে উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন করে তা সংস্থার বীজ বিপণন বিভাগের মাধ্যমে অথবা পাটবীজ বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বীজ ডিলারের মাধ্যমে সরাসরি চাষিদের মধ্যে বিপণন করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা
- বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- উন্নত জাতের ভিত্তি বীজের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
- উন্নত জাতের পাট বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ।

৪.২ কার্যক্রম এলাকাঃ ০৫টি বিভাগ, ১৭টি জেলা, ৪৫টি উপজেলা।

৪.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন মে. টন

বীজের নাম	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	
পাট বীজ	১০৫০.০০	৭২৩.২৪৫	৬৯
আউশ ধান বীজ	১৫০.০০	১১৮.০৪৫	৭৯
নেরিকা আউশ ধান বীজ	১৮.০০	১৯.১১৫	১০৬
আমন ধান বীজ	৩০১.০০	৩০২.৮২৮	১০১
নেরিকা আমন ধান বীজ	২৮.০০	১২.৬৯৩	৪৫
বোরো ধান বীজ	৪৯৮.৪০	৪৬৭.২১২	৯৪
গম বীজ	৩২৪.০০	৩৩৩.৪৫০	১০৩
আলু বীজ	১০২১.৭৯	৯৩৩.২০০	৯১

৫. এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম

৫.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- এগ্রো সার্ভিস কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান ১৪টি সেন্টারের মাধ্যমে শাক-সবজি, ফুল,ফল, চারা, গুটি, কলম উৎপাদন ও বিপণন এবং ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা উৎপাদনসহ এ জাতীয় ফসলের উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়িয়ে দেশের বিদ্যমান পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন;
- কার্যক্রমের মাধ্যমে বীজ, চারা, গুটি, কলম, শাক-সবজি, ফলমূল, মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও চাষীগণকে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের আওতাধীন প্রকল্প এলাকার কৃষকগণকে শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া। বিভিন্ন সমবায় সমিতি/কৃষকগ্রুপ গঠন করে কৃষকগণকে সংগঠিত করা। তাছাড়া, আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর চাপ কমিয়ে খাদ্যাভাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচলিত ও প্রবর্তনমূলক সবজি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেওয়া;
- কার্যক্রমের মাধ্যমে নিকটবর্তী শহর এলাকায় টাটকা শাক-সবজি ও ফলমূলের চাহিদা মেটানো; এবং
- উদ্যান ফসলের নতুন জাত ও প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রসার কাজে ১৪টি কেন্দ্র প্রদর্শনী খামার হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করা।

৫.২ কার্যক্রম এলাকাঃ ৭টি বিভাগ, ১৩টি জেলা, ১৪টি উপজেলা।

৫.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন

বীজের নাম	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	
সবজি	মে.টন	৫০০০০.০০	৫০৭২৮.৪৩
মসলা	মে.টন	৫০০.০০	৫৮০.০৯
ফল	মে.টন	২৫০০.০০	৪৫৪২.৪০
সবজি চারা	সংখ্যা	৩৫,০০,০০০	৩৪,৬৪,৭২১
চারা/কলম	সংখ্যা	৩৭,৫০০০০	৩৫,৪২,২০৬
নারিকেল চারা	সংখ্যা	২৫০০০০	২,০১,৯২৮

৬. জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

৬.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- সবজির ভিত্তি বীজ উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি ও বীজ শিল্প বিকাশে সেবা প্রদান;
- সবজির উৎপাদন, ফলনশীলতা এবং মাথাপিছু প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি লাঘব;
- সুসংগঠিত প্রথায় বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন করে সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- বীজের স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা; এবং
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৬.২ কার্যক্রম এলাকাঃ ০৫টি বিভাগ, ০৫টি জেলা, ০৫টি উপজেলা।

৬.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন

বীজের নাম	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	
শীতকালীন সবজি বীজ	৫০.১৭৬	৫০.১০০	১০০%
গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	৪৩.৮৪৪	৪২.০০০	৯৬%
হাইব্রিড সবজি বীজ	০.০২৪	০.০১৯	৭৯%
পেঁয়াজ বীজ ও বাল্ব বীজ	১১০.০০	২০০.২৯৬	১৮২%
আলু, ধান ও ধৈঞ্চা বীজ	১৭১.০০	১০৬.০০	৮২%
মোট	৩৭৫.০৪৪	৩৯৮.৪১৫	১০৬%

৭. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৭.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- যে কোন দৈব দুর্বিপাকের সময় বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বীজের ন্যায্য ও প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল মূল্য নিশ্চিত করা;
- বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা; এবং
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৭.২ কার্যক্রম এলাকাঃ বিভাগ ০৭টি, ২১টি জেলা, ৪০টি উপজেলা।

৭.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদন মে. টন

বীজের নাম	২০১৭-১৮		শতকরা অগ্রগতি (%)
	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	
আমন	২০০০.০০০	১৯৬৭.১৫৬	৯৮.৩৬
বোরো	৫৮৩৭.০০০	৫৮৩৭.০০০	১০০.০০
গম	৩০০০.০০০	২৯৮৭.০০০	৯৯.৫৭
মোট	১০৮৩৭.০০০	১০৭৯১.০০০	৯৯.৫০

উপসংহারঃ বর্তমানে বিএডিসি'র কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুমুখী কার্যক্রম সম্বলিত এ প্রতিষ্ঠান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের এ যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা। এ নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ অব্যাহত রেখেছে। দেশের জনগণ ও কৃষকের কাছে একটি আদর্শ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কর্পোরেশন মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন সার আমদানি ও সরবরাহ এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবিলার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে।

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় খলামাধব সোলার ফোর্সমোড নলকূপ সেচ স্কীম

বিএডিসি'র ডাবল লিফটিং সেচ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ভাসমান পাম্প

চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় নির্মানাধীন হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম

ডাল ও তৈলবীজ প্রকল্পের মাধ্যমে সূর্যমুখী বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

বিএডিসি কর্তৃক ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন কার্যক্রম, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

www.barc.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

কৃষির উন্নয়নকল্পে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ।

লক্ষ্য

পরিকল্পনা ও সম্পদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে দেশের সমগ্র কৃষি গবেষণা কর্মকাণ্ড একই ছাতার নিচে সমন্বিতকরণ করা। এতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমনঃ কৃষি, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইত্যাদির সমন্বিত কার্যক্রমও যুক্ত করা।

উদ্দেশ্য

কৃষি গবেষণা সিস্টেমের পুনর্গঠন ও মান উন্নয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। ১৯৯৬ সালে এক আইনের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যপরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে উক্ত আইন পর্যাপ্ত না হওয়ায় কাউন্সিলের কার্যপরিধি আরও সুসংহত করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১২ প্রণীত হয়। এ আইন প্রণীত হওয়ার প্রেক্ষিতে কাউন্সিল কৃষি গবেষণার সমন্বয়সহ গবেষণা ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার ও কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

কার্যাবলি

কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইনস্টিটিউট এবং সহযোগী সংগঠণসমূহের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিচালনা, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ (Review) পরিবীক্ষণ (Monitoring) এবং মূল্যায়ন করা। এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিলের কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

- কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত সকল গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং উহাদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা এবং কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশী সহায়তার ব্যবহার সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
- ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের দিক-নির্দেশনামূলক গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠাসমূহের গবেষণা কর্মসূচি সমন্বয়, পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- জাতীয় কৃষি নীতির ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
- কৃষি গবেষণায় সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে সরকারকে প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্য উপাত্ত প্রদান;
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পুনরীক্ষণ করে অর্থ চাহিদা নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রণয়ন;
- অভ্যন্তরীন ও বহির্ভূত দক্ষ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্র, আঞ্চলিক কার্যালয়, তথ্য কেন্দ্র, জাদুঘর, জার্মপাজম সেন্টার স্থাপনে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- গবেষণা অভিজ্ঞতা বিনিময় ও গবেষণা যন্ত্রপাতি সংগ্রহে আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরবর্তী মূল্যায়ন এবং তার আলোকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;
- যে কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তির উদ্যোগে গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে গভর্ণিং বডির অনুমোদনক্রমে বহফড়সিবহঃ ভঁহফ, ঃৎঁংঃ ভঁহফ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা;
- গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষক-মার্কেট সংযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড সমন্বয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

প্রতিষ্ঠানের কাঠামো

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ২০১২ সালের আইনের আওতায় একটি শক্তিশালী গভর্ণিং বডির নির্দেশনায় জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (Natonal Agricultural Researh System-NARS)-এর নীতি নির্ধারণী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী উক্ত গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। মাননীয় মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী এবং মাননীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী কো-চেয়ারম্যান হিসাবে গভর্ণিং বডি পরিচালনা করে থাকেন। তাছাড়া ২ জন মাননীয় সংসদ সদস্য, সচিব-কৃষি মন্ত্রণালয়, সচিব-মৎস্যও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিব-পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিষয়ক সদস্য, উপাচার্য-বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চেয়ারম্যান-বিএডিসি, মহাপরিচালক-কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, ৩ জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং ১ জন কৃষক প্রতিনিধি গভর্ণিং বডিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছেন।

জনবল

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে বর্তমান পদগুলোর গ্রেডসহ বর্ণনা তথ্য তুলে ধরা নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	-	১
২.	গ্রেড ২	৭	৫	২
৩.	গ্রেড ৩	১৬	৬	১০
৪.	গ্রেড ৪	২৬	১৪	১১
৫.	গ্রেড ৫	৪	৪	০
৬.	গ্রেড ৬	১৬	৯	৭
৭.	গ্রেড ৭	-	-	-
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	১১	৪	৭
১০.	গ্রেড ১০	৫	৩	২
১১.	গ্রেড ১১	১৫	৬	৯
১২.	গ্রেড ১২	-	-	-
১৩.	গ্রেড ১৩	১৭	৫	১২
১৪.	গ্রেড ১৪	১	১	-
১৫.	গ্রেড ১৫	২৪	১৮	৬
১৬.	গ্রেড ১৬	২৬	২৩	৩
১৭.	গ্রেড ১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড ১৮	৬	৩	৩
১৯.	গ্রেড ১৯	-	-	-
২০.	গ্রেড ২০	৪৩	৪১	২
	মোট	২১৮	১৪৩	৭৫

মানব সম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল চলতি অর্থ বছরে ৪৯টি প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ৩৩৮০ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা এবং রাজস্ব খাত থেকে ৩৯টি প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারের মাধ্যমে যথাক্রমে ১২৪৭, ১৮৩৮ এবং ৩২৫ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এ ছাড়া ৪৬টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশ/স্টাডি ভিজিট এর মাধ্যমে ৩০ জন গবেষক ও গবেষণা ব্যবস্থাপককে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। প্রশিক্ষণের চিত্রটি নিম্নে ছক আকারে তুলে ধরা হলোঃ

মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষা, উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা, ইন হাউজ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
প্রশিক্ষণ	২৬	১২৪৭
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	২৯	২১৬৩
বিদেশ ভ্রমণ	-	৩০
উচ্চশিক্ষা (পিএইচডি)	-	২৪
মোট	৫৫	৩৪৬৪

জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমে কর্মরত বিজ্ঞানীদের স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং দীর্ঘ মেয়াদী উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রণীত মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৫ (Human Resource Development Plan 2025) আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৪টি পিএইচডি সহ ১৭টি কর্মশালা/সেমিনার ও ২৭টি প্রশিক্ষণের আওতায় ৩৫৫৫ জন কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষক অংশগ্রহণ করেছেন।

গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

- প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ভেজাল খাদ্য বিশেষ করে শাক-সবজিতে কীটনাশক বিষক্রিয়া ও জার পানির গুনগত মান বিশ্লেষণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফলের তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে এতদবিষয়ে ০২টি লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে। (১) বোতলজাত ও জার পানির গুনগত মানঃ জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি (২) শাক-সজিতে কীটনাশকঃ কতটা নিরাপদ বা ক্ষতিকারক। তাছাড়া ভেজাল খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা ও প্রাশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ খাদ্য শস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ (খসড়া) চূড়ান্তকরণের জন্য মতামত প্রদান।
- কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ আয়োজিত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেটপূর্ব সেমিনারে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮ এর বাংলা সংস্করণ প্রণয়নের জন্য তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ।
- ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনার (IPOA) বাস্তবায়নের ডিসেম্বর/২০১৭ অগ্রগতির হালনাগাদ প্রতিবেদন তৈরি।
- রপ্তানি নীতি, ২০১৫-২০১৮ এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান।
- উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি চাষী পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকাশনা এবং প্রদর্শনী-মেলা-র্যা লি-সেমিনার-কর্মশালার আয়োজন, প্রশিক্ষনার্থী/প্রশিক্ষণ ৭২০ জন।
- জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ প্রণয়নে সমন্বয় সাধন।
- ১৭ পদের (কর্মকর্তা-৭, কর্মচারী-১০) নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
- সময়োপযোগী গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের (১) Crop Improvement; (২) Crop production (৩) Insect Management Ges (৪) Disease Management welqK Research Progress 2016-17 and Research Programme ২০১৭-১৮ রিভিউ কর্মশালা বিএআরসি-তে আয়োজন।
- জাতীয় জীব প্রযুক্তি নীতি ২০১২ এর আলোকে জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক স্বল্প (২ বছরঃ ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯), মধ্য (৫ বছরঃ ২০১৭-২০১৮ থেকে ২০২১-২২) ও দীর্ঘ মেয়াদী (১০ বছরঃ ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৬-২৭) সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- গবেষণা কার্যক্রম গতিশীল ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজী প্রজেক্ট ফেজ-২ এর অধীনে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভূক্ত প্রতিষ্ঠান (NARS) ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত ১৯০টি Competitive Resrach Grant (CRG) প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
- (১)গমের বাস্ট রোগ, (২) ধানের বাস্ট রোগ, (৩) আলুর লেট বাইট রোগ ও প্রতিরোধ বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন এবং উক্ত রোগসমূহ প্রতিরোধকল্পে সুপারিশমালা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্যাক্ট শীট তৈরি।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণার মান উন্নয়ন ও জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভূক্ত প্রতিষ্ঠান (NARS) বিজ্ঞানীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Plant Genetic Resource, Phytosanitary, Intelectual Property Right (IPR), Postharvest technology, Good Agriculture Partices (GAP) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন।
- Fertilizer Recommendation Guide-2018 এর ইংরেজি সংস্করণ হালনাগাদকরণ ও প্রকাশনা বর্তমানে প্রিন্টিং এর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- Fertilizer Recommendation Guide-2018 এর বাংলা সংস্করণ “সার সুপারিশমালা হাতবই” শিরোনামে এবছর প্রথম প্রকাশ করা

হচ্ছে, যা বর্তমানে প্রিন্টিং এর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- ২০১৭-১৮ বছর বন্যা কবলিত এলাকায় কৃষি জমিতে পলি জমা সংক্রান্ত জরীপ করা হয়েছে এবং জরীপ প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টের ই-রিসোর্স তৈরিঃ গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট যেমন-গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি নীতি-নির্ধারণী ডকুমেন্ট, এ্যাক্ট, নির্দেশিকা, স্ট্র্যাটেজিক ডকুমেন্ট, পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা, মূল্যবান প্রতিবেদন ডিজিটাইজ করে মেটা ডাটা সংযোজন করে ডাটাবেইজে সংরক্ষণ।
- তথ্য সেবার উন্নয়নঃ তথ্যের মেটা-ডাটা সংযোজন, সংরক্ষণ ও কম সময়ে বিতরণের ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ইনস্টল করে প্রয়োজন মাফিক কাস্টমাইজেশন করা হয়েছে।
- ঘঅঃচ চযধংব-২ প্রকল্পের অর্থায়নে ৩৫টি Program Based Research Grant (PBRG) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয় খাতের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৪টি গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত গবেষণা কর্মসূচিসমূহের কারিগরি ও আর্থিক অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা কর্মশালা গত ২৭-২৮ জুন/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- 'Capacity Building for Conducting Adaptive trials on Seaweed Cultivation in Coastal Areas" শীর্ষক প্রকল্পটি বর্ধিত মেয়াদে গত ০১ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সমন্বয়ে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক কক্সবাজার জেলায় উন্মুক্ত সমুদ্রে ও ল্যাব পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয় খাতের বিশেষ বরাদ্দের আওতায় বাস্তবায়িত গবেষণা কর্মসূচি

লক্ষ্য

জরুরী ও বিশেষ পরিস্থিতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন অর্থ প্রবাহের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম ফলপ্রসু ও জোরদারকরণ।

উদ্দেশ্যাবলি

১। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (ঝঁংঃধরহধনষব উবাবষড়ঢ়সবহঃ এড়ধষং (ঝউএং) তে প্রস্তাবিত ২০৩০ সালের মধ্যে কৃষির উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণকরণে ভূমিকা রাখা ও সহায়তা প্রদান;

২। কৃষি গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমে অর্থ প্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;

৩। বিশেষ অর্থ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অগ্রাধিকারমূলক কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৪। চলমান কোন গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার আগে কোন কারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/ কর্মসূচি সমাপ্ত/বন্ধ হয়ে গেলে অবশিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্নকরণের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান;

৫। অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম কোন কারণে অর্থাভাবে প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য বরাদ্দ প্রদান;

৬। কোন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জরুরী যন্ত্রপাতি কিংবা জরুরী অন্যান্য ক্রয় এবং দৈব বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গবেষণা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হলে তা রক্ষার জন্য বরাদ্দ প্রদান;

৭। সরকার কর্তৃক কোন জরুরী নতুন গবেষণার নির্দেশনা থাকলে এবং এ ক্ষেত্রে প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণে বিলম্ব হলে উক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার প্রাথমিক বরাদ্দ প্রদান;

৮। টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত গবেষণা কর্মসূচিঃ ৪৪টি, মোট বরাদ্দঃ ৯৮৬.০০ লক্ষ (নয় কোটি ছিয়াশি লক্ষ) টাকা।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বাস্তবায়িত গবেষণা কর্মসূচিঃ

বিএআরসি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাস্তবায়িত গবেষণা কর্মসূচি
বিএআরআই	১২
বিআরআরআই	০৫
বিআইএনএ	০৭
বিএসআরআই	০৫
বিজেআরআই	০৫
এসআরডিআই	০৪
সিডিবি	০১
বারটান	০১
বিএডিসি	০৪
মোট	৪৪টি

১। বিএআরসি কর্তৃক উক্ত গবেষণা কর্মসূচিসমূহ গবেষণা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি এবং গবেষণা সমন্বয় কমিটির অনুমোদনক্রমে ৪৪টি গবেষণা কর্মসূচি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।
২। গত ৮ জানুয়ারী/২০১৮ তারিখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গবেষণা কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন করা।
৩। বিএআরসি কর্তৃক উক্ত গবেষণা কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণের জন্য ০৭টিটিটীম গঠন করা হয়েছিল। উক্ত পরিবীক্ষন টীম বিভিন্ন সময়ে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।
৪। গত ২৭-২৮ জুন/২০১৮ তারিখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গবেষণা কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-ওও প্রজেক্ট

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-ওও প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (বিএআরসি অংগ) এর ঈড়সঢ়বঃরঃরাব জবংবধৎপয এৎধহঃ (CRG) এর অধীনে মোট ১৯০টি গবেষণা উপ-প্রকল্প বিভিন্ন নার্স প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও নন-নার্স প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ খাতে মোট বরাদ্দ ৫৭৫৮.০০ লক্ষ টাকা; Program Based Research Grant (PBRG) এর অধীনে মোট ৩৯টি গবেষণা উপ-প্রকল্প বিভিন্ন নার্স প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ খাতে মোট বরাদ্দ ১২৮০০.০০ লক্ষ টাকা; গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪০টির মধ্যে ইতোমধ্যে ১৩০টি পিএইচডি বৃত্তি (দেশে-৭০ ও বিদেশে-৬০) প্রদান করা হয়েছে। ডিএলএস ও ডিওএফ কর্তৃক আরো ১০টি পিএইচডি (দেশে) প্রক্রিয়াধীন আছে; নার্সভূক্ত বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য অর্জন

জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ (খসড়া) ও কাউন্সিলের চাকুরি প্রবিধানমালা-২০১৮ এর খসড়া কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। Bangladesh Plant Genetic Resources Institute (BPGRI) আইন ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। আলুর জাত উন্নয়ন, ছাড়করণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি প্রণয়ন, যা গত ফেব্রুয়ারি ০৪, ২০১৮ তারিখে গ্যাজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে বীজ আলু উৎপাদনের লক্ষ্যেটিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইনস প্রণয়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। আলু বীজের শ্রেণি সমন্বয় ওটিস্যুকালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ এবং আলু ফসলের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের স্বার্থে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংগে সমঝোতা চুক্তি ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে আমেরিকা, মেক্সিকো, কলাম্বিয়া, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, রাশিয়া, ফিলিপাইন, ভূটান, ভিয়েতনামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড চলমান আছে।

তথ্য প্রবাহে গতিশীলতা আনায়নের জন্য ব্যান্ডউইড্থ বৃদ্ধি, ডাটা এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণসহ কম্পিউটার ক্রয় ও সরবরাহের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গঠিত ICt এবং MIS Cell শক্তিশালী করা হয়েছে। জিওগ্রাফীকাল ইনফরমেশন সিমস্টেম (GIS) এর কাজ অব্যাহত রয়েছে। নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ১২টি জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছবিসহ ১০২টি কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শণের মাধ্যমে ডিজিটাল ডিসপে সেন্টার উন্নত করা হয়েছে। ভূমির উপযোগিতা ভিত্তিক ক্রপ জোনিং সিস্টেম ও কৃষি প্রযুক্তি তথ্যভিত্তিক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের কার্যক্রম গতিশীল ও ফলপ্রসু করার উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের স্বার্থে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ভূটান, ভিয়েতনামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সংস্থাসমূহ যেমন-IRRI, CIMMYt, World Fish ইত্যাদির সংগে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড জোরদার করা হয়েছে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সংস্থাসমূহ যেমন-IRRI, CIMMYt, AFACI, FAO, ICAR, IFPRI, World Fish এর সাথে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড জোরদার করা হয়েছে। তা ছাড়া কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ফলাফল বিনিময় করার নিমিত্ত কাউন্সিলের সহযোগিতায় নার্সের বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা যেমন বিভিন্ন দেশে শিক্ষাসফর ও ভ্রমণ করছেন অপর দিকে বিভিন্ন দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরাও বাংলাদেশে শিক্ষাসফর/ভ্রমন অব্যাহত রেখেছেন। ফলশ্রুতিতে দিন দিন কৃষির উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়াণ ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ, কর্মসূচি সমন্বয় এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃষি গবেষণার মান উন্নয়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। কাউন্সিল খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র নিরসনে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রাধিকারের আলোকে সরকারকে পরামর্শ ও জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নে কৌশলগত দিক নির্দেশনা দিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকে। কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি পরিহার, গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণসহ অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার কাজ কাউন্সিল অত্যন্ত সাফল্যের সাথে করে থাকে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) একশন পান শীর্ষক সেমিনার

জাতীয় কৃষি নীতির খসড়ার উপর পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bari.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের সর্ববৃহৎ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৮৮০ সালে ফ্যামিন কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৬ সালে ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডসের অধীনে ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অঞ্চলে কৃষি গবেষণার সূচনা হয়। এরপর ভাইসরয় লর্ড কার্জন একে 'নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারাল রিচার্স' নামে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় সমুন্নত করেন। ১৯০৮ সালে ১৬১.২০ হেক্টর জমির ওপর 'ঢাকা ফার্ম' নামে একটি গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয় যাকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সব গবেষণা ইনস্টিটিউটের পিতৃ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে 'বেঙ্গল ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' এর নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' করা হয়। এ ডিপার্টমেন্টের অধীনে গবেষণা ও সম্প্রসারণ নামে দুটি বিভাগ ছিল। ১৯৬৮ সালে ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (এক্সটেনশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) এবং ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন) নামে দুটি আলাদা ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর XXXII জারি করা হয় এবং এ ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে অধ্যাদেশ নম্বর LXII এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

রূপকল্প (Vision)

দেশের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জনে ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

ম্যান্ডেটভুক্ত ফসলসমূহের উচ্চফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি যন্ত্রপাতি, শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা করা এবং উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর করা।

লক্ষ্য

১. ফসলের উচ্চফলনশীল, পুষ্টিমানসম্পন্ন ও প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন।
২. ফসলভিত্তিক উন্নত, আধুনিক ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসল বিন্যাস নির্ধারণ।
৩. পরিবেশবান্ধব শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৪. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
৫. লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করা।
৬. শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৭. উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন।

উদ্দেশ্য

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

কার্যাবলি

১. ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সংকরায়ন, মূল্যায়ন।
২. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ফসলের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবনে জীব প্রযুক্তির প্রয়োগ।
৩. সমন্বিত খামার পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
৪. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, পুষ্টি, সাপ্লাই ভ্যালু চেইন এবং উদ্ভাবিত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তির আর্থসামাজিক উন্নয়নের ওপর বিশ্লেষণ।
৫. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের নতুন জাতের প্রজনন বীজ, চারা, কলম উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৬. কৃষিতে আইসিটি এর প্রয়োগ।
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ, উপযোগিতা পরীক্ষণ, কর্মশালা, মাঠ দিবস ইত্যাদির আয়োজনসহ বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রকাশ।
৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা।
৯. আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা সংযোগ স্থাপন।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড নং-১	১	১	০
২.	গ্রেড নং-২	৯	৭	২
৩.	গ্রেড নং-৩	৪২	২৩	১৯
৪.	গ্রেড নং-৪	১১৩	১০৯	৪
৫.	গ্রেড নং-৫	৪	১	৩
৬.	গ্রেড নং-৬	২৫২	২৪৭	৫
৭.	গ্রেড নং-৭	০	০	০
৮.	গ্রেড নং-৮	০	০	০
৯.	গ্রেড নং-৯	৩৭৫	৩৪৩	৩২
১০.	গ্রেড নং-১০	৩৫	২৩	১২
১১.	গ্রেড নং-১১	৫৮৯	৫৮০	৯
১২.	গ্রেড নং-১২	৩২	৩২	০
১৩.	গ্রেড নং-১৩	৪৯	৪৮	১
১৪.	গ্রেড নং-১৪	৯১	৭৭	১৪
১৫.	গ্রেড নং-১৫	৮	৮	০
১৬.	গ্রেড নং-১৬	৪৩৫	৩৯৩	৪২
১৭.	গ্রেড নং-১৭	২৫	২১	৪
১৮.	গ্রেড নং-১৮	১৪৫	১৩২	১৩
১৯.	গ্রেড নং-১৯	৩০	৩০	০
২০.	গ্রেড নং-২০	৬১৩	৫৫১	৬২
	মোট	২৮৪৮	২৬২৬	২২২

প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউস	অন্যান্য	মোট	অনেক বিজ্ঞানী একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
১.	গ্রেড ১-৯	৮৯৩	৩৩			৯২৬	
২.	গ্রেড-১০						
৩.	গ্রেড-১১-২০						
	মোট	৮৯৩	৩৩			৯২৬	

উচ্চশিক্ষা

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা			
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	২৩	-	-	২৩
২.	গ্রেড-১০				
৩.	গ্রেড-১১-২০				
	মোট	২৩	-	-	২৩

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	–	৩২	২৩	৫৫
২.	গ্রেড-১০				
৩.	গ্রেড-১১-২০				
	মোট		৩২ জন	২৩	৫৫

২০১৭-১৮ সালে সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন সাতটি ফসল গবেষণা কেন্দ্র ১৬টি গবেষণা বিভাগ, ৭টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র এবং ৩০টি গবেষণা উপ-কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ২৩৫০টি গবেষণা পরীক্ষা বাস্তবায়ন করেছে। গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট শুধুমাত্র ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৭টি ফসলের ২২টি জাত অবমুক্ত করেছে। একই সাথে ফসল সংগ্রহ উত্তর এবং ফসল সংগ্রহ পরবর্তী শস্য ব্যবস্থাপনার উপর ২৩টি উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছেঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের		অগ্রগতি (%)
			বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
১.	সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বারি অঙ্গ)	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৮	২০৪.০০	২০৪.০০	১০০%
২.	গম ও ভূট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০	৩১৫.০০	৩১৪.৫০	৯৯.৮৪%
৩.	বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন	এপ্রিল ২০১৬-জুন ২০২১	৫৯৬.০০	৫৯৫.৪৫	৯৯.৯১%
৪.	উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প	এপ্রিল ২০১৬-জুন ২০২১	১৭৩৮.০০	১৭৩৫.০০	৯৯.৮৩%
৫.	ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ (বারি অংগ)	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২	৩৫২.০০	৩৪২.০০	৯৭.১৬%
৬.	বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (বারি অংগ)	জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১	২০২.০০	২০২.০০	১০০%
৭.	বাংলাদেশে মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ	অক্টোবর, ২০১৭-জুন, ২০২২	৭৫.০০	৭৫.০০	১০০%

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৭ অর্থবছরে নিম্নলিখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করেছে

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের		অগ্রগতি (%)
			বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
১.	বিটি বেগুনের প্রজনন বীজ উৎপাদন কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০১৮	৩৯.০০	৩৪.০০	১০০%
২.	উদ্ভাবিত আলু ও ভিটামিন সমৃদ্ধ মিষ্টি আলুর নতুন জাত সমূহের প্রজনন বীজ উৎপাদনে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমস্যা চি-হ্নিতকরণ ও গবেষণা ভিত্তিক কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৯	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১০০%
৩.	খেসারী, মাসকালাই ও ফেলনের জাত উন্নয়ন, বীজ উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	৫২.০০	৫১.৮৪	১০০%
৪.	গোলমরিচ, কালিজিরা এবং জিরাসহ অন্যান্য অপ্রচলিত মসলা ফসলের গবেষণা, জাত ও প্রযুক্তি উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	-	-	-
৫.	কাঁচা কাঁঠালের ভেজিটাবল মিট প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	১১৪.২৪	১১৩.৭৮	১০০%
৬.	আমের স্থানীয় জাতের উন্নয়ন, উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বারি উদ্ভাবিত প্রতিশ্রুতিশীল জাতসমূহের মাতৃকলম উৎপাদন ও বিতরণ কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
৭.	ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণে চার ফসল ভিত্তিক ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	৩০.০০	৩০.০০	১০০%
৮.	অপ্রচলিত তেল ফসলের (সয়াবিন, সূর্যমুখী এবং তিসি) গবেষণা ও উন্নয়ন জোড়দারকরণ কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	২৫.০০	২৪.৮৫	১০০%
৯.	পিঁয়াজের প্রজনন বীজ উৎপাদন কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	২৪.৮০	২৪.৮০	১০০%
১০.	কাঁচা আম প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	১৫.০০	১৫.০০	১০০%

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬টি ফসলের ২২টি জাত অবমুক্ত হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৩টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।
- যুগপৎ অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতা আদান প্রদানের জন্য ৮টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯০০ কপি বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯০০ কপি জার্নাল, ৯৫০০ কপি নিউজলেটার, ১৯৫০০ কপি বই-পুস্তিকা, ফোল্ডার ইত্যাদি ব্যবহারকারীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

- ৬৫টি কর্মশালা, ৩৮৩টি প্রশিক্ষণ, ২৩৩০ প্রদর্শনী স্থাপন এবং ৫০টি মাঠদিবসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের মাঠে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ইলেকট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ার ৮০টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উদ্ভাবিত জাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক্র.নং	জাতের নাম	প্রধন বৈশিষ্ট্য
১.	বারি দারুচিনি-১	• জাতটি উচ্চ ফলনশীল ও জিংক সমৃদ্ধ, খরা ও লবণাক্ত সহনশীল • বাকল সুঘ্রান যুক্ত, বাদামী রংয়ের আকর্ষণীয় • অতিমাত্রায় উদ্বায়ী তৈল রয়েছে, বাকলের গড় পুরুত্ব ৩ মিলি মিটার • বছরে শুকনা বাকলের ফলন গাছ প্রতি ৭১৪ গ্রাম • ফলন ২৮৫ কেজি/হে. • সমগ্র বাংলাদেশে চাষাবাদের উপযোগী।
২.	বারি গম-৩৩	• জাতটি উচ্চ ফলনশীল ও তাপ সহনশীল • দানা সাদা চকচেক ও আকারে মাঝারী • জীবন কাল ১১০-১১৫ দিন, শীষ লম্বা,শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৪৭টি • হাজার দানার ওজন ৪৫--৫২ গ্রাম • ফলন ৩.৯৫ টন/হে. • বাস্ট রোগ প্রতিরোধী, পাতায় দাগ রোগ সহনশীল ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী।
৩.	বারি আলু-৭৮	• জাতটি আগাম ও উচ্চ ফলনশীল • দ্রুত বর্ধনশীল, মধ্য উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে • ৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্ক হয় • ফলন ৪৪-৪৫ টন/হে. • আলু লম্বাটে গোলাকার, আলুর রং লাল, চামড়া লাল ও শাস হালকা হলুদ।
৪.	বারি আলু-৭৯	• জাতটি আগাম ও উচ্চ ফলনশীল • দ্রুত বর্ধনশীল, মধ্য উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে • এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি আছে • ৮৫ দিনে আলু পরিপক্ক হয় • ফলন ৪০-৪২ টন/হে. • আলু লম্বাটে গোলাকার, আলুর রং লাল, চামড়া লাল ও শাস হালকা হলুদ।
৫.	বারি সীম-৯	• বড় ও পুষ্ট বীজ, কঁচি শুঁটি সবজি হিসেবে খাওয়া যায় • সীমের শুঁটি চ্যাপ্টা ও হালকা সবুজ বর্ণের • ফলন সীম ১৫-১৬ টন/হে., বীজ ৭-৯ টন/হে. • ১০০ বীজের ওজন ১৩০ গ্রামেরও বেশি
৬.	বারি সীম-১০	• বড় ও পুষ্ট বীজ, কঁচি শুঁটি সবজি হিসেবে খাওয়া যায় • সীমের শুঁটি লম্বা সুচালু ও গাঢ় সবুজ বর্ণের • ফলন সীম ১২-১৫ টন/হে., বীজ ৫-৮ টন/হে. • ১০০ বীজের ওজন ১২৯ গ্রামেরও বেশি। (প্রচলিত সীমের ৫০-৭৫ গ্রাম)
৭.	বারি মিষ্টি আলু-১৪	• পাতা খাঁজ কাটা, কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ • গাছ প্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৮টি, কন্দের ওজন ৬৬০ গ্রাম ও আকার লম্বাটে • প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমান ৪.৯২ মি.গ্রা. এবং প্রায় দুই মাস সংরক্ষণ করা যায় • বপন হতে কর্তন পর্যন্ত ১২০-১৩০ দিন লাগে, ফলন ৩০-৪০ টন/হে.।

ক্র.নং	জাতের নাম	প্রধন বৈশিষ্ট্য
৮.	বারি মিষ্টি আলু-১৫	• পাতা খাঁজ কাটা নয়, কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ • গাছ প্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৮টি • কন্দের ওজন ৬৮৩ গ্রাম ও আকার লম্বাটে ও অনিয়মিত • প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৪১ মি.গ্রা • বপন হতে কর্তন পর্যন্ত ১২০-১৩০ দিন লাগে, ফলন ৩০-৪০ টন/হে.।
৯.	বারি পান-৩	• সারা বছর চাষ উপযোগী, লাগানো ৬-৮ মাসের মধ্যে পান সংগ্রহ করা যায় • প্রতি মিটার লতায় ১৯-২২টি পান পাওয়া যায় • প্রতি পাতার গড় আয়তন ১৯৯-২১৫ বর্গ সে.মি. • ফলন ৪১ লাখ পাতা বা ২৩ টন/হে.
১০.	বারি তেজপাতা-১	• সারা বছর চাষ উপযোগী • লাগানো ১৬-১৮ মাসের মধ্যে তেজপাতা সংগ্রহ করা যায় • পাতার দৈর্ঘ্য ১৫ সে.মি.সে৪ প্রস্থ .মি. • পাতায় শুস্ক পদার্থের পরিমান গড়ে ৫৯-৬২% • গাছ প্রতি ফলন ৩৪ কেজি/বছর
১১.	বারি মাল্টা-২	• জাতটি উচ্চ ফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী • ফল বড়, উপবৃত্তাকার এবং ফলের গড় ওজন ১৭৯ গ্রাম • ফল দেখতে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের • ফলন ১৪-১৫ টন/হে. • টিএসএস ৭.৫%, গাছপ্রতি গড় ফলন ১৩০টি/বছর।
১২.	বারি লেবু-৪	• জাতটি উচ্চ ফলনশীল, সারা বছর ফলন প্রদানকারী • ফল গোলাকার ও মাঝারি (গড় ওজন ৮২ গ্রাম)। • ফল একক ও গুচ্ছাকারে ধরে • টিএসএস ৫.৪%, গাছপ্রতি গড় ফলন ১১৭৫টি/বছর
১৩.	বারি কাগজী লেবু-১	• জাতটি উচ্চ ফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী • ফল বড় ও উপবৃত্তাকার (গড় ওজন ৮৫ গ্রাম) উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের • টিএসএস ৭.৩৫%, ফলন ৬৪ কেজি/গাছ/বছর।
১৪.	বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬	• জাতটি উচ্চ ফলনশীল, আগাম ও অনেকটা খাটো প্রকৃতির • দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো আবহাওয়াতে সহজে হেলে ও ভেঙ্গে পড়ে না • মোচায় দানার সংখ্যা বেশি এবং দানাগুলো পুষ্ট ও বড় আকৃতির • মোচা পরিপক্ক অবস্থায়ও গাছ ও পাতাসমূহ সবুজ থাকে • লবণাক্ততা সহনশীল (৮-৯ ডিএস/মি), হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১১৫ টন।
১৫.	বারি বার্লি-৮	• জাতটি খাটো ও দানা ৬ সারি বিশিষ্ট, শীষ প্রতি দানা গড়ে ৫৯টি • দানা খোসামুক্ত ও খড় বর্ণের • দানা ৯৬ দিনে পরিপক্ক হয় এবং ১০০০ দানার ওজন ৩৪-৩৮ গ্রাম • লবণাক্ত এলাকায় চাষ উপযোগী • কম খরচে ও কম উর্বর জমিতে চাষ উপযোগী, উচ্চ ফলনশীল • গড় ফলন ২.২-২.৫ টন/হে.
১৬.	বারি একাঙ্গি-১	• উচ্চ ফলনশীল এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত চাষের উপযোগী • প্রতি রাইরোজমে ফিঙ্গারের সংখ্যা ৬ থেকে ৮টি • রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব কম
১৭.	বারি চিভস্-১	• জাতটি উচ্চ ফলনশীল, সারা বছর চাষ উপযোগী • একবার লাগালে আর নতুন করে লাগাতে হয় না • বীজ ও বাল্বের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয় • জাতটি রোগ ও পোকা সহনশীল • গাছ ও পাতাসহ ফলন ১০-১২টন/হেক্টর।

ক্র.নং	জাতের নাম	প্রধন বৈশিষ্ট্য
১৮.	বারি ওলকচু-১	• কাণ্ড অপেক্ষাকৃত কম খসখসে পত্র ফলক ঘনভাবে বিন্যস্ত • গুড়িকন্দ বড় ও বেলুনাকার • গুড়িকন্দের গড় ওজন ২-৫ কেজি • মাংসল অংশ ক্রীম রংয়ের এবং ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ • রোগবালাই ও পোঁকামাকড়ের প্রার্দুভাব কম • ফলন ৪৫-৫৫টন/ হেক্টর।
১৯.	বারি ওলকচু-২	• কাণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক খসখসে, পত্র ফলক হালকাভাবে বিন্যস্ত • গুড়িকন্দ মাঝারি এবং অধিক সংখ্যক গুড়িকন্দিকা উৎপন্ন করে • গুড়িকন্দের গড় ওজন ১-৩ কেজি, মাংসল অংশ গাঢ় হলুদ রংয়ের • রোগবালাই ও পোঁকামাকড়ের প্রার্দুভাব কম • ফলন ৩৫-৪৫ টন/হেক্টর।
২০.	বারি সরিষা-১৮	• তেলে ইউরুসিক এসিডের পরিমান অনেক কম • অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটিএসিড এর পরিমান বেশি • খৈলে গোকোসিনুলেটের পরিমান ক্ষতিকর মাত্রার চেয়ে অনেক কম। • গাছে সুটি ও বীজের সংখ্যা বেশি • বীজ বড় আকৃতির ও কালচে বর্ণের এবং তেলের পরিমান ৪১% • রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন কম • ফলন ১.৮০-২.৫টন/হে.
২১.	বারি খেসারী-৫	• গাছ লম্বা আকৃতির এবং (৭০-৮০) অধিক বায়োমাস বিশিষ্ট • ফুল বড় এবং গাঁঢ় নীল, বীজ মসৃণ ও ধূসর বর্ণের • জাতটি গোড়া পচা এবং ডাউনি মিলডিউ রোগ সহনশীল • গাছে ফলের সংখ্যা বেশি (৩০-৪১)টি • বীজ তুলনামূলক বড় আকৃতির • ওডিএপি এর পরিমান খুব কম (০৪.০%) • জীবনকাল ১২১-১২৫ দিন এবং বীজের গড় ফলন ১.৫-২.০টন/হে.।
২২.	বারি মসুর-৯	• পাতা ও কাণ্ড হালকা সবুজ রংয়ের, ফুল নীলাভ সাদা এবং বীজ হালকা ধুসর • জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন • জাতটি পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল • ১০০ বীজের ওজন ২ গ্রাম এবং গড় ফলন ১.২-১.৫টন/হে. • জাতটি আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে চাষোপযোগী।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি ফসল সংগ্রহ উত্তর এবং ফসল সংগ্রহ পরবর্তী শস্য ব্যবস্থাপনার উপর শুধুমাত্র ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৩টি উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

১. প্রযুক্তির নাম ঃ আলুর দাঁদ (Scab) রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- বীজ আলু কোল্ড স্টোরেজ থেকে সংগ্রহের পরে স্প্রাউটিং এর পূর্বে প্রোভেক্স-২০০ (০.২%) বা ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) দিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- আলু চাষের জমিতে পরিমিত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।
- সহজলভ্য এ প্রযুক্তিটির সাহায্যে আলুর দাঁদ রোগ দমন করে আলুর মান ও ফলন বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে।

২. প্রযুক্তির নাম ঃ আলুর কাটুই পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন এর সাথে কার্বোফুরানের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- কাটুই পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন এর সাথে কার্বোফুরানের ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর।
- সেক্স ফেরোমন ট্রাপ + ফুরাডান ৫জি (কার্বোফুরান) ২০ কেজি/হেক্টর জমি তৈরির সময় এবং শেষ সেচের পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- এই প্রযুক্তি দ্বারা আলুর কাটুই পোকা সহজেই দমন করা যায় এবং আলুর মান ভালো হয় ও ফলন বাড়ে।
- বাংলাদেশে আলুর চাষযোগ্য সকল এলাকায় এ প্রযুক্তি ব্যবহারযোগ্য।

৩. প্রযুক্তির নামঃ মুখীকচু উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- প্রতি হেক্টরে গোবর ০৬ টন, ইউরিয়া ২৬০ কেজি,টিএসপি ১০০ কেজি, পটাশ ২৩০ কেজি, জিপসাম ৮০ কেজি ব্যবহার করতে হবে।
- মুখীকচুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, মানসম্পন্ন ফসল পাওয়া যাবে ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকতে সহায়ক হবে
- গাজীপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়াসহ মুখীকচুর চাষাবাদ হয়ে থাকে এমন সকল এলাকায় এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

৪. প্রযুক্তির নামঃ পানিকচুর উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- প্রতি হেক্টরে গোবর ১৫ টন, ইউরিয়া ৩০০ কেজি,টিএসপি ১৫০ কেজি, পটাশ ৩০০ কেজি, জিপসাম ১১০ কেজি ব্যবহার করতে হবে।
- পানিকচুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, মানসম্পন্ন ফসল পাওয়া যাবে ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- গাজীপুর, বগুড়া, জয়পুরহাটসহ পানিকচুর চাষাবাদ হয়ে থাকে এমন সকল এলাকায় এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

৫. প্রযুক্তির নামঃ আমের ফুল এবং ফল ঝরে পড়া রোধে সমন্বিত সার, পানি ও বালাই ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- ফসল সংগ্রহের পর আগষ্ট মাসে রোগক্রান্ত মরা ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা, শাখা প্রশাখা এবং পরগাছা ছেটে গাছে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আমের মুকুল আসার ৭-১০ দিনের মধ্যে অথবা মুকুলের দৈর্ঘ্য ১ থেকে দেড় ইঞ্চি হলে (অবশ্যই ফুল ফুটে যাবার আগে) আমের হপার পোকা দমনের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড (কনফিডর) ৭০ ডবিউ জি বা অন্য নামের অনুমোদিত কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে অথবা সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড) ১০ ইসি বা অন্য নামের অনুমোদিত কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে বা অন্যান্য অনুমোদিত কীটনাশক এবং এথ্রাকনোজ রোগ গমনের জন্য ম্যানকোজেব (ইন্ডোফিল) এম-৪৫ নামক বা অন্যান্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে একত্রে মিশিয়ে আম গাছের মুকুল, পাতা, শাখা প্রশাখা ও কাণ্ডে ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। এরপর ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে আম মটরদানা আকৃতির হলে একই ধরনের কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক উল্লিখিত মাত্রায় একত্রে মিশিয়ে মুকুল, পাতা, কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা ভিজিয়ে আর একবার স্প্রে করতে হবে। আম গাছে হপার পোকা এবং এথ্রাকনোজ রোগের হাত থেকে মুকুল রক্ষা করার জন্য উপরোক্ত পদ্ধতিতে ২ (দুই) বার কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশকের একত্রে প্রয়োগ করাই যথেস্ট।
- আম গাছে ভরা মুকুলের (ঋঁষষ নষড়ড়স) সময় থেকে শুরু করে ১৫দিন অন্তর আম গাছের গোড়ায় ৪বার সেচ দিতে হবে।
- সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।

৬. প্রযুক্তির নাম ঃ ঝাড়শিম উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোষ্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর উর্দ্ধে
গোবর (কেজি)	২৬.২৫	৩৫	৪৩.৭৫	৫২.৫০	৭০	৮৭.৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৪৩৭.৫০	৮৭৫	১৩১২.৫০	১৭৫০	২৬২৫	৩৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	৪৩৭.৫০	৪৩৭.০	৮৭৫	৮৭৫	১৩১২.৫০	১৭৫০
এমওপি (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭.৫০	৭০০	৮৭৫	১৪০০
জিপসাম (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭.৫০	৬১২.৫০	৭০০	৮৭৫
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১৭.৫০	১৭.৫০	২৬.২৫	২৬.২৫	৩৫	৪৩.৭৫
বরিক এসিড	৩৫	৩৫	৫২.৫০	৫২.৫০	৭০	৮৭.৫০

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- অণুজীব সার (রাইজোবিয়াম)-১.৫কেজি/হেক্টর,টিএসপি-৬০, এমওপি-১২৮, জিপসাম-৯০, বোরিক এসিড-৪.৪৭ কেজি/হেক্টর ও ভার্মিকম্পোষ্ট ৫ টন/হেক্টর
- পরিমাণমত গাম বা পানি দিয়ে বীজের সাথে অণুজীব সার মিশাতে হবে। ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় রেখে অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ বাতাসে শুকাতে হবে। অণুজীব সার ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
- ঝাড়শিম চাষে ইউরিয়া সারের পরিবর্তে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার (স্ট্রেইন বারি আরপিভি-৭০২) ও ভার্মিকম্পোষ্ট ব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির অবস্থাও ভাল থাকে।
- গাজীপুর ও রহমতপুরসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় বেলে দোআঁশ মাটিতে এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে ঝাড়শিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৭. প্রযুক্তির নামঃ নতুন শস্য বিন্যাসে আলু-গম-মুগডাল-আমন ধান চাষ একটি লাভজনক প্রযুক্তি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- একই জমিতে বছরে ৪টি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। ফসল ও জাতঃ আলুঃ গ্রানোলা বা সাগিতা, গমঃ বারি গম ২৫, মুগডালঃ বারি মুগ-৬ এবং ধানঃ বিনাধান-৭ বা ১৫ অথবা ব্রি ধান ৫৬, ৫৭ বা ৬২
- দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হালকা বুনটের মাটিতে এই ফসল-ধারা খুবই উপযোগী। যেখানে ঘন ঘন সেচ দিয়ে বোরো চাষ খুব একটা লাভজনক নয়, সেখানে এই ফসল-ধারা বেশ লাভজনক।
- আগাম জাতের চাষের পর ১৫-২০ অক্টোবরের মধ্যে কর্তনপূর্বক তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এমন আলুর জাত যেমন গ্রানোলা বা সাগিতা লাগাতে হবে এবং ৬০ দিন পর আলু উত্তোলন করতে হবে। আলু উত্তোলনের পর পরই গম বপন করতে হবে।
- এই ফসল-ধারায় বছরে গড়ে ১৯.৫ টন গমের সমতূল্য ফলন পাওয়া যায় এবং গড়ে বার্ষিক ১,৯০,০০০ টাকা খরচ করে ১,৬০,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব।

৮. প্রযুক্তির নাম ঃ গম-ভুট্টা-আমন ধান ফসল ধারায় স্বল্পচাষ ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- পাওয়ারটিলার চালিত বপন যন্ত্রের (চঃঙঝ) সাহায্যে এক চাষে গম, গমের পরে বিনা চাষে ভুট্টা অতপরঃ আমন ধান চাষ একটি লাভজনক কৃষি প্রযুক্তি।
- গম ও ভুট্টা বপনের ক্ষেত্রে পাওয়ারটিলার চালিত বপন যন্ত্রের ব্যবহার জমিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ প্রয়োগে এবং জমি তৈরির সময় কমাতে সহায়ক।
- প্রযুক্তিটির ব্যবহারে ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমে এবং মোট উৎপাদন বাড়ায় কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়। শস্যের অবশিষ্টাংশ মাটিতে যোগ হওয়ায় মাটির ভৌত অবস্থা উন্নত হয়, উর্বরতা বাড়ে ফলে গম-ভুট্টা-ধান ফসল ধারায় প্রত্যেকটি শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তিটি ব্যবহারে গমের ৪.০-৫.১ টন/হে., ভুট্টার ৬.২-৭.০ টন/হে. এবং ধানের ৫.১-৬.০ টন/হে. ফলন পাওয়া যায়।
- দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সকল গম আবাদ উপযোগী উচু/মাঝারি উচু জমিতে এ প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৯. প্রযুক্তির নামঃ চার ফসল ভিত্তিক সরিষা-বোরো ধান-পাট-রোপা আমন ধান একটি অধিক উৎপাদনশীল ফসল বিন্যাস।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- টাংগাইলসহ যে সকল অঞ্চলে বোরো ধান কর্তনের পর ৮০ দিনেরও বেশি জমি পতিত থাকে সেখানে যদি স্বল্প মেয়াদী রোপা আমন ও বোরো ধানের পরে আগাম পাট বোনা যায় তবে উল্লেখিত ফসল বিন্যাসে চার ফসল সহজে চাষ করা সম্ভব।
- প্রচলিত সরিষা-বোরো, রোপা আমন শস্য বিন্যাসে পাট অনুপ্রবেশ করায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত শস্য বিন্যাসে ধানের সমতুল্য ফলন ১২ টন, সেখানে নতুন ফসল বিন্যাসে ধানের সমতুল্য ফলন ২২.৪ টন। পাটের অবশিষ্টাংশ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে পরবর্তী ফসলের জন্য উপকারে আসে।

বিষয়	বিবরণ			
ফসল	সরিষা	বোরো ধান	পাট	রোপা আমন ধান
জাত	বারি সরিষা-১৪	ব্রি ধান২৮	ও-৯৮৯৭	বিনাধান-৭
বপন পদ্ধতি	ছিটিয়ে বোনা	সারিতে রোপন	ছিটিয়ে বোনা	সারিতে রোপন
বপন সময়	নভেম্বরের ২য়-৩য় সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির ৩য় সপ্তাহ	মে মাসের ২য় সপ্তাহ	আগষ্ট এর ২য় সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৭	৫০	৬	৫০
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)				
ইউরিয়া	২০০-২৫০	৩০০	২০০	১৬৫
টিএসপি	১৫০-১৭০	৭৫	৫০	৯০
এমওপি	৭০-৮৫	১২০	৬০	৫৬
জিপসাম	১২০-১৫০	৮৩	৯৫	৫৩
জিঙ্ক সালফেট	০-৫	১০	০	১০
বোরিক এসিড	০-৫	০	০	০

১০. প্রযুক্তির নামঃ চার ফসল ভিত্তিক মসুর-মুগডাল-রোপা আউশ-রোপা আমন ধান একটি উন্নত ফসল বিন্যাস

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- মসুর-পাট-রোপা আমন অথবা বোরো-রোপা আমন ধান ফসল বিন্যাস ফরিদপুর এবং বরেন্দ্র এলাকায় একটি প্রচলিত ফসল বিন্যাস। এ ফসল বিন্যাসের সময় কালের মধ্যে সহজেই ডাল জাতীয় ফসল মুগডাল এবং স্বল্প মেয়াদী রোপা আউশ ধানের জাত অন্তর্ভূক্ত করায় একদিকে অধিক ফলন এবং মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। এই উন্নত ফসল ধারায় ধানের সমতুল্য ফলন প্রচলিত ফসল বিন্যাসের তুলনায় ১৩-৫৭% বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে এবং এতে ধানের সমতুল্য ফলন ১৫.৫৭ টন/হেক্টর/বছর পাওয়া সম্ভব।

বিষয়	বিবরণ			
ফসল	মুসর	মুগডাল	রোপা আউশ	রোপা আমন ধান
জাত	বারি মসুর-৬/বারি মসুর-৭	বারি মুগ-৬	ব্রি ধান৪৮	ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৩০-৩৫	৩৫-৪০	২৫-৩০	২৫-৩০
বপন সময়	নভেম্বরের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ	মার্চের ১ম সপ্তাহ	মে মাসের ২য় সপ্তাহ	আগষ্টের ২য় থেকে ৩য় সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)				
ইউরিয়া	৪৫	৪৫	১৫০	১৬৫
টিএসপি	৮৫	১০০	৭৫	৯০
এমওপি	৩৫	৫৫	৭৫	৫৬
জিপসাম	৫৩	৫৬	৩৮	৫২
জিঙ্ক সালফেট	৫.৬	৫.৬	৫.২৫	৭.৫
বোরিক এসিড	৭.৫	৭.৫	০	০

১১. প্রযুক্তির নামঃ চার ফসল ভিত্তিক পেঁয়াজ-মুগডাল-পাট-রোপা আমন ধান একটি উন্নত ফসল বিন্যাস

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- প্রচলিত ফসল ধারা পেঁয়াজ-পাট-রোপা আমন ধান এই ফসল ধারায় মুগডাল অন্তভূক্ত হবে এবং উন্নত জাত ব্যবহার করায় ধানের সমতুল্য ফলন ২৫.৫ টন/হেক্টর পাওয়া যায় যেখানে প্রচলিত ফসল ধারার ধানের সমতুল্য ফলন ১৯ টন/হেক্টর।
- কুড়িগ্রাম ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ এর অনুরূপ অঞ্চলের জন্য এই প্রযুক্তি উপযোগী।

১২. প্রযুক্তির নামঃ বিনা চাষে মালচিং এবং সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন রসুন উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- হেক্টর প্রতি ২০০ কেজি ইউরিয়া, ৮০ কেজিটিএসপি, ১৫০ কেজি এমওপি, ৫৫ কেজি জিপসাম এবং ২ কেজি বোরন এর সাথে হেক্টর প্রতি ৩ টন খড়ের মালচ প্রয়োগ কর হবে।
- সমস্ত সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং রসুন রোপনের সাথে সাথে মালচ প্রয়োগ করতে হবে। রসুন সারিতে রোপন করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ১০ সেমি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেমি।
- এ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে হেক্টর প্রতি ৭-৮ টন ফলন পাওয়া যায় যা প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ৩৫-৪০% বেশি। এছাড়া এ প্রযুক্তি ব্যবহারে কন্দের আকার বড় হয়।
- সেচ ও নিড়ানি লাগে না তাই উৎপাদন খরচ কম, লাভ বেশি।

১৩. প্রযুক্তির নামঃ ভার্মিকম্পোষ্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহারে টমেটো উৎপাদন বৃদ্ধি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- টমেটো উৎপাদনে অনুমোদিত রাসায়নিক সারের (নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, জিংক ও বোরন যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ১২০, ৪৫, ৬০, ২০, ২ ও ১ কেজি) সাথে হেক্টর প্রতি ১.৫ টন ভার্মিকম্পোষ্ট প্রয়োগ করলে টমেটোর সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়।
- সকলটিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট), বোরিক এসিড ও ভার্মিকম্পোষ্ট এবং ১/৩ অংশ ইউরিয়া সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় মৌল মাত্রা হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে টমেটো গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায় (৩৫-৪০ দিন) ও ফুল উৎপাদন পর্যায়ে (৬০-৬৫ দিন) প্রয়োগ করতে হবে।
- সারা দেশে সকল টমেটো চাষের জমিতে এই প্রযুক্তিটি ব্যবহারযোগ্য। প্রযুক্তিটি ব্যবহারে টমেটোর ফলন ভাল হয় এবং ভার্মিকম্পোষ্ট ব্যবহারে মাটির উর্বরতা ভাল থাকে।

১৪. প্রযুক্তির নাম ঃ সঠিক বীজ হার ও বপন পদ্ধতিতে কালোজিরা উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- জমিতে সুষম সার প্রয়োগের পর ১.৫ মি. প্রস্থ ও প্রয়োজন মত লম্বা বেড তৈরি করে নিতে হবে। প্রতিটি বেডের চারপাশে ৪০-৫০ সেমি. নালা তৈরি করে নিয়ে মাটি বেডের উপর তুলে দিয়ে বেড কমপক্ষে ৬ সেমি. উঁচু করতে হবে।
- বেডে ২০ সেমি. দূরে দূরে ২ সেমি. গভীর লাইনে বীজ বপন করলে হেক্টর প্রতি বীজ লাগবে ৮ কেজি।
- বেডে বপনের ফলে জমিতে পানি জমেনা ফলে কালোজিরার গোড়াপঁচা ও চারা ঢলে পড়া রোগ কম হয়।
- উচু বেডে সারিতে বপনের ফলে জমিতে গাছের ঘনত্ব কাংঙ্খিত পরিমানে থাকে।
- ছিটিয়ে বপনের চেয়ে ১৫-২৫% বেশি ফলন পাওয়া যায়, আয় ও ব্যয়ের অনুপাত ১ ঃ ৬।

১৫. প্রযুক্তির নামঃ সালফার ও জিংক প্রয়োগে হলুদের ফলন বৃদ্ধি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি এবং জিংক হেক্টর প্রতি ৩ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- সাথে অন্যান্য সার (হেক্টর প্রতি ৫ টন গোবর, ১০০ কেজি নাইট্রোজেন, ৩৬ কেজি ফসফরাস, ৮৫ কেজি পটাশিয়াম, ২০ কেজি সালফার) প্রয়োগ করতে হবে।
- সকল পরিমাণ গোবর,টিএসপি, এমওপি, জিপসাম এবং বোরিক এসিড শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। অর্ধেক পরিমান ইউরিয়া সার বীজ বপনের ৫০ দিন পর এবং বাকি ইউরিয়া সমান দুইভাগে চারা গজানোর ৮০ এবং ১২০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- এভাবে সার প্রয়োগ করলে হেক্টর প্রতি হলুদের ফলন ১৫-২০% হয় এবং আয়-ব্যায়ের অনুপাত হয় প্রায় ৩.২ ঃ১।

১৬. প্রযুক্তির নামঃ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সার সুষম মাত্রায় ব্যবহার করে পানের উৎপাদন বৃদ্ধি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- হেক্টর প্রতি ২ টন সরিষার খৈল, ১২০ কেজি ইউরিয়া, ১১০ কেজিটিএসপি ও ৮৫ কেজি এমওপি প্রয়োগ করলে পান চাষে ভাল ফলন পাওয়া যায়।
- বরজ তৈরির প্রারম্ভিক পর্যায়ে ৪০ সেমি. দূরে দূরে গর্তে সকলটিএসপি ও এমওপি প্রয়োগ করে মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট

করতে হবে এবং গর্তে পানের কার্টিং লাগাতে হবে। অতঃপর ইউরিয়া (১২০ কেজি) ও সরিষার খৈল (২ টন) সমান ৮ ভাগে কাটিং লাগানোর ৪৫ দিন পর পর একসাথে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

- দ্বিতীয় বছরে, সমগ্রটিএসপি ও এমওপি এর অর্ধেক বছরের শুরুতে এবং বাকিঅর্ধেক ১ম প্রয়োগের ছয়মাস পর উপরি প্রয়োগ করে পান গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে এবং সেই সাথে সমগ্র ইউরিয়া (১২০ কেজি) ও সরিষার খৈল (২ টন) সমান ৮ ভাবে ৪৫ দিন পর পর একসাথে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- এভাবে সার প্রয়োগ করলে প্রতি বছর হেক্টর প্রতি পানের ফলন হয় প্রায় ১৫ টন বা ১ (লক্ষ) বিড়া এবং আয়-ব্যায়ের অনুপাত হয় প্রায় ৪ঃ১।

১৭. প্রযুক্তির নাম ঃ মটরশুঁটি উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোষ্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- ১.৫ কেজি /হেক্টর রাইজোবিয়াম ইনোকুলাম, ৫ টন /হেক্টর ভার্মিকম্পোষ্ট ও ইউরিয়া বাদে অন্যান্য রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে মটরশুঁটির ফলন শতকরা ২০-৩২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।
- পরিমাণমত গাম বা পানি দিয়ে বীজের সাথে অণুজীব সার মিশাতে হবে। ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় রেখে অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ বাতাসে শুকাতে হবে। অণুজীব সার ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
- গাজীপুর ও রহমতপুরসহ বাংলাদেশের বেলে দোআঁশ মাটিতে এই প্রযুক্তিটি ব্যবহারযোগ্য।
- প্রযুক্তিটি ব্যবহারে মটরশুঁটির ফলন ভাল হয় এবং ভার্মিকম্পোষ্ট ব্যবহারে মাটির উর্বরতা ভাল থাকে।

(১৮) প্রযুক্তির নামঃ মরিচের চুষি পোকার সমন্বিত দমন পদ্ধতি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- সমন্বিতভাবে হেক্টর প্রতি ৪০টি সাদা আঠালো ফাঁদ এবং আক্রমণ দেখা দেয়ার পর জৈব বালাইনাশক স্পেনোসেড মরিচের চুষি পোকা দমনে অত্যন্ত কার্যকর।
- স্পেনোসেড (সাকসেস ২.৫ এসসি) প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মি.লি. এবং ডাইফেনথিউরন (পেগাসাস্ ৫০ এসসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মি.লি. হারে ১৫ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করে মরিচের চুষি পোকা ও মাকড়ের আক্রমণ যথাক্রমে ৮০ ও ৮৭ শতাংশ পর্যন্ত কমানো যায়।
- প্রযুক্তিটির প্রয়োগে মরিচের মান বাড়ে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়।

১৯. প্রযুক্তির নাম ঃ ফলজ ও বনজ বৃক্ষের জায়ান্ট মিলিবাগ দমন ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ হতেই গাছের গোড়ায় মাটি থেকে ১ মিটার উঁচুতে ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া পাষ্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ড (র্যা পিং টেপ) গাছের চতুর্দিকে আবৃত করে দিলে এরা উপর থেকে নেমে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- অনেক সময় পাষ্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ড এর উপরের অংশে স্ত্রীপোকা সমূহ জমা হয়। এ অবস্থায় এদের সহজেই পিটিয়ে বা একসাথে করে আগুনে পুড়িয়ে মারা সম্ভব অথবা জমাকৃত পোকার উপর সংস্পর্শ কীটনাশক স্প্রে করে দমন করা যায়।
- ক্লোরপাইরিফস (ডারসবান ২০ ইসি বা এ জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ মিঃলিঃ হারে) এবং তার ২-৩ দিন পর কার্বারাইল জাতীয় কীটনাশক (সেভিন ৮৫ এসপি বা মিপসিন ৭৫ ডবিস্নউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে) আক্রান্ত অংশে প্রতি ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ পোকা সম্পূর্নভাবে দমন করা সম্ভব।
- নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ হতেই নিম্ফ সমূহ গাছ বেয়ে উপরে উঠে তাই উক্ত সময় গাছের গোড়ায় মাটি থেকে ১ মিটার উঁচুতে ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া পাষ্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ড (র্যা পিং টেপ) গাছের চতুর্দিকে আবৃত করে দিলে পাষ্টিকের পিচ্ছিল টেপ এর নিচের অংশে নিম্ফ সমূহ জমা হয়।
- এ অবস্থায় এদের সহজেই পিটিয়ে বা একসাথে করে আগুনে পুড়িয়ে মারা সম্ভব অথবা জমাকৃত পোকার উপর সংস্পর্শ কীটনাশক কার্বারিল (সেভিন) ৮৫ এসপি প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ পোকা সম্পূর্নভাবে দমন করা সম্ভব।
- সম্প্রতি বাংলাদেশে জায়ান্ট মিলিবাগ বিভিন্ন ফলজ ও বনজ বৃক্ষ মারাত্বক ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এই পোকা বিভিন্ন ফলজ উদ্ভিদ যেমন-কাঁঠাল, আম, লেবু, নারিকেল এবং বনজ বৃক্ষ যেমন-রেইনট্রি, কড়ই গাছে আক্রমণ করে। স্ত্রী নিম্ফ পোকা পুষ্পমঞ্জুরী, কচি পাতা, শাখা প্রশাখা ও ফলের বোঁটা থেকে রস শোষন করে ফলে গাছের আক্রান্ত অংশ শুকিয়ে যায় যা ফল ধরার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং অনেক ফল ঝরে যায়।

২০. প্রযুক্তির নাম ঃ সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সংক্রমন মুক্তকরণ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- বাজার থেকে কিনে আনা সবজি পরিস্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে
- প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম হারে লবণ যোগ করে তৈরিকৃত লবনপানিতে সবজি ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে
- পরিস্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে
- পরিমিত তাপে রান্না করতে হবে
- এই পদ্ধতিতে ৮৬% পর্যন্ত অর্গানোফসফরাস কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারন হয়।

২১. প্রযুক্তির নাম ঃ মেটাল সিট বা ধাতব পাত দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে ফল গাছে ইঁদুর দমন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- সাধারণত ফল গাছে গেছো ইঁদুর ক্ষতি করে থাকে। এ ক্ষেত্রেটিনের পাত দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে ফল গাছে ইঁদুর আক্রমণ রোধ করা যায়।
- টিনের পাত লাগানোর পূর্বে গাছকে ইঁদুর মুক্ত করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় মরা ডাল পালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে এবং অন্য গাছের সাথে লেগে থাকা ডালপালা ছেটে দিতে হবে যেন গাছ থেকে গাছের দূরত্ব কমপক্ষে ৬ ফুট বা ২ মিটার হয়।
- নারিকেল, সুপারি গাছসহ ফল উৎপাদনকারী গাছের গোড়া হতে ২ মিটার উপরে গাছের খাড়া কাণ্ডের চারিদিকে ৫০-৬০ সে. মি. প্রশস্তটিনের পাত শক্তভাবে আটকিয়ে দিতে হয়। ফলে ইঁদুর গাছের গোড়া (নিচ) থেকে উপরে উঠতে পারে না।
- পদ্ধতিটি অরাসায়নিক হওয়ায় পরিবেশ দূষণমুক্ত, অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী ও লাভজনক।

২২. প্রযুক্তির নাম ঃ আদার কন্দ পঁচা বা রাইজম রট রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- সুনিষ্কাশিত উঁচু থেকে ও মাঝারি উঁচু জমিতে আদা চাষ করতে হবে।
- রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ কন্দ সংগ্রহ করতে হবে।
- শেষ চাষের সময় জমিতে হেক্টর প্রতি ২০-২৫ কেজি স্টাবল বিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লি. রিডোমিল গোল্ড মিশিয়ে তার মধ্যে বীজ কন্দ ৩০ মিনিট ভিজিয়ে নেওয়ার পর ছায়াতে শুকাতে হবে।
- বোর্দোমিক্সার গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।
- মার্শাল অথবা ডার্সবান প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লি. হারে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।

২৩. প্রযুক্তির নাম ঃ মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপকুলীয় লবণাক্ত এলাকায় গম উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাঃ

- ধান গোড়া থেকে কর্তন না করে গোড়ায় দিকে ২০-৩০ সে. মি. খড় জমিতে রেখে দিতে হবে। গমের জন্য জমি চাষের সময় এই খড় সংগ্রহ করে সদ্য বপনকৃত গম ক্ষেতের উপর ছাড়িয়ে দিতে হবে
- স্থানীয় চাউল কলে উপজাত হিসাবে যে ছাই পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করে জমিতে সারের সাথে প্রয়োগ করতে হবে
- ছাই ও খড়ের আচ্ছাদন মাটির লবনাক্ততা অনেকাংশে প্রশমিত করে
- গমের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় সারের সাথে ১ টন/হে. ছাই এবং বীজ বপনের পর জমিতে ২ টন/হে. হারে খড়ের আচ্ছাদন (Mulch) প্রয়োগ করে উপকুলীয় লবণাক্ত এলাকায় লাভজনক ভাবে গম চাষ করা যায়।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি বহু ফসলভিত্তিক দেশের সর্ববৃহৎ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি দুই শত আটটি ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি যন্ত্রপাতি, শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে গবেষণা পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২২টি নতুন জাত, ২৩টি উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে এবং সেই সাথে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো কৃষকের মাঝে পরিচিতকরণ এবং সম্প্রসারনের লক্ষ্যে কৃষকের মাঠে ২৩৩০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। বিজ্ঞানী, বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী এবং সম্প্রসারন কর্মকর্তাদের নতুন জাত প্রবং প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করণের জন্য ৬৫টি কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৬০২ জন বিজ্ঞানী সম্প্রসারন কর্মী ও এনজিও কর্মীকে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের উপর ১৪০০০ (চৌদ্দ হাজার) কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এভাবেই প্রতিষ্ঠানটি কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা কৃষকের মাঝে হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৭-১৮অর্থবছরে বিএআরআই উদ্ভাবিত গমেরজাতঃ বারিগম-৩৩ (জিংক সমৃদ্ধ ও বাস্ট প্রতিরোধী)

২০১৭-১৮অর্থবছরে বিএআরআই উদ্ভাবিত সরিষার জাতঃ বারিসরিষা-১৮ (ক্যানোলাটাইপ)

বিএআরআই উদ্ভাবিত বিটি বেগুনের জাত গুলো কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত হচ্ছে

বিএআরআই উদ্ভাবিত বারি পেয়ারা-৪ (বীজহীন)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা
ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.brri.gov.bd

১৯৭০ সালের ০১ অক্টোবর ঢাকার অদূরে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ১১টি গবেষণা বিভাগ ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানে ২১৯ জন বিজ্ঞানীসহ ৫৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উচ্চফলনশীল ধানের জাত এবং চাষাবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রূপকল্প (Vision)

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ধানের নতুন জাত এবং উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

১. ধান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা;
২. ক্রমহ্রাসমান সম্পদ সাপেক্ষ জলবায়ুবান্ধব ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৩. গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য

১. ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি,
২. ধানের ব্রিডার বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ,
৩. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন।

গবেষণা কার্যক্রমের পরিধি

উনিশটি বিভাগ ও ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়কে ৮টি প্রোগ্রাম এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে ব্রি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ আটটি গবেষণা প্রোগ্রাম এরিয়া হলো-

১. জাত উন্নয়ন (Variety Development)
২. শস্য-মাটি-পানি ব্যবস্থাপনা (Crop-Soil-Water Management)
৩. বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management)
৪. রাইস ফার্মিং সিস্টেমস (Rice Farming Systems)
৫. আর্থসামাজিক ও নীতি প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy)
৬. খামার যান্ত্রিকীকরণ (Farm Mechanization)
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তর (technology transfer)
৮. আঞ্চলিক কার্যালয় (Regional Stations)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিচালক (গবেষণা) কে সভাপতি এবং গবেষণা বিভাগের প্রধানগণ সমন্বয়ে প্রোগ্রাম কমিটি গঠিত। প্রোগ্রাম কমিটির সভায় বার্ষিক গবেষণা প্রস্তাবের মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রদান করা হয়। গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর একটি গবেষণা কর্মশালার আয়োজন করা হয় যাতে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরবর্তী বছরের গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত, সরকারের প্রাধিকার, কৃষি নীতি, SDG এবং Southern master plan অনুসরণ করা হয়।

এছাড়া দেশি-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এজেন্সির সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট IRRI, BMGF, AFACI, JIRCAS, CSIRO, AUSAID, ACIAR, Murdoch University, Cornell University, USDA, USAID, KOICA, Norway সহ আরও অন্যান্য দেশ/সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	কূন্য পদ
১.	গ্রেড-১	১	-	১
২.	গ্রেড-২	২	-	২
৩.	গ্রেড-৩	২৩	১৩	১০
৪.	গ্রেড-৪	৪৪	৪২	২
৫.	গ্রেড-৫	৪	৪	০
৬.	গ্রেড-৬	১০৭	১০১	৬
৭.	গ্রেড-৭	-	-	-
৮.	গ্রেড-৮	-	-	-
৯.	গ্রেড-৯	১০৩	৯১	১২
১০.	গ্রেড-১০	২২	২০	২
১১.	গ্রেড-১১	৮৮	৭৫	১৩
১২.	গ্রেড-১২	১	১	০
১৩.	গ্রেড-১৩	৫	৩	২
১৪.	গ্রেড-১৪	৫৬	৫০	৬
১৫.	গ্রেড-১৫	১১	৬	৫
১৬.	গ্রেড-১৬	৭১	৬১	১০
১৭.	গ্রেড-১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড-১৮	২৭	২৫	২
১৯.	গ্রেড-১৯	১	১	০
২০.	গ্রেড-২০	১০৭	৯৫	১২
	মোট	৬৭৩	৫৮৮	৮৫

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	২০০	২৪	১৫১০	-	১৭৩৪
২.	গ্রেড ১০	১৫	-	৭৫	-	৯০
৩.	গ্রেড ১১-২০	২১		৭০০	-	৭২১
	মোট	২৩৬	২৪	২২৮৫	-	২৫৪৫

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৫	১	৩	৯
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	৫	১	৩	৯

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	গ্রেড ১-৯	-	২৮	১৫	৪৩
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	-	২৮	১৫	-

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বোরো মৌসুমের ৩টি জাত (ব্রি ধান ৮১, ব্রি ধান ৮৪, ব্রি ধান ৮৬) উদ্ভাবন এবং কৃষক পর্যায়ে ব্রি ধান৮১ এর মাঠ প্রদর্শনী স্থাপন।
- রোপা আউশ মৌসুমের ২টি জাত (ব্রি ধান ৮২, ব্রি ধান ৮৫) উদ্ভাবন এবং কৃষক পর্যায়ে ব্রি ধান৮২ এর মাঠ প্রদর্শনী স্থাপন। বোনা আউশ মৌসুমের ১টি জাত (ব্রি ধান ৮৩) উদ্ভাবন;
- আমন মৌসুমের ১টি জাত (ব্রি ধান ৮৭) উদ্ভাবন;
- আউশ মৌসুমে একটি হাইব্রিড জাত চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে নিবন্ধিত হয়েছে।। জাতটির জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন, দানা চিকন এবং ফলন হেক্টর প্রতি ৬-৬.৫ টন;
- বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের স্থানীয় জাত ব্রি জীন ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে। ঐতিহ্যবাহী বালাম ধানের গুণাগুণ উচ্চফলনশীল ধানে স্থানান্তরের জন্য ব্রিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৌলিক সারি উদ্ভাবনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এ লক্ষ্যে ব্রি ধান৪৯ ও বিআর১১ জাতের সাথে বালাম ধানের ক্রসিং করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত সারিগুলো ঋ২ জেনারেশনে আছে এবং এগুলো পর্যায়ক্রমে ঋ৩, ঋ৪ জেনারেশনে অগ্রসর হবে;
- tRB (transforming Rice Breeding) প্রকল্পের মাধ্যমে ফসলের জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতির আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২৩,০০০টি উন্নত কৌলিকসারি (fixed line), ৮৪টি জাতের রিসিকোয়েন্সিং (Re-sequencing), ৪৫০টি কৌলিক সারি/জাতের জিবিএস প্রোফাইলিংসম্পন্ন করা হয়েছে;
- চীনের সহায়তায় সুপার হাইব্রিড ধান উৎপাদনের জন্য ব্রি কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ২৯তম সভায় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে;
- ধান ও গমের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাইব্রিডেরটিস্যু কালচার করে বোরো মৌসুমের জন্য উচ্চ ফলনশীল কৌলিক সারি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ব্রি ধান ২৯ এর মতো ফলন দিতে পারে। এই সারিটি ২০১৭-১৮ বোরো মৌসুমে চঠঃ হিসেবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই সারিটি পানি সাশ্রয়ী এবং খরা প্রবণ এলাকার জন্য একটি উপযোগী সারি;
- বোরো মৌসুমের জাত অবমুক্তির লক্ষ্যে অগ্রগামী সারি BR(Bio) 9786-BC2-59-1-2 Ges BR(BE) 6158 RWBC ২-১-২-২-১ এর মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে;
- বোরো মৌসুমের জন্য অগ্রগামী সারি BR(Bio) 9787-BC 2-63-2-2, BR(Bio) 9787-BC 2-63-2-4, Ges BR(Bio) 9787-BC 2-173-1-3 এর উপযোগিতা যাচাই এর জন্য ALARt (Advanced line adaptive research trial) বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- Arcadia Bioscience, USA থেকে প্রাপ্ত জেনেটিক্যাল মোডিফাইড ধানের ৪৪টি কৌলিক সারির চারা অবস্থায় লবণাক্ততা সহিষ্ণুতার পরিমাণ ট্রান্সজেনিক গ্রীন হাউজে সম্পন্ন করা হয়েছে;
- Porteresia coarctata থেকে প্রাপ্ত লবণাক্ত সহিষ্ণু জীন Vascular H+-AtPase (PVA1) tOPOtA ক্লোনিং ভেক্টরে সংযুক্ত করা হয়েছে;
- জলমগ্নতা সহিষ্ণু জিন শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে জলজ উদ্ভিদ Vallisneria সংগ্রহ করা হয়েছে;
- জিন পিরামিডিং (ব্যাক্টেরিয়াল বাইট প্রতিরোধী Xa4, Xa21 জিন) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত ৩টি পিরামিডেট সারির উপযোগিতা যাচাই এর জন্য ALARt (Advanced line adaptive research trial) বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- RGA গ্রীনহাউজে ইতোমধ্যে প্রায় ৫০,০০০টি কৌলিক সারির বীজ বপন সম্পন্ন হয়েছে। ৩,৫৫,১৫৩টি কৌলিক সারিসমূহ Field RGA-এর মাধ্যমে অগ্রগামী করা হচ্ছে। সর্বমোট ১,৫২৬টি প্রজনন সারি OYt-তে এবং ৫১৯টি প্রজনন সারি চতঃ-তে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে Bartender এবং FieldBook সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। ৪৫০টি জিনোটাইপের জিবিএস প্রোফাইল সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ৯০টি প্যারেন্টাল জিনোটাইপের QC (Quality Checking) এবং ২০টি trait based SNP

প্যানেল দ্বারা পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

- ৫০০টি জেনোটাইপের মধ্যে ২১টি লবণাক্ততা সহনশীল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে;
- ২৭৬টি জেনোটাইপের মধ্যে ১৫টি জলমগ্নতা সহনশীল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে;
- ৫০০টি জেনোটাইপের মধ্যে ২১টি লবণাক্ততা সহনশীল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে;
- ৩১১টি জেনো টাইপের মধ্যে ২৪টি মধ্যমমাত্রার খরা সহনশীল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে;
- ৫০টি জেনোটাইপের মধ্যে ৩টি উচ্চমাত্রার সহনশীল এবং ২৪টি মধ্যমাত্রার উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে;
- ব্রি ধান ২৮ এবং ব্রিধান ২৯ জাত দু'টিতে উচ্চতাপমাত্রা সহিষ্ণু ছঃখ সন্নিবেশিত করে জাত উদ্ভাবনের কাজ এগিয়ে চলছে;
- চারা অবস্থায় ঠাণ্ডাসহনশীলতাঃ ২১২টি জেনোটাইপের মধ্যে ১টি সহনশীল ও ৩৭টি মধ্যমমাত্রার ঠাণ্ডাসহনশীল হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে;
- মিনিয়াশাহী নামক একটি বিদেশি ধানের জাত প্রজনন পর্যায়ে উচ্চমাত্রায় ঠাণ্ডা সহিষ্ণু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাহা ঠাণ্ডা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনে ডোনার প্যারেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে;
- নেপাল থেকে ঠাণ্ডা সহনশীল জাত ১৫টি জাত মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। ধানের শারীর বৃত্তীয় উন্নয়ন ও রেডিয়েশন গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ধানের ৩৮টি অবয়বগত (Morphological) বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে;
- হাইব্রিড ধানের জাত উন্নয়নে ইনডিকা/জেপোনিকা কাল্টিভারের ব্যাকগ্রাউন্ডে ১৬টি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য নতুন সি এম এস লাইন বা মাতৃসারি উদ্ভাবিত হয়েছে যার দানা চিকন, মাঝারী চিকন ও মধ্যম প্রকৃতির এবং জীবনকাল আমন মৌসুমে ৯৮-১১০ দিন এবং বোরো মৌসুমে ১২৮-১৪৫ দিন। এই সব মাতৃ সারি ব্যবহার করে নতুন স্বল্প, মাঝারী ও দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন সম্ভবনাময় হাইব্রিড জাত তৈরি করা সম্ভব হবে যাদের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বেশি হবে;
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫৬৫৩ কেজি ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন হাইব্রিড ধানের বীজ ও (৩০৪৩ + ১০৭১) = ৪১১৪ কেজি মাতৃ ও পিতৃ সারির বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। যা পাবলিক, প্রাইভেট কোম্পানী ও কৃষকদের মাঝে চাহিদা অনুযায়ী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে;
- আবহাওয়া পরিবর্তনে পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাবের উপর কী প্রভাব পড়ছে তা জানার জন্য ১৪ প্রজাতির পোকামাকড়ের ২২ বৎসরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কোন কোন স্থানীয় প্রজাতির পোকার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে;
- বাংলাদেশের ৫টি ভৌগোলিক স্থানে (বগুড়া, যশোর, খুলনা, নরসিংদী ও গাজীপুর) সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলোক ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে ধান ও সবজির ক্ষতিকারক পোকামাকড় উল্লেখযোগ্যভাবে দমন করা সম্ভব হয়েছে;
- ইকোইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ধানক্ষেতে উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা ক্ষতিকর পোকামাকড়ের জৈবিক দমনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে ফলে কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই বাদামি গাছফড়িং, পামরিপোকা ও হলুদ মাজরাপোকার আক্রমণ প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে;
- গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন পরীক্ষায় ৪ ডিএস/মিটার লবণাক্ততায় বাদামি গাছফড়িং পোকার বংশবৃদ্ধি বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেলে পোকার সংখ্যা কমে যায়;
- গবেষণায় দেখা গেছে ১টি ব্যাঙ ৪৮ ঘন্টায় ২২-৫০টি বাদামি গাছফড়িং পোকা খেতে পারে যা উক্ত পোকার জৈবিক দমনে খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখে;
- গুদামজাত ফসলের পোকা দমনে মেহগনি ফলের তেলের বাষ্পের (Fumigant) কার্যকারিতা লক্ষ্য করা গিয়েছে;
- বাদামি গাছফড়িং পোকার বিপরীতে ৫২টি কীটনাশকের মাঠ মূল্যায়নে ৪২টি এবং পামরিপোকার বিপরীতে ৬টির মধ্যে ৬টি কার্যকরী কীটনাশক হিসেবে পাওয়া গিয়েছে;
- INGER, IRBPHN এর ৬৮টি ব্রিডিং লাইনের স্ক্রিনিং করে ৫টি মধ্যম মাত্রার (স্কোর৩) বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী লাইন শনাক্ত করা হয়েছে;
- বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছ ফড়িং এবং সবুজপাতা ফড়িংএর বিপরীতে ৯০টি ব্রিডিং লাইনের স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাদামি গাছফড়িং পোকার বিপরীতে ৫টি লাইন মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী (স্কোর ৩) এবং৩টি লাইন মধ্যম মাত্রার সহনশীল (স্কোর৫) পাওয়া গিয়েছে। সাদা-পিঠগাছ ফড়িং পোকার বিপরীতে ৪টি লাইন মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী (স্কোর ৩) এবং ৪টি লাইন মধ্যম মাত্রার সহনশীল (স্কোর ৫) এবং সবুজ পাতাফড়িং এর বিপরীতে ৭টি লাইন মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী (স্কোর ৩) এবং৩টি লাইন মধ্যম মাত্রার সহনশীল (স্কোর৫) পাওয়া গিয়েছে;
- মলিকুলার মার্কারের মাধ্যমে ধানের টুংরো রোগের দুইটি Particle, Rice tungro Bacilliform এবং Rice tungro Spherical Virus শনাক্তকরন করা হয়েছে। এই দুইটি ভাইরাসের ব্যাপ্তি একই গাছে কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, ঝিনাইদহ এবং গাজীপুরের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে;
- ধানের বাস্ট রোগ দমনের জন্য তিনটি (Royal75, tebuplus75 and Mcvo75) কার্যকরী ছত্রাকনাশক সনাক্ত করা হয়েছে;

- বাকানী রোগের জীবাণুকে (Fusarium spp) দমনের জন্য একটি জৈব অনুবীজ (biocontrol agent) গবেষণাগারে সনাক্ত করা হয়েছে;
- বাস্ট রোগ প্রতিরোধী জিন চর৯ সমন্বিত একটি সারি মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন করে রোগ প্রতিরোধী হিসাবে পাওয়া গেছে।
- ৫৩৪টি জার্মপাজম ও অগ্রবর্তিসারি ইখই রোগের বিপরীতে পরীক্ষা করে ৫টি জার্মপাজম ও ২৬টি অগ্রবর্তিসারি রোগ প্রতিরোধী হিসাবে পাওয়া গেছে;
- বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে বেলে দো-আঁশ থেকে পলি দো-আঁশ মাটিতে নদী অববাহিকা অঞ্চলসমূহে বিদ্যমান মশুর-পাট-রোপা আমন শস্য বিন্যাসে মসুরের সাথে আন্তফসল হিসেবে বাঙ্গি অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে উন্নত শস্যবিন্যাস, মসুর+বাঙ্গি-পাট-রোপা আমন উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে এ উন্নত শস্য বিন্যাস চাষে প্রচলিত শস্য বিন্যাসের চেয়ে প্রায় ১০০ শতাংশ বেশি লাভ অর্জন করা সম্ভব;
- বসত বাড়িতে কৃষি বনায়ন গবেষণার অংশ হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের খেজুর চাষের উপযোগিতা যাচাই করার জন্য মেহেরপুর ও গাজীপুরে ১০টি জাতের যথাক্রমে ১১০০টি ও ৫০০টি গাছের দুইটি খেজুর বাগান করা হয়েছে। গত বছর ৫ বছর বয়সী চারটি গাছ হতে প্রথম বারের মত খেজুর উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে;
- দেশব্যাপী শস্য বিন্যাস জরিপের আওতায় সকল উপজেলার শস্য বিন্যাস নির্ণয় করা হয়েছে। প্রতিটি শস্য বিন্যাসের আওতায় জমির পরিমাণ সহ দেশে ৩১৫ শস্য বিন্যাস চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রধান শস্য বিন্যাস, বোরো-পতিত-রোপাআমন দেশের ২৭% জমিতে চাষ করা হয়। প্রথম পাঁচটি শস্য বিন্যাস কেবল ধান শস্য নিয়ে গঠিত যা দেশের ৫১% জমিতে চাষ করা হয়;
- ব্রি উদ্ভাবিত আধুনিক ধান চাষে সাধারনতঃ প্রতি হেক্টরে ১০০ কেজি এমওপি সার দিতে হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এমওপি সারের প্রয়োগ মাত্রা প্রতি হেক্টরে ১৬০ কেজি করলে ধানের ফলন প্রায় ০.৫ থেকে ১ টন বৃদ্ধি পায়;
- বায়ো-অর্গানিক সার ব্যবহারে ফসলের ফলন হেক্টর প্রতি ০.৫ থেকে ১ টন বৃদ্ধির পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা যায়। এটি ব্যবহার করলে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ মাত্রার শতকরা ২৫-৩০ ভাগ কম এবংটি এস পি সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। বায়ো-অর্গানিক সার আউশ মৌসুমে হেক্টর প্রতি ১ টন এবং বোরো ও আমন মৌসুমে ২ টন ব্যবহার করতে হবে। বায়ো-অর্গানিক সার জমির শেষ চাষের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে;
- পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো (AWD) পদ্ধতিতে ধান চাষ করলে শতকরা প্রায় ৩০-৪০ ভাগ Global Warming Potential (কার্বন ডাইঅক্সাইড সমতুল্য) হ্রাস করা যায় যা বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে;
- ১৬১টি জার্ম পাজম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ব্রি জিনব্যাংকে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলছে;
- ১৭০টি জার্ম প্লাজমের মরফোলজিক্যাল (Morphological) বৈশিষ্ট্যায়ন করা হয়েছে;
- ২০৪০টি স্থানীয় জাতের পুনঃউৎপাদন (Rejuvenation) ও উৎপাদিত বীজসমূহ জিনব্যাংকে রক্ষিত বীজের সহিত প্রতিস্থাপন করা হয়েছে;
- ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল জাতের ১২৮.৪ মেট্রিক টন (যার মধ্যে প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের ১২ মেট্রিক টন) ব্রিডার বীজ উৎপাদন করে বীজ উৎপাদন নেটওয়ার্কের সাথে সংশ্লিষ্ট ৯০০টিরও বেশি সরকারি,বেসরকারি,এনজিও এবং ব্যক্তি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে;
- শুষ্ক মৌসুমে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত সেচের উপযোগী (লবণাক্ততা 1.0 dS/m এর কম) থাকে, যা ব্যবহার করে সেচের মাধ্যমে প্রচুর পতিত জমি বোরো ধান সহ বিভিন্ন ফসল আবাদের আওতায় আনা সম্ভব;
- বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের নলছিটি, বাকেরগঞ্জ ও আমতলীতে নদী ও খালের পানি দিয়ে সেচের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে অনাবাদী জমিতে বোরো ধান উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে সেচের ব্যবস্থা করে আরো এলাকায় বোরোর আবাদ বৃদ্ধি করা সম্ভব;
- জোয়ার-ভাটা এলাকায় বর্ষাকালে জলাবদ্ধ জমিতে ব্যাগ পদ্ধতিতে সবজির আবাদ করে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে;
- ভ্রাম্যমান সৌর সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে নদী-খাল থেকে সেচ প্রদানের পর মৌসুমের শেষে ধান মাড়াইসহ ফলনোত্তর অন্যান্য কাজ এবং গৃহস্থলি কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব;
- দেশের উত্তরাঞ্চলে ভিজানো-শুকানো পদ্ধতিতে সেচ প্রদান ও পলিথিন ফিতা পাইপ দিয়ে সেচের পানি বিতরণের মাধ্যমে প্রায় ৩০% সেচের পানি সাশ্রয় করা যায়। উঁচু ও মাঝারী-উঁচু জমিতে আমন-বোরো-পতিত শস্যক্রমের পরিবর্তে আমন-আলু-আউশ শস্যক্রম ব্যবহারের মাধ্যমে ৩০% কম সেচ দিয়ে ৪০% অধিক ধান-সমতুল্য ফলন লাভ করা সম্ভব;
- ব্রি হেড ফিড মিনি কম্বাইন হারভেস্টারের নমুনা যন্ত্র তৈরি, কৃষক মাঠে মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান;
- ব্রি হোলফিড মিনি কম্বাইন হারভেস্টারের নমুনাযন্ত্রের কৃষক মাঠে মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান;
- ধানের চারা রোপন যন্ত্রে দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্রের সংযোজন ও মাঠ মূল্যায়ন;
- সৌরশক্তি শক্তির মাধ্যমে খড়কাটার যন্ত্রের পরিচালনা ও উন্নয়ন;

- সৌরশক্তি চালিত আলোক ফাঁদ এর মাঠ পযায়ে মূল্যায়ন ও উন্নয়ন; এবং
- কিশোরগঞ্জ, সিলেট ও রংপুর জেলায় এবং কেন্দ্রীয় ভাবে নির্বিঘ্নে বোরো আবাদের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। যার মোট বরাদ্দ ছিল ৯৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা এবং জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়ের অগ্রগতি ৯৩৪৫.৮০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৯৯% মাত্র।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

১। প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০২০)

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

- দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- এগারটি জীপ, ২টি মিনিবাস, ২টি বাস, ২২টি মোটর সাইকেল সংগ্রহ;
- ১৬টি পাওয়ারটিলার, ৪টি হাইড্রোটিলার, ১১টি ট্রাক্টর, ২টি সিসেল লাঙ্গল, ১৩টি রাইস ট্রান্সপান্টার, ১৩টি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টর, ১১টি পাওয়ার থ্রেসার, ১৩টি পাওয়ার পাম্প সংগ্রহ ;
- ২৮৩টি বিভিন্ন ল্যাব যন্ত্রপাতি ও ১০০টি কম্পিউটার সংগ্রহ ;
- জমি অধিগ্রহণ (গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া) ১০ একর করে মোট ৩০ একর;
- কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নিমার্ণ ৪০০০ বর্গ মিঃ, পান্ট ব্রিডিং ক্রসিং ফিল্ড নিমার্ণ ৮০০ বর্গ মিঃ, ট্রান্সজেনিক গবেষণা মাঠ ২৫০০ বর্গ মিঃ, থ্রেসিং ফ্লোর নিমার্ণ ২১০০ বর্গ মিঃ, সীড ড্রাইয়িং এবং প্রসেসিং ফ্লোর নিমার্ণ ৩২০০ বর্গ মিঃ; এবং
- গবেষণা মাঠের দেওয়াল নির্মাণ ১৪০০০ আর এম।

২। প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

- গবেষণার যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ;
- গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা; এবং
- সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন।

১টি পিকআপ, ৪টি মোটর সাইকেল, ১০টি কম্পিউটার (২টি ল্যাপটপ এবং ৮টি ডেস্কটপ) এবং ১টি ফটোকপি মেশিন সংগ্রহ।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

ব্রি'র অধীনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪টি কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ছিল ৩৩৩.২০ লক্ষ টাকা। জুন/২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৩৩.২০ লক্ষ টাকা। যা মোট বরাদ্দের ১০০%।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মসূচির নাম ও মেয়াদকাল

১. পাহাড়ি অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি (জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/ ২০২০ পর্যন্ত)
২. মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকেল্পর চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/ ২০২০ পর্যন্ত)
৩. ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশবান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/ ২০২০ পর্যন্ত)
৪. ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/ ২০২০ পর্যন্ত)

উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি/অর্জন নিম্নে দেওয়া হলো-

ব্রি ধান ৮১ এর বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৮১ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান;
- অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি প্রায় ব্রি ধান ২৮ এর মত তবে পাতা একটু মোটা;

- গাছের কাণ্ড ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে শক্ত। এ জাতের ডিগ পাতা সামান্য হেলানো;
- ধানের রং খড়ের মত, ধানের আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং অগ্রভাগ সামান্য বাকানো;
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ সেঃমিঃ ;
- গড় ফলন ৬.০-৬.৫ টন/হেক্টর তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় এই জাতটি ৮টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম;
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২০.৩ গ্রাম;
- চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৬.৫%; এবং
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ১০.৩%।

ব্রি ধান ৮২ এর বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৮২ এ রোপা আউশ মৌসুমের আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান;
- গাছের উচ্চতা ১১০ সেঃ মিঃ;
- স্বাভাবিক অবস্থায় গাছে প্রতি গুচ্ছির সংখ্যা ১০-১২টি;
- এ জাতের ডিগপাতা সামান্য হেলানো এবং ধানের শিষগুলো উপরে থাকে;
- গড়ফলন ৪.৫-৫.৫ টন/হেক্টর তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় এই জাতটি ৫.৬ টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম;
- ১০০০টি ধানের ওজন ২৩.৮ গ্রাম। দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৭.০ ভাগ; এবং
- দানায় প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৭.৬ ভাগ। দানার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং ভাত ঝরঝরে।

ব্রি ধান ৮৩ এর বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান ৮৩ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান;
- ব্রি ধান ৮৩ বোনা আউশ মৌসুমের উপযুক্ত খরা সহনশীল ধানের জাত এবং ধান পাকার পরও গাছ ঢলে পড়ে না;
- এ জাতের জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন;
- গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সে.মি.;
- গড়ফলন ৩.৫-৪ টন/হেক্টর তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় এই জাতটি ৪.৯ টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম;
- চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে। চালে এমাইলোজের পরিমাণ ২৬%; এবং
- দানার রঙ লালচে যা স্থানীয় কটকতারা জাতের অনুরূপ।

ব্রি ধান ৮৪ এর বৈশিষ্ট্য

- এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চালের রং হালকা লালচে;
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৬ সেঃ মিঃ ;
- গড়ফলন ৫.৫-৬ টন/হেক্টর তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় এই জাতটি ৬.৫ টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম;
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.৮ গ্রাম;
- এ ধানের অ্যামাইলোজ ২৫.৯%;
- এ জাতের চালে শতকরা ৯.৭ ভাগ প্রোটিন রয়েছে; এবং
- প্রতি কেজি চালে ২৭.৬ মিলিগ্রাম জিঙ্ক এবং ১০.১ মিলিগ্রাম আয়রন রয়েছে।

ব্রি ধান ৮৫ এর বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৮৫ তে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান;
- এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, কিছু সরু ও লম্বা। পাতার রং সবুজ;
- এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর শিষগুলো গাছের উপরের দিকে থাকে;
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা প্রায় ১১০ সেমি;
- গড়ফলন ৪.৩ টন/হেক্টর;
- ধানের রং সোনালী ও আকৃতি চিকন এবং মাঝারী লম্বা;
- চাল মাঝারী লমবা ও চিকন এবং ভাত ঝরঝরে;
- ১০০০টি পুষ্ট চালের ওজন প্রায় ২২.৩ গ্রাম; এবং
- দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৬.০ ভাগ।

ব্রি ধান ৮৬ এর বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯৫ সেঃ মিঃ;
- গাছের কাণ্ড শক্ত তাই ঢলে পড়েনা;
- পাতা গাঢ় সবুজ এবং ডিগ পাতা খাড়া;
- দানার মাথা সামান্য বাঁকা কিন্তু চাল সোজা ও লম্বা। দানা লম্বা ও চিকন। দানার রং খড়ের মত। ধানের ছড়ার অগ্রভাগের ৩-৫ দানায় খুব ক্ষুদ্র শুঙ্গ থাকে;
- গড়ফলন ৬.৫ টন/হেক্টর;
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.৮ গ্রাম; এবং
- অ্যামাইলোজ ২৫% এবং চালে প্রোটিন এর পরিমাণ ১০.১%। ভাত ঝরঝরে ও খেতে সুস্বাদু।

ব্রি ধান ৮৭ এর বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২২ সেঃ মিঃ;
- এ জাতের গাছের কাণ্ড শক্ত তাই গাছ লম্বা হলেও ঢলে পড়েনা;
- পাতা হালকা সবুজ। ডিগ পাতা খাড়া এবং ব্রি ধান৪৯ এর চেয়ে লম্বা ও প্রশস্ত;
- পাকার সময় কাণ্ড ও পাতা সবুজ থাকে;
- দানা লম্বা ও চিকন;
- গড়ফলন ৬.৫ টন/হেক্টর;
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.১ গ্রাম;
- চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন; এবং
- এ ধানের অ্যামাইলোজ ২৭%।

উপসংহার

জুন' ২০১৮ পর্যন্ত ব্রি ছয়টি হাইব্রিড ও ৮৬টি ইনব্রিডসহ মোট ৯২টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে রোপা আমন মৌসুমের জন্য ৪২টি, বোরো মৌসুমের জন্য ৩৭টি, রোপা আউশ মৌসুমের জন্য ৬টি, বোনা আউশ মৌসুমের জন্য ৭টি এবং বোরো জাত আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী ১১টি জাত রয়েছে। প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীলতা ও পুষ্টিগুণ বিচারে ৭৬টি ইনব্রিড জাতের মধ্যে ১০টি লবণ সহনশীল, ৪টি জলমগ্নতা সহিষ্ণু, ২টি ঠাণ্ডা সহনশীল, ৪টি খরা সহনশীল, ৫টি জিংক সমৃদ্ধ, সুগন্ধি ও রপ্তানি উপযোগী ৭টি এবং ১টি সরু বালাম ধানের জাত রয়েছে। ব্রি জাত সমূহ মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয় করা ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ, অনুকূল পরিবেশের জন্য সেচ-সাশ্রয়ী এবং বৃষ্টি নির্ভর পরিবেশের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন ধানের জাত, দিন প্রতি অধিকতর ফলনে সক্ষম জলবায়ুদক্ষ (Climate smart), সুস্বাদু, পুষ্টি সমৃদ্ধ এবং কম খরচে চাষ যোগ্য ধানের জাত উদ্ভাবন, রোগ, পোকা ও আগাছা দমনের খরচ সাশ্রয়ী প্যাকেজ এবং প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, স্থানবিশেষ বা কৃষি পরিবেশ-অঞ্চল ভিত্তিক লাভজনক শস্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন, টেকসই ধান উৎপাদনের জন্য খামার যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন, উদ্ভাবন এবং সর্ম্প্রসারণ এবং ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানের ব্যবধান কমিয়ে আনতে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান। এ ছাড়াও প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণে ব্রি বহুমূখী কার্যক্রম যেমন ওয়েব বেজ BRKB, Mobile Apps, Rice Crop Manager (RCM), ইজিপি, ই-ফাইলিং, ব্রি রাইস ডক্টর কার্যক্রম চলমান।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

মলিকুলার ল্যাবে ধানের জাতের জেনোটাইপিং কাজ

ধানের জাত নির্বাচন

রাজশাহীতে ব্রি ধান৭১ এর বাম্পার ফলনে খুশি স্থানীয় কৃষাণীরা

ব্রি ধান৮১ এর শস্য কতন

ব্রি ট্রান্সপান্টার কাম দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগযন্ত্র

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bina.gov.bd

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে ১৯৬১ সালে প্রথম কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১লা জুলাই ১৯৭২ সালে পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর এ গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সনে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) নামে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮২ সনে কেন্দ্রটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে Institute of Nuclear Agriculture (BINA) Ordinance, ১৯৮৪ এর মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তীতে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭' হিসেবে পাশ হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ২০১৭ সনের ১১ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের ১১টি স্বতন্ত্র বিভাগ এবং ১৩টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎকর্ষতা সাধন।

মিশন (Mission)

পরমাণু ও জীবপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য কলাকৌশল ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পারমাণবিক কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণার মাধ্যমে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই ও উৎপাদনশীল একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- মাটি ও পানির আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে শস্যের গুণগতমান উন্নয়ন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং রোগ ও পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং উহার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

কার্যাবলী

- কৃষিতাত্ত্বিক, শস্য শারীরতাত্ত্বিক এবং মৃত্তিকা-উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;
- নতুন জাতের শস্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অথবা পরীক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর পর্যবেক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- প্রজনন ও মানসম্মত বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ করা;
- কৃষি পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন ও শস্য গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা;
- শস্য উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির উপর গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ, বেসরকারি সংস্থার জনবল ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান করা;
- কৃষি, কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সমস্যার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা;
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা/সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- দেশে-বিদেশে শিক্ষামূলক ডিগ্রি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড-১	১	০	১
২.	গ্রেড-২	৩	০	৩
৩.	গ্রেড-৩	১৬	৯	৭
৪.	গ্রেড-৪	২১	১১	১০
৫.	গ্রেড-৫	২	০	২
৬.	গ্রেড-৬	৫২	৩৫	১৭
৭.	গ্রেড-৭	-	-	-
৮.	গ্রেড-৮	-	-	-
৯.	গ্রেড-৯	১১৫	৬২	৫৩
১০.	গ্রেড-১০	৪০	৩২	৮
১১.	গ্রেড-১১	৪৮	৩৬	১২
১২.	গ্রেড-১২	১৪	১১	৩
১৩.	গ্রেড-১৩	৩৪	১৯	১৫
১৪.	গ্রেড-১৪	৩৬	১১	২৫
১৫.	গ্রেড-১৫	২২	১৮	৪
১৬.	গ্রেড-১৬	৫৭	৩৭	২০
১৭.	গ্রেড-১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড-১৮	১৯	৫	১৪
১৯.	গ্রেড-১৯	৬	১	৫
২০.	গ্রেড-২০	৯২	৭৪	১৮
	মোট	৫৭৮	৩৬১	২১৭

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	১৩৮	১৬	১২৫	-	২৭৯
২.	গ্রেড-১০	-	-	৩৮	-	৩৮
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	১২১	-	১২১
	মোট	১৩৮	১৬	২৮৪	-	৪৩৮

মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	১১	-	-	১১
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১১	-	-	১১

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং-	প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	১	৬	৮	১৫
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১	৬	৮	১৫

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে 'বিনা' কর্তৃক নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে-

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক ৫টি নতুন জাত (বিনা ধান-২০, বিনা পিঁয়াজ-১, বিনা পিঁয়াজ-২, বিনা লেবু-১ ও বিনা টমেটো-১৩) উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- বিনা উদ্ভাবিত ১৭টি ফসলের ১০২টি জাতের মধ্যে ৮টি ফসলের ৪০টি জাতের প্রজনন ও মানসম্মত ৮৭.৫২ মে.টন
- বীজ উৎপাদন ও ৮৬.৮১ মে.টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে;
- দেশের প্রায় ৪৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ১৭০০টি বক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে;
- দুই হাজার নয়শত পঞ্চাশ (২৯৫০) জন কৃষক এবং ডিএই, বিএডিসি ও এনজিও এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ৫০০০০ কপি লিফলেট মুদ্রণ করা হয়েছে;
- ৩৫টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে;
- পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৫৫৮টি মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সর্ম্পকে তথ্য প্রদান করা হয়েছে; এবং
- মসুর, মুগকালাই, সয়াবিন, মাসকালাই, চীনাবাদাম, বরবটি, ছোলা এবং ধৈঞ্চা ফসলের জন্য মোট ৫০৪ কেজি জীবাণুসার উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নিম্নলিখিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে–

প্রকল্পের নাম ঃ বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)

প্রকল্প এলাকা ঃ ৮টি বিভাগের ১৪টি জেলার ১৪টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- নিউক্লিয়ার, মলিকুলার এবং অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক এবং প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চফলনশীল ও স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন মাঠ ও উদ্যান ফসলের লবণাক্ততা, অম্লতা জলমগ্নতা, খরা, উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা, রোগবালাই এবং কীটপতঙ্গ ইত্যাদি প্রতিরোধী/সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন;
- বিনার পুরাতন ৬টি ল্যাবরেটরি নির্মাণ, অফিস ও বাসভবন মেরামত ও সম্প্রসারণসহ পরীক্ষণ মাঠের উন্নয়ন এবং ৭টি নতুন উপকেন্দ্রের ল্যাবরেটরী ও পরীক্ষণ মাঠের উন্নয়ন;
- বিনার ১১টি গবেষণা বিভাগ এবং ১৩টি উপকেন্দ্রের জন্য গবেষণা যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, গ্লাসওয়ার, ল্যাবরেটরী কাপবোর্ড, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে গবেষণাগার উন্নতিকরণ;
- বিনার প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক ও পরিচালকবৃন্দের অফিসকক্ষ নির্মাণ/সংস্কার, অডিটরিয়াম, কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ/সংস্কার, কেপিআই সুবিধা স্থাপন, জিন ব্যাংক ও বীজাগার উন্নয়ন এবং আইসিটি ইউনিট উন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য গবেষণা যন্ত্রপাতিসমূহ, ভৌত অবকাঠামো ও যানবাহন মেরামত, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও স্বল্প জমিতে নিবিড় এবং অধিক ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত মৃত্তিকা ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলাকৌশল ও স্থানীয় কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- বিনার উদ্ভাবিত শস্যের জাত ও প্রযুক্তিসমূহের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনার বিশ্লেষণ এবং ফলন পার্থক্য, ঝুঁকি ও গ্রহণের উপযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষণ;
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের অঞ্চলভিত্তিক ব্যবহার ও দেশব্যাপী সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, স্থানীয় কৃষি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মী ও দক্ষ কৃষক গড়ে তোলা।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে–

১. কর্মসূচির নাম ঃ পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাল, তেলবীজ এবং দানা জাতীয় ফসলের উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন কর্মসূচি

প্রকল্প এলাকা ঃ বিনা'র প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশে পাশের এলাকা।

কর্মসূচি র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

লক্ষ্যঃ ক্রমহ্রাসমান আবাদযোগ্য জমি থেকে বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য দানা জাতীয় ফসলের উৎপাদনে স্থায়ী টেকসই (ঝঁং-ঃধরহধনষব) স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অপুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- কৃষি গবেষণায় পরমাণু (Nuclear) ও মলিকুলার (Molecular) †কৌশল ব্যবহার করে ফসলের স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট বন্যা/খরা/লবণাক্ততা/উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রাসহিষ্ণু, কীট পতঙ্গ/রোগবালাই সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;
- দানা, ডাল ও তেল জাতীয় শস্যের পরিবেশ সহায়ক সেচ, সার ও কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন ;
- বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় দানা, ডাল ও তেল জাতীয় শস্যের জাতসমূহের মেইনটেনান্স ব্রিডিং ও অন্যান্য মিউট্যান্ট যা জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয়নি তবে বিভিন্ন কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোর সংরক্ষণ;
- বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় দানা, ডাল ও তেল জাতীয় শস্যের জাতসমূহের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য চাহিদাভিত্তিক মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত/মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ; এবং
- বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত দানা, ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের জাত ও প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা।

২. কর্মসূচির নাম ঃ পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও ফলের জাত উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রকল্প এলাকা ঃ বিনা'র প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশে পাশের এলাকা।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- মিউটেশন প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করে ধান, মুগ, মসুর, সরিষা ও তিল ফসলের খরা, লবণাক্ত, বন্যা, তাপ (শীত/গরম) সহিষ্ণু ও রোগবালাই প্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে খরা এবং লবণাক্ত এলাকার অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা;
- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে লটকন, আঁশফল, সফেদা, শরীফা, ডালিম, পেয়ারা, কাউফল ও কদবেল ইত্যাদি এর উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ পুষ্টি সম্পন্ন ফলের নতুন জাত বাছাই/উদ্ভাবন করা;
- সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় দেশীয় ফলের উৎপাদন ও পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;
- উন্নত গুণাগুণ ও মান সম্পন্ন ফলের উৎপাদন কৌশল এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা; এবং
- কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদার উপর গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ সহায়ক জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

৩. কর্মসূচির নাম ঃ হাওর, চর, দক্ষিণাঞ্চল ও বরেন্দ্র এলাকার উপযোগী ফসলের জাত ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং অভিযোজন কর্মসূচি

প্রকল্প এলাকা ঃ বিনা'র প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশে পাশের এলাকা।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- মলিকুলার (Molecular) ও পরমাণু (Nuclear) কৌশল ব্যবহার করে ফসলের বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রা সহিষ্ণু, আউশ মৌসুম উপযোগী, কীট পতঙ্গ/রোগবালাই সহনশীল, আগাম ও উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন করা;
- বৈরী পরিবেশ সহিষ্ণু অঞ্চলের জন্য মৃত্তিকা-;পুষ্টি-পানি, পরিবেশবান্ধব রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা (ICM) সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করা; এবং
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে অভিযোজন যাচাই, সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা।

উপসংহার

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ১৭টি ফসলের ১০২টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। উত্তরাঞ্চলের মংগা নিরসনে ও ৩-৪ ফসলী শস্য পরিক্রমা উদ্বুদ্ধকরণে স্বল্প মেয়াদী ধান বিনা ধান-৭, বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১৬ ও বিনা ধান-১৭ মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। বৈরী আবহাওয়া সহিষ্ণু জাতগুলোর মধ্যে ধানের ২টি লবণসহিষ্ণু (বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-১০), জলমগ্নতা সহিষ্ণু (বিনা ধান-১১ ও বিনা ধান-১২), ১টি নাবী বোরো (বিনা ধান-১৪), সার ও পানি সাশ্রয়ী উচ্চ ফলনশীল (বিনা ধান-১৭), ১টি আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী নেরিকা মিউট্যান্ট জাত (বিনা ধান-১৯) ও জিংক সমৃদ্ধ জাত (বিনা ধান-২০) রয়েছে। এছাড়াও হাওর ও জোয়ার-ভাটা কবলিত এলাকার জন্য এবং আউশ মৌসুম উপযোগী নেরিকা ধান হতে উদ্ভূত কয়েকটি মিউট্যান্ট শনাক্ত করা হয়েছে, যা কৃষকের জমিতে ফলন পরীক্ষণ চলছে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয় বিনা'র বায়োটেকনোলজি ল্যাভ পরিদর্শন করছেন

জিংক সমৃদ্ধ বিনাধান-২০

গামা রেডিয়েশন সোর্স মেশিন

গ্রীষ্মকালীন বর্ষজীবী বিনাপিঁয়াজ-২

সয়াবিনের উপর জীবাণু সারের কার্যকারিতা মূল্যায়নের পরীক্ষণ মাঠ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা
ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bjri.gov.bd

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯০৪ সালে স্যার আর.এস. ফিনলো'র নেতৃত্বে ঢাকায় প্রথম পাটের গবেষণা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয় এবং বর্তমান স্থানে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। পাটের অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও চান্দিনায় পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং নশিপুর, দিনাজপুর-এ পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা খামার রয়েছে। পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশি/বিদেশি বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য তৎকালীন ইন্টারন্যাশনাল জুট অর্গানাইজেশন (IJO) এর আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের প্রায় ৬০০০ জার্মপাজম সংরক্ষিত আছে। বিজেআরআই বর্তমানে তিনটি ধারায় তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেঃ

১. পাটের কৃষি তথা পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন-এর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা;
২. পাটের শিল্প তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা; এবং
৩. পাটের টেক্সটাইল তথা পাট ও তুলা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রণে পাটজাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

রূপকল্প (Vision)

পাটের গবেষণা ও উন্নয়নে উৎকর্ষ অর্জন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

পাটের কৃষি ও কারিগরি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক ও সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের উপার্জন বৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পাটের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত উচ্চফলনশীল পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাত উদ্ভাবন, লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল ও আলোক অসংবেদনশীল এবং রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত সার ব্যবস্থাপনা এবং পাট পচনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- পাটের শিল্প গবেষণার মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন পণ্য তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাটজাত দ্রব্যসামগ্রীর মানোন্নয়নপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পাট পণ্য উৎপাদনে পাট শিল্পকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।
- পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় পাটের ভূমিকা নিরূপণ, নব উদ্ভাবিত পাট ও পাটজাত পণ্যের অর্থনীতি ও বিপণন গবেষণার মাধ্যমে উহার গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং পাটের বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার উপায় নির্ধারণ।
- কৃষক, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদগণের পাট সংক্রান্ত জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার বিনিময় এবং বিকাশের লক্ষ্যে নিয়মিত সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরি ও অর্থনৈতিক গবেষণা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণার ফলাফল ও সম্প্রসারণ।
- উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ প্রজনন পাট বীজ উৎপাদন, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে মান ঘোষিত (টিএলএস) উন্নতমানের পাট বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ; নির্বাচিত চাষি, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সির নিকট বিতরণ।
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষঙ্গিক সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন।
- ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন জাতের পাটের প্রদর্শন এবং এই সব জাতের পাট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, মনোগ্রাম, বুলেটিন এবং পাট গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা।
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ জাতীয় ফসলের চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সব কর্মচারী এবং চাষিদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরি গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে পাট পণ্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	-	১
২.	গ্রেড ২	৩	-	৩
৩.	গ্রেড ৩	১২	৮	৪
৪.	গ্রেড ৪	৩৫	৩৪	১
৫.	গ্রেড ৫	১	১	-
৬.	গ্রেড ৬	৫২	৪৩	৯
৭.	গ্রেড ৭	-	-	-
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	৭১	৬১	১০
১০.	গ্রেড ১০	১৫	১৪	১
১১.	গ্রেড ১১	৫	৩	২
১২.	গ্রেড ১২	-	-	-
১৩.	গ্রেড ১৩	২৬	১২	১৪
১৪.	গ্রেড ১৪	৬৪	৫৩	১১
১৫.	গ্রেড ১৫	১	১	-
১৬.	গ্রেড ১৬	৭১	৫৪	১৭
১৭.	গ্রেড ১৭	৭	৭	-
১৮.	গ্রেড ১৮	২২	১৯	৩
১৯.	গ্রেড ১৯	৩৭	২৯	৮
২০.	গ্রেড ২০	৯০	৮৬	৪
	মোট	৫১৩	৪২৫	৮৮

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		আভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৬০জন	-	৫৭০জন	-	৬৩০ জন
২.	গ্রেড ১০	১	-	২৫ জন	-	২৬ জন
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	১২৫ জন	-	১২৫ জন
	মোট	৬১ জন	-	৭২০ জন	-	৭৮১ জন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	২০ জন	-	-	২০ জন
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	২০ জন	-	-	২০ জন

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	২৪৩ জন	৪৮০জন	-	৭২৩ জন
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	২৪৩ জন	৪৮০ জন	-	৭২৩ জন

- দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংস্থায় ৩৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৬১ জন কর্মকর্তা বিজেআরআই হতে অংশগ্রহণ করেন;
- বিজেআরআই ২৪টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে যাতে ৭২০জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন;
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৫ জন বিজ্ঞানীর বৈদেশিক পিএইচডি প্রোগ্রাম চলমান আছে; এদের মধ্যে ০১ জন মালয়েশিয়া, ০১ জন কানাডা, এবং ০৩ জন জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত আছে;
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরে ১৫ জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি'তে অধ্যয়নরত আছে; এবং
- দেশের অভ্যন্তরে ০৯টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৭২০ জন এবং বৈদেশিক সেমিনারে ৩ জন সহ মোট ৭২৩ জন বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থার ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন

- কৃষি গবেষণার বিভিন্ন বিভাগে পাটের জার্মপাজম ক্যারেক্টারাইজেশন, জাত উন্নয়ন, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, পাট ভিত্তিক শস্য পর্যায় উদ্ভাবন, উন্নত পচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২১৪টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে; তোষা পাটের একটি (ও-এমজি-১), দেশী পাটের একটি (সি-৫০০৩), কেনাফের একটি (কেই-৩) এবং মেস্তার একটি (সামু'৯৩) অগ্রবর্তী লাইন জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাত হিসেবে যথাক্রমে বিজেআরআই তোষা পাট-৭, বিজেআরআই দেশি পাট-৯, বিজেআরআই কেনাফ-৪ এবং বিজেআরআই মেস্তা-৩ নামে ছাড়করণ করা হয়েছে;
- পাট, কেনাফ ও মেস্তার ১১৮টি জার্মপাজমের চারিত্রিক গুণাগুণ মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৩টি জার্মপাজমকে তুলনামূলকভাবে ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জার্মপাজমগুলোকে উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যবহার করা যাবে।
- জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত জার্মপাজমগুলো হতে গত বছর ৯৫৩টি জার্মপাজমের বীজবর্ধন করে জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে মূল্যায়ন কাজে ব্যবহার করা হবে;
- দেশি পাটের ২৫টি জার্মপাজমের মলিকুলার চরিত্রায়ন (Molecular characterization) করা হয়েছে;
- দেশি, তোষা ও কেনাফের বিভিন্ন জাতের মোট ১৬৭২ কেজি প্রজনন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে যার মধ্য থেকে চাহিদা অনুযায়ী বিএডিসি ও অন্যান্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭৮০ কেজি সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রজনন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৫৮.৪৫ কেজি নিউক্লিয়াস বীজ উৎপাদন করা হয়েছে;
- পাটের আগাছা (শ্যামা, ক্ষুদে শ্যামা ও আঙুলী ঘাস) দমনে পাট চাষিদের ব্যবহারের জন্য মোট ১২টি আগাছানাশক মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা পূর্বক সুপারিশ করা হয়েছে;
- পরীক্ষণের মাধ্যমে ছত্রাকনাশক চিনাড্রোন ৫০ ডবিওপি একটি কার্যকর ছত্রাকনাশক হিসাবে পাওয়া গেছে। ইহা প্রয়োগের পর সর্বোচ্চ রোগ সংক্রমন ছিল ৬.৬০% এবং সর্বনিম্ন রোগ সংক্রমন ছিল ২.১০%;
- কেনাফের একটি accession (2595) এবং মেস্তার ০৯টি accessions (2107, 2584, 2896, 3404, 3592, 3656, 3899, 4384, 4385) স্পাইরাল বোরার প্রতিরোধী পাওয়া গেছে;
- মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে পাঁচটি নতুন মাকড়নাশক (Aim Zox 10 EC, Flame 38 WDG, Abatin 1.8 EC, Uniaba 1.8 EC Ges Guardian 40 WDG) কার্যকরী হিসাবে ভালো পাওয়া গেছে এবং কৃষকের ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে;
- ষোলটি নতুন কীটনাশক (Plato 78.9 EC, Jumka 70 WDG, Keyazate 40 WDG, KB Lam 2.5 EC, Hasna 2.5 EC, Gago 20 EC, Arex 40 WDG, Aceto 40 WDG, Dura 20 WDG, Dinote 20, Nuevo 20 SG, Lamtech 2.5 EC, SB-Diano 10 G, Fair Kill 10 EC, Acclaim 5 SG Ges Key 70 WG) মাঠে পরীক্ষা করে সবগুলোই ভালো পাওয়া গেছে এবং কৃষকের ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাট পচনের জন্য অনুজীব সংগ্রহ (Isolation) করা হয়েছে এবং তাদের পাট পচন গুণাগুণ নির্ণয়করণ কার্যক্রম চলছে;

- পাটের পানি স্বল্প এলাকায় পাটের রিবনিং করার জন্য অটো-জুট পাওয়ার রিবনার উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং চলতি বছরে কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলছে;
- স্বল্প পানি এলাকায় পাটের রিবন রেটিং প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ চলছে;
- সারা দেশে ০৫টি জুট বক এবং ০৪টি জুট ভিলেজ এর মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষা পাট-৬ জাত এর মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা এবং কৃষক পর্যায়ে পরিচিতি এবং সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; এবং
- বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.৩৯ টন মান ঘোষিত বীজ (টিএলএস) উৎপাদন করা হয়েছে।

কারিগরি গবেষণা কার্যক্রম ও অর্জন

- কারিগরী গবেষণা উইংয়ের বিদ্যমান বিভাগগুলোর মাধ্যমে নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে ৪৯টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।
- রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, নদীর বাঁধ নির্মাণ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নব উদ্ভাবিত 'ন্যাচারাল এডিটিভট্রিটেড' জুট জিও-টেক্সটাইল, প্রযুক্তি বিজেএমসির নিকট হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
- পাটের কাপড়ে প্রাকৃতিক রঙ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে অপ্রচলিত দ্রব্য লিচু পাতা থেকে সহজলভ্য প্রাকৃতিক ৪টি রঙ উদ্ভাবন করা হয়েছে যা পাটবস্ত্র ও সূতি বস্ত্রকে রঞ্জিত করে।
- প্লাস্টিক ও বেতের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানিরোধীকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। পাটজাতদ্রব্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন-আসবাবপত্র, জুতা, কভারিং ম্যাটেরিয়ালস্ ইত্যাদি তৈরি করা যায়।
- জুট স্পিনিং পদ্ধতিতে, পাট আঁশের সাথে ভেড়ার পশম মিশ্রিত করে 'পাট উল বেন্ডেড' সুতা তৈরি করা হয়েছে, যা দ্বারা স্বল্পমূল্যের কম্বল তৈরি করা সম্ভব।
- warp এ cotton এবং weft-এ পাটের সুতা ব্যবহার করে জুট-কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক তৈরি করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূল্য সংযোজিত পণ্য যেমন-সেমিনার ব্যাগ, এক্সিকিউটিভ ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জায়নামাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার ও রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে হালকা পাটবস্ত্র তৈরির নিমিত্ত চিকন সুতা (১০০ টেক্স) উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- Composite Material তৈরির লক্ষ্যে Jute Fibre এবং Jute fabric দিয়ে reinforced Composite Material তৈরি করা হয়েছে।
- পাটের সাথে তুলা মিশ্রণ করে সুতা তৈরির লক্ষ্যে পাট নরম করার জন্য Chemical treatment এর optimization করা হয়েছে।

জেটিপিডিসি উইং এর গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন

- ৫০০ কেজি জুট বেন্ডেড সুতা উৎপাদন করা হয়েছে;
- ৩০০ গজ গ্রে/ফার্নিশিং ফেব্রিক্স উৎপাদন করা হয়েছে; এবং
- ৫০০ গজ উন্নতমানের পর্দার কাপড় উৎপাদন করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

- পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (১ম সংশোধিত) প্রকল্পঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এবং মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর উদ্যোগে বিশেষ সরকারি অনুদানে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে বাংলাদেশে পাটের জিনোম গবেষণা শুরু হয়। এর ফলশ্রুতিতে ২০১০ সালে প্রফেসর মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা তোষা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন। উক্ত জীবন রহস্য উন্মোচনের পর, সে তথ্যকে কাজে লাগিয়ে পাট ফসলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে আগষ্ট ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য "পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা" শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদে জিনোম গবেষণার সুফল কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে ১১৮২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধনী একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১০৭.৬১৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের গবেষণায় উন্মোচিত জিনোম তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য পূর্বে স্থাপিত সার্ভার স্টেশনে ০২টি Symmetric multiprocessing (SMP) server, ০৪টি High-Performance Computing Cluster (HPCC) server, 10 GbE switch, Infiniband, Firewall এবং আনুষঙ্গিক এক্সেসরিজ যোগ করার পাশাপাশি পূর্বের ৪০ টেরা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি থেকে বাড়িয়ে ৭১৫ টেরা করা হয়েছে। এতে করে Computing capacity Ges Storage capacity উভয়ই বহুগুণে বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়া জিনোম গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সময়ের সাথে টেকনোলজি আপডেটের সাথে তাল মিলিয়ে তৃতীয় জেনারেশনের সিকোয়েন্সিং মেশিন চধপইরড় ংবয়ঁবহপরহম ংুংঃবস এবং এর সহযোগী যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় এবং ল্যাবে স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৯৭৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৯৭৩.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যা বরাদ্দের ৯৯.৯৯ শতাংশ। উক্ত প্রকল্পের আওতায় জিনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে

স্বল্পদিবস দৈর্ঘ্য, নিম্ন তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, কাণ্ড পচা রোগ সহনশীল এবং কম লিগনিনযুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন করা হয়েছে, যার অধিকাংশই বিভিন্ন দেশে গৃহীত হয়েছে এবং বাকিগুলো মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

- পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর (১ম সংশোধিত) প্রকল্পঃ পাট ও পাট জাতীয় ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত/লাইন উদ্ভাবন, বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৃষি এবং কারিগরি প্রযুক্তি কৃষক ও ভোক্তাদের নিকট হস্তান্তর, বিজেআরআই এর মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে (১ম সংশো-ধনীসহ) ২২৯১.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেআরআই এর সংস্কারকৃত ও আধুনিকায়নকৃত গবেষণাগারে ২৭টি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৭০০.০০ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে খরচ হয়েছে ৬৯৮.৮৯ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৮৪%। প্রকল্পের অর্থায়নে কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষা স্টেশন,মানিকগঞ্জ-এ ৫৬০০ রানিং ফুট সীমানা প্রাচীর, পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর-এ একটি গেটসহ ৮৪৫ রানিংফুট সীমানা প্রাচীর, পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর-এ একটি গেটসহ ৭৬০ রানিংফুট সীমানা প্রাচীর এবং পাট গবেষণা উপকেন্দ্র, তারাবো, নারায়নগঞ্জ এ ২০০০ রানিংফুট সীমানা প্রাচীর-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বিজেআরআই এর ১০ জন বিজ্ঞানী দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত আছেন। এছাড়াও ৪৪০০ জন কৃষক/পাট পণ্য উৎপাদনকারী, ৩৬০ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং ৫৪০ জন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা/কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু পাট জাত উদ্ভাবনের জন্য দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় (কলাপাড়া, পটুয়াখালী; বেতাগী, বরগুনা; নাজিরপুর, পিরোজপুর; মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট; দাকোপ, খুলনা ও সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা) পাট আঁশ ও বীজ মৌসুমে কৃষকের জমিতে মোট ২৭০টি (আঁশ ফসলের ১৫০টি এবং বীজ ফসলের ১২০টি) পরীক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের গবেষণার মাধ্যমে ৪টি অগ্রবর্তী লাইন পাওয়া গেছে-যা থেকে উচ্চ লবণাক্তযুক্ত (১৪ ফঝ/স) জমিতে চাষাবাদযোগ্য জাত উদ্ভাবন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে একটি প্রজনন লাইন (C-12221) DUS test-এর জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে জমা দেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে উক্ত প্রজনন লাইন থেকে কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন একটি জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া বিজেআরআই উদ্ভাবিত বিজেআরআই দেশি পাট-৮ কে দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় গত বছর চাষাবাদে কৃষক ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। ফলে, উপকূলীয় এলাকার বিস্তর এক ফসলি জমিতে ২টি ফসল আবাদ করা যাবে। এতে ঐ এলাকার কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- জিনোম গবেষণায় সাফল্যঃ জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি ও তোষা পাটের জীবন রহস্য (Genome Sequencing) আবিস্কার করা হয়েছে এবং পাটসহ পাঁচশতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক Macrophomina phaseolina-এর জীবন রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। উন্মোচিত জিনোম তথ্য ব্যবহার করে উচ্চ ফলনশীল, বিভিন্ন প্রতিকূলতা সহনশীল এবং পণ্য উৎপাদন উপযোগী পাট জাত উদ্ভাবনের জন্য বর্তমান সরকার "পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উক্ত আবিষ্কারের ফলে পাটের বিভিন্ন প্রতিকূলতা (Stress) সহনশীল (লবণাক্ততা, খরা, বিভিন্ন পোকা-মাকড় ও রোগ-জীবাণু সহনশীল ইত্যাদি), কম লিগনিন সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ২৮% জমি লবণাক্ততার কারণে পতিত থাকে। এছাড়া উত্তরাঞ্চলের একটি ব্যাপক এলাকা খরা প্রবণ। প্রকল্পটি সফল ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ঐ সকল পতিত জমিতে পাট চাষ সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। ফলে পতিত/ব্যবহার অনুপযোগী জমি আবাদের আওতায় আসবে। এছাড়া কম লিগনিন সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন সম্ভব হলে বস্ত্র শিল্পে তুলার বিকল্প হিসেবে অথবা তুলার সাথে সংমিশ্রণে পাটের ব্যবহারে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। এছাড়াও জিনোম গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত পাটের ৪টি অগ্রবর্তী লাইন (২টি দেশি এবং ২টি তোষা পাটের) চাষী পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপ-কেন্দ্রগুলোতে ট্রায়াল পর্যায়ে চাষাবাদ হচ্ছে এবং এগুলোর চবৎভড়ৎসধহপব অত্যন্ত ভাল। উক্ত লাইনগুলোর আঁশের মান অত্যন্ত উন্নত এবং বর্তমানে মাঠপর্যায়ে চাষাবাদকৃত জাতগুলো হতে ১৫-২০% ফলন বেশি। ইতোমধ্যে জিনোম গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত তোষা পাটের ১টি অগ্রবর্তী লাইন (রবি-১) চাষি পর্যায়ে জাত হিসেবে অবমুক্ত করণের লক্ষ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মাঠ মূল্যায়নের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই রবি-১ নামের তোষা পাটের অগ্রবর্তী লাইনটি জাত হিসেবে অবমুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।
- বিজেআরআই প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট ৪৯টি পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০টি (৯টি দেশি পাট, ৬টি তোষা পাট, ৩টি কেনাফ ও ২টি মেস্তা) উন্নত জাত বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। সুপারিশকৃত এই ২০টি উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়কালে ১১ (এগারো)টি জাত (দেশি পাটের-৪টি, তোষা পাটের-৩টি, কেনাফের-২টি এবং মেস্তার-২টি) উদ্ভাবিত হয়েছে।
- দেশে পাট বীজের অভাব দূরীকরণে বিজেআরআই পাট বীজ উৎপাদনের জন্য "নাবী পাট বীজ উৎপাদন" প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। স্বাভাবিক নিয়মে বীজ উৎপাদনে যেখানে প্রায় ১০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয় এবং ফলনও হয় কম সেখানে নাবী পদ্ধতিতে মাত্র ৩-৪ মাসে দ্বি-গুণ এরও বেশি (প্রায় ৭০০ কেজি/হে.) ফলন পাওয়া যায়। ফলে কৃষক পর্যায়ে এ প্রযুক্তিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বীজের ঘাটতি পর্যায়ক্রমে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া 'নিজের বীজ নিজে করি' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা হচেছ।

- পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শষ্য পর্যায় এবং পাট পচন প্রক্রিয়ার উপর ৭৫টি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- 'পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর' প্রকল্পের গবেষণার মাধ্যমে ৪টি অগ্রবর্তী লাইন পাওয়া গেছে-যা থেকে উচ্চ লবণাক্তযুক্ত (১৪ ফবা/স) জমিতে চাষাবাদযোগ্য জাত উদ্ভাবন করা যাবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া বিজেআরআই উদ্ভাবিত বিজেআর-আই দেশি পাট-৮ কে দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় কৃষক পর্যায়ে গত ২ বছরে চাষে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। এতে উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তর এলাকায় এক ফসলি জমিতে ২টি ফসল আবাদ করা যাবে।
- পাটের কারিগরী গবেষণায় ৪০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এর মধ্যে বেশ কিছু প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, নদীর বাধ নির্মাণ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নব উদ্ভাবিত ন্যাচারাল এডিটিভট্রিটেড জুট জিও-টেক্সটাইল প্রযুক্তি বিজেএমসির নিকট হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
- পাটের কাপড়ে প্রাকৃতিক রং করার উদ্দেশ্যে অপ্রচলিত দ্রব্য লিচু পাতা থেকে সহজলভ্য প্রাকৃতিক ৪টি রং উদ্ভাবন করা হয়েছে যা পাট বস্ত্র ও সূতি বস্ত্রকে রঞ্জিত করে।
- পাস্টিক ও বেঁতের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানিরোধীকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। পাটজাত দ্রব্যে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের পণ্য যেমন-আসবাবপত্র, জুতা, কভারিং ম্যাটেরিয়ালস্ ইত্যাদি তৈরি করা যায়।
- Warp G cotton এবং বিভঃ এ পাটের সূতা ব্যবহার করে জুট-কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক তৈরি করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূল্য সংযোজিত পণ্য যেমন-সেমিনার ব্যাগ, এক্সিকিউটিভ ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জায়নামাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- Composite Material তৈরির লক্ষ্যে Jute Fibre Ges Jute fabric দিয়ে Reinforced Composite Material তৈরি করা হয়েছে।

উপসংহার

বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরা পাটের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। ফলে কৃষক আবার পাট চাষে উৎসাহিত হচ্ছে এবং আবাদী জমির পরিমাণ ও ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৮.০৫০৩৪ লক্ষ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬.৫১০০৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে ৭০.০০ লক্ষ বেল এর অধিক পাট উৎপাদিত হবে। প্রতি বছরই পাটের নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে পাটের উন্নয়ন শুধু উন্নত মানের অধিক পরিমাণ আঁশ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। কারণ, পাট একটি শিল্পজাত পণ্য হওয়ায় এর উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয় জড়িত। সুতরাং পাটের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয় অপরিহার্য।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

বিজেআরআই-১ঃ জিনোম গবেষণায় উদ্ভাবিত তোষা পাটের আগাম কর্তনযোগ্য উচ্চ ফলনশীল প্রজনন সারি রবি-১

বিজেআরআই-২ঃ ২০১৭-১৮ বছরে বিজেআরআই কর্তৃক বিজেআরআই-৩ঃ ২০১৭-১৮ বছরে বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত বিজেআরআই তোষা পাট-৭

উদ্ভাবিত জাত বিজেআরআই দেশী পাট-৯

বিজেআরআই-৪ঃ ২০১৭-১৮ বছরে বিজেআরআই কর্তৃক বিজেআরআই-৫ঃ ২০১৭-১৮ বছরে বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত বিজেআরআই কেনাফ-৪

বিজেআরআই-৫ঃ ২০১৭-১৮ বছরে বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত বিজেআরআই কেনাফ-৪

বাংলাদেশ সুগারক্রপ
গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bsri.gov.bd

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ দেশের একটি অগ্রজ ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ইক্ষুসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট' এর নাম পরিবর্তন করে ০৯ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রি. তারিখে 'বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট' নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টিভিয়া, যষ্টিমধু প্রভৃতি মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিএসআরআই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এগারটি গবেষণা বিভাগ, একটি সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং দু'টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দু'টি প্রধান বিভাগ, সাতটি উপকেন্দ্র এবং দু'টি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং ইক্ষু চাষি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তির বিস্তার, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই এবং এর ফিড-ব্যাক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

রূপকল্প (Vision)

অধিক মিষ্টিসমৃদ্ধ স্বল্প মেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

বিভিন্ন চিনিফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনিফসলের চাহিদাপ্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া প্রভৃতির ওপর গবেষণা সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমতল, চরাঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন ঃ লবণাক্ত ও পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন চিনিফসল চাষ সম্প্রসারণ।

কার্যাবলি

১. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচি প্রণয়ন করা।
২. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।
৩. ইক্ষুভিত্তিক খামার তৈরির ওপর গবেষণা করা এবং এর অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।
৪. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছ ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা/অবহিত করা।
৫. বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা।
৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিষ্টিজাতীয় ফসলবিষয়ক যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা।
৭. মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা।
৮. ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
৯. সরকারের ইক্ষুনীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা।
১০. ইক্ষু চাষিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১১. উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	১	-
২.	গ্রেড ২	২	১	১
৩.	গ্রেড ৩	১৬	৪	১২
৪.	গ্রেড ৪	২৬	১২	১৪
৫.	গ্রেড ৫	২	২	-
৬.	গ্রেড ৬	২৭	২৭	-
৭.	গ্রেড ৭	১	-	১
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	৫৬	৩৭	১৯
১০.	গ্রেড ১০	১৭	৮	৯
১১.	গ্রেড ১১	২০	১৬	৪
১২.	গ্রেড ১২	৫০	৪০	১০
১৩.	গ্রেড ১৩	-	-	-
১৪.	গ্রেড ১৪	২	১	১
১৫.	গ্রেড ১৫	১৭	১৪	৩
১৬.	গ্রেড ১৬	৪৩	৩১	১২
১৭.	গ্রেড ১৭	৬	৬	-
১৮.	গ্রেড ১৮	-	-	-
১৯.	গ্রেড ১৯	৩০	২৫	৫
২০.	গ্রেড ২০	৭৭	৫৯	১৮
	মোট	৩৯৩	২৮৪	১০৯

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১৪৯ জন	-	৮৪ জন	-	২৩৩ জন
২.	গ্রেড ১০	-	-	৮ জন	-	৮ জন
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	১৯২ জন	-	১৯২ জন
	মোট	১৪৯ জন	-	২৮৪ জন	-	৪৩৩ জন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	৯ জন	-	-	৯ জন
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	৯ জন	-	-	৯ জন

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. স্টিভিয়ার নতুন জাত বিএসআরআই স্টিভিয়া ১ নিবন্ধনঃ
চিনির বিকল্প হিসেবে জিরো ক্যালরি স্টেভিয়ার পাতা ব্যবহার করা যায়।
এর পাতা চিনি অপেক্ষা ৩০-৪০ গুণ এবং পাতার স্টেভিওসাইড চিনি অপেক্ষা ৩০০ গুণ বেশি মিষ্টি।
ক্যালরিমুক্ত এই মিষ্টি ডায়াবেটিক রোগী সেবন করলে রক্তে গ্লুকোজের পরিবর্তন হয়না।
জাতটির গড় উচ্চতা ৬৭ সেন্টিমিটার।
পরিপক্কতা লাভ করতে মাত্র ১৮০ দিন প্রয়োজন হয়।
প্রতিটি গাছ হতে বছরে ৯০ গ্রাম করে কাঁচা পাতা এবং ২৩.৫ গ্রাম করে শুকনা পাতা পাওয়া যায়।

২. দেশি তালের নতুন জাত বিএসআরআই তাল ১ নিবন্ধনঃ
জাতটিতে বছরের দুই সময়ে যথা অক্টোবর এবং এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে ফলে বছরে দুই বার তাল পাওয়া যায়।
তাল দেখতে বড়, কালো রঙের। ফলের রসে মিষ্টতার ঘনত্ব তথা ব্রিক্স ১২-১৩% এবং গাছের রসে মিষ্টতার ঘনত্ব তথা ব্রিক্স ৯-১৩%।
এক হেক্টরে লাগানো গাছ হতে প্রায় ৮৭.০০ মেট্রিক টন ফল আহরণ করা সম্ভব।
রবি মৌসুমে গড়ে প্রতি গাছ হতে প্রতি দিন ১৫ লিটার করে রস আহরণ করা যায়। রবি মৌসুমে গাছ প্রতি প্রায় ৯০ কেজি গুড় আহরণ করা যায়।

৩. গুড় তৈরিতে ভেষজ পরিশোধক হিসেবে উলট কম্বল ও বন ঢেড়সের পাউডার উদ্ভাবনঃ
পরিষ্কারক হিসেবে উদ্ভিজ্জ উলট কমল ও বন ঢেড়স থেকে বিএসআরআই উদ্ভাবন করেছে বিশেষ ধরনের পাউডার।
এটি পানির সাথে মিশিয়ে নির্যাস তৈরি করা হয়।
২০০ লিটার ধারণ ক্ষমতার একটি কড়াইতে গুড় তৈরির সময় ৬০ গ্রাম পাউডার ব্যবহার করলেই চলে।
উলট কমল কিংবা বন ঢেড়স গাছের কাণ্ডের ছাল হতে সহজেই এটি তৈরি করা যায়।

৪. চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের জমিতে ফেটে যাওয়া আখের নিয়ন্ত্রণে বোরন সারের ব্যবহার বিধি ও মাত্রা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনঃ
কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিপক্কতা লাভের সময় চিবিয়ে খাওয়া আখের মাঠে আখ হঠাৎ ফেটে যায়।
মাঠে বোরনের ঘাটতি এ ধরনের আখ ফেটে যাবার মূল কারণ।
আখের কাণ্ড বের হবার পর প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম বোরন ২০ দিন পর পর চার বার স্প্রে করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

৫. আখের নালা তৈরির উন্নত যন্ত্র উদ্ভাবনঃ
কম চাষে নালা তৈরির জন্য এ যন্ত্রটি খুবই উপযোগী।
পাওয়ারটিলারের কোন পরিবর্তন ছাড়াই ট্রেঞ্চারটি পাওয়ারটিলারের পেছনে সংযোজন করা যায়।
১০-১২ সেন্টি মিটার গভীরতায় নালা তৈরি করা সম্ভব।
ট্রেঞ্চারটির কর্মদক্ষতা প্রায় ০.৭৫ হেক্টর/দিন।
এটি তৈরি খরচ প্রায় ৪০ হাজার টাকা।

৬. ক্ষতিকারক পোকামাকড় বিবেচনায় আখ রোপণের উপযুক্ত সময় নিরূপণঃ
আখের গুরুত্বপূর্ণ পোকা মাকড়ের মধ্যে রয়েছে আগাম মাজরা পোকা, ডগার মাজরা পোকা, কাণ্ডের মাজরা পোকা, গোড়ার মাজরা পোকা, পাইরিলা লিফ হপার, হোয়াইট গ্রাব, উঁইপোকা ইত্যাদি।
সময়ের সাথে পোকামাকড় উপদ্রবের ব্যাপকতার রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক।
গবেষণায় দেখা গেছে নভেম্বর মাসে আখ লাগালে এতে পোকা মাকড়ের উপদ্রবের হার সব থেকে কম থাকে।

উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	ঃ বিএসআরআই এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০
প্রকল্প এলাকা	ঃ পাবনা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, জামালপুর, গাজীপুর, শেরপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, ঝিনাইদাহ, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী।
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ ৬,৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ	ঃ ২৩৬৪.০৭৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ১. দুইটি আঞ্চলিক প্রজনন কেন্দ্র, একটি উপকেন্দ্র এবং একটি বায়োকন্ট্রোল পরীক্ষাগার নির্মাণের মাধ্যমে গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

২. ইক্ষু ও সুগারবিটের স্থানীয় ও বৈদেশিক জার্মপাজম সংগ্রহকরণ, আণবিক চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন;
৩. এগ্রোব্যাকটেরিয়াম পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবজ ও অজীবজ প্রতিকূলতা প্রতিরোধক গুণাবলীর ধারক জিন প্রতিস্থাপন;
৪. প্রচলিত পদ্ধতি এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাহিদা প্রসূত, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু, টেকসই এবং আধুনিক ইক্ষু ও সুগারবিটের জাত উদ্ভাবন;
৫. ইক্ষু ও সুগারবিটের জন্য সম্পূর্ণ, লাগসই এবং টেকসই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্যাকেজ উদ্ভাবন;
৬. নির্বাচিত গাছ হতে সংগৃহীত উন্নত জাতের দেশি তাল ও খেজুরের চারা তৈরি, রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৭. পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষের দ্বারা তামাক চাষের এলাকা প্রতিস্থাপন;
৮. চরাঞ্চল, পাহাড়ি এলাকা এবং উপকূলীয় এলাকার জন্য কার্যকর ইক্ষু চাষাবাদ প্রযুক্তি প্রবর্তন; এবং
৯. প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মিষ্টিফসলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্প্রসারণ।

এ বছরের কার্যক্রম ঃ

উক্ত প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত আরবীয় খেজুর গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত আছে। উন্নত পদ্ধতিতে সুগারক্রপ চাষাবাদ বিষয়ক ২৪৫টি প্রদর্শনী এবং সুগারবিট চাষাবাদ বিষয়ক ৫৫টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ১,২০০টি তালের চারা, ৬,০০০টি খেজুরের চারা ও ৬,০০০টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ বিষয়ক ২০টি মাঠ দিবস আয়োজন (১৬০০ জন) করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, গুড় তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক ২ ব্যাচ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের (৫০ জন); ২৬ ব্যাচ দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের (৬৫০ জন) এবং ১৮০ ব্যাচ চাষীদের (৪,৫০০ জন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রকিউরমেন্ট প্যান অনুযায়ী যানবাহন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্রয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি ঃ

১. কর্মসূচির নাম	ঃ পরিবর্তিত জলবায়ুতে দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণ
কর্মসূচির মেয়াদ	ঃ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন ২০২০
কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ ১০৩.৩০ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ	ঃ ৪০.৮০ লক্ষ টাকা
কর্মসূচির উদ্দেশ্য	ঃ ১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার জন্য টেকসই অভিযোজন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা; ২. পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী বছরব্যাপী লবণাক্ত সহিষ্ণু চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা; ৩. বছরব্যাপী চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং ৪. দুর্যোগ প্রবণ আবহাওয়ায় তাৎক্ষণিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।
এ বছরের কার্যক্রম	ঃ উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দক্ষিণাঞ্চলের সাতটি জেলায় ৬৪টি গবেষণা পট স্থাপন করা হয়েছে। ১০০০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৩টি খামার দিবস আয়োজন করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।
২. কর্মসূচির নাম	ঃ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ইক্ষু ও সুগারবিটের পোকামাকড়ের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও বিস্তার
কর্মসূচির মেয়াদ	ঃ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন ২০২০
কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ ১৮০.৭০ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ	ঃ ৪৯.৯০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

১. আখ চাষীদের নিকট ইক্ষু ও সুগারবিট এর পোকামাকড় সহনশীল জাত সরবরাহ নিশ্চিত করা;
২. পরিবর্তিত জলবায়ুতে ইক্ষু ও সুগারবিটের সমন্বিত পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আক্রমনের হার হ্রাস করা;
৩. বিভিন্ন ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের আক্রমনে ইক্ষু ও সুগারবিটের যে বিপুল পরিমান ফলন হ্রাস পায় তার পরিমান কমিয়ে আনা;
৪. সমন্বিত পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইক্ষুর ক্ষতিকারক পোকামাকড় নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে ইক্ষুর উৎপাদন ও এর চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি করা;
৫. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং চিনিকলের কর্মকর্তা, সম্প্রসারণ কর্মী এবং উদ্যমী কৃষকদেরকে ইক্ষু ও সুগারবিটের সমন্বিত পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৬. আখ চাষীগণকে ইক্ষু ও সুগারবিট উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিক মাঠ দিবস কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৭. ইক্ষু ও সুগারবিট উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে চিনি ও গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ; এবং
৮. চিনি ও গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ হতে চিনি আমদানি হ্রাস করা এবং ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা।

এ বছরের কার্যক্রম

উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সতেরটি জেলায় ১৪২টি গবেষণা পট স্থাপন করা হয়েছে। ১৪৪০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৮০ জন সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(৩) কর্মসূচির নাম	ঃ	সুগারবিট গুড় বা চিনি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জ্বালানী শক্তির উৎস হিসেবে বায়োগ্যাস ও সৌর শক্তির উপযোগিতা যাচাই
কর্মসূচির মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন ২০১৮
কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	৪৫.৫০ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ	ঃ	২৩.৫০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

১. সুগারবিট জুস প্রসেসিং-এর জন্য বিট পাল্প থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্বালানীর সংস্থান করা;
২. ল্যাবরেটরিতে সুগারবিটের পাল্প থেকে উৎপাদিত বায়োস্লারীর গুণগতমান বিশ্লেষণ ও জৈব সার হিসেবে ব্যবহারের উপযোগিতা পরীক্ষণ;
৩. সুগারবিট থেকে গুড় উৎপাদনের লক্ষে উদ্ভাবিত বায়োগ্যাস প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ; এবং
৪. সুগারবিট থেকে গুড় উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া।

এ বছরের কার্যক্রম

উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সুগারবিট পাল্প হতে জ্বালানী শক্তির উৎস হিসেবে বায়োগ্যাস ও সৌর শক্তির উপযোগিতা যাচাই করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

স্টিভিয়ার নতুন জাত বিএসআরআই স্টিভিয়া ১ নিবন্ধন। দেশি তালের নতুন জাত বিএসআরআই তাল ১ নিবন্ধন। গুড় তৈরিতে ভেষজ পরিশোধক হিসেবে উলট কমল ও বন ঢেড়সের পাউডার উদ্ভাবন। চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের জমিতে ফেটে যাওয়া আখের নিয়ন্ত্রণে বোরন সারের ব্যবহারবিধি ও মাত্রা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন। আখের নালা তৈরির উন্নত যন্ত্র উদ্ভাবন এবং ক্ষতিকারক পোকামাকড় বিবেচনায় আখ রোপণের উপযুক্ত সময় নিরূপণ।

উপসংহার

বিবেচ্য সময়ে অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চরাঞ্চল, পাহাড় ও লবণাক্ত এলাকাসমূহে বিভিন্ন সুগারক্রপের উন্নত ও সম্ভাবনাময় জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নানামুখী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষিরা আখসহ অন্যান্য চিনিফসল যেমনঃ তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়া চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা বিএসআরআই এর কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনার আওতায় বিএসআরআই যষ্টিমধু ও প্রাকৃতিক মধুর উপর বিশেষ গবেষণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিএসআরআই উদ্ভাবিত জাত আখ-৪২

সুগারবিটের গবেষণা পট

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

www.srdi.gov.bd

ভূমি, মাটি ও পানি সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণের প্রয়োজনে এসব সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে 'সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট অব পাকিস্তান' নামে এ ইনস্টিটিউট এর গোড়াপত্তন হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (Reconnaissance Soil Survey) সম্পাদন করা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি 'মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ' রূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৩ সালে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটি পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ এবং নতুন নামকরণ করে মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত বিভাগ বর্তমান 'মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূমি ও মাটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে মাটির শ্রেণিবিন্যাস এবং এ সমস্ত উপাত্ত সম্বলিত মানচিত্র প্রণয়ন ও সরবরাহ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর প্রধান কাজ। গবেষণা ও সম্প্রসারণধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমি, মৃত্তিকা, সার ও সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠকর্মীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি মাটির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় (জৈব পদার্থ ও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, অম্লত্ব বৃদ্ধি, লবণাক্ততা ও ভূমি ক্ষয়), উপকূলীয় এলাকার ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির সেচ উপযোগিতা, কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার, ভূমির নিষ্কাশন জটিলতা বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানকল্পে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ছাড়াও ০৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২১টি জেলা কার্যালয়, ১৫টি আঞ্চলিক গবেষণাগার, ৬টি সার পরীক্ষাগার ও ২টি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

১. মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের ইনভেন্টরি তৈরি;
২. ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস;
৩. ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণকারীর উপযোগী নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও সহায়িকা প্রণয়ন;
৪. সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা; এবং
৫. শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

যথাযথ এবং টেকসই ভূমি ও মৃত্তিকা (বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ) ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

জনবল (Manpower)

ক্র. নং	বেতন গ্রেড	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড-১	-	-	-
২.	গ্রেড-২	১	-	১
৩.	গ্রেড-৩	৪	১	৩
৪.	গ্রেড-৪	২২	১৫	৭
৫.	গ্রেড-৫	-	-	-
৬.	গ্রেড-৬	৭১	৪৯	২২
৭.	গ্রেড-৭	-	-	-
৮.	গ্রেড-৮	-	-	-
৯.	গ্রেড-৯	১২৭	৮৬	৪১
১০.	গ্রেড-১০	১৯	১০	৯
১১.	গ্রেড-১১	২	১	১
১২.	গ্রেড-১২	৮	৮	-
১৩.	গ্রেড-১৩	৩৩	৩১	২
১৪.	গ্রেড-১৪	৪১	৩৮	৩
১৫.	গ্রেড-১৫	-	-	-
১৬.	গ্রেড-১৬	১৩৫	১১৪	২১
১৭.	গ্রেড-১৭	২৯	১৯	১০
১৮.	গ্রেড-১৮	৫১	৪২	৯
১৯.	গ্রেড-১৯	২	১	১
২০.	গ্রেড-২০	১৫৪	১০২	৫২
	মোট	৬৯৯	৫১৭	১৮২

নিয়োগ/পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৩	৪	১৭	-	-	-

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১২৫	-	১৪০	-	২৬৫
২.	গ্রেড ১০	-	-	১০	-	১০
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	৩৫৬	-	৩৫৬
	মোট	১২৫	-	৫০৬	-	৬৩১

মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	২	-	-	২
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	২	-	-	২

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (জন)			
		সেমিনার	ওয়ার্কসপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১	৪	১	৬
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১	৪	১	৬

কার্যাবলি

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বৈশিষ্ট্যায়ন

- আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি, মৃত্তিকা এবং সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন, এবং
- সরকারি ও বেসরকারি কৃষি খামারের বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ করে মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।

কৃষক সেবা

- স্থায়ী মৃত্তিকা গবেষণাগারে মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের ফলাফল ও ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশ।
- ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (এমএসটিএল) মাধ্যমে সরেজমিন কৃষকের মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার সুপারিশ।
- টেকসই মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ।
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি শ্রেণির গড় উর্বরতা মানের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ফসলের জন্য সার সুপারিশ সংবলিত ফেস্টুন বিতরণ।

আইসিটি সেবা

- মোবাইল ফোন এবং ইউডিসি'র মাধ্যমে ইনস্টিটিউট কর্তৃক সৃজিত মৃত্তিকা উর্বরতা বিষয়ক বিশাল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেশের যে কোনো অঞ্চলের কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী ফসলের ডিজিটাল (অনলাইন) সার সুপারিশ।
- অনলাইনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততার তথ্য জেনে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ, এবং
- উপজেলাভিত্তিক মৃত্তিকা উর্বরতার তথ্যের ভিত্তিতে অফলাইনে কৃষকের জমিতে ফসল উৎপাদনে সুষম মাত্রার সার সুপারিশের সুবিধা।

সার নমুনা বিশ্লেষণ

- সারের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাসায়নিক ও জৈব সারের নমুনা বিশ্লেষণ।
- সরেজমিন ভেজাল সার শনাক্তকরণের জন্য সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।

মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা এবং উর্বরতা পরিবীক্ষণ

- উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততার দীর্ঘ মেয়াদি পরিবীক্ষণ।
- মৃত্তিকা উর্বরতার দীর্ঘ মেয়াদি পরিবীক্ষণ।

সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা

- মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা আক্রান্ত জমি চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত মাটির ব্যবস্থাপনার কৌশল উদ্ভাবন।
- পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- পিট এবং অম্লীয় মৃত্তিকার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

প্রযুক্তি হস্তান্তর

- মৃত্তিকা পরীক্ষাভিত্তিক সুষম সার ব্যবহার প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্লক প্রদর্শনী।
- কৃষির সাথে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে ভূমি ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মাটির নমুনা সংগ্রহ ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ।
- সরেজমিন ভেজাল সার সনাক্তকরণ বিষয়ে জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা, সারের ডিলার ও কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রযুক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে ডকুমেন্টরি ফিল্ম, লিফলেট, পুস্তিকা, পোস্টার প্রকাশ।

মানচিত্র প্রণয়ন

- মৃত্তিকা মানচিত্র।
- মৃত্তিকা উর্বরতা মানচিত্র।
- মৃত্তিকা লবণাক্ততা মানচিত্র।
- শস্য উপযোগিতা মানচিত্র।
- ভূমি ব্যবহার মানচিত্র।
- ভূ-প্রকৃতি মানচিত্র।
- বন্যার আশংকাযুক্ত এলাকার মানচিত্র।
- খরাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র।
- সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা মানচিত্র।
- ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র।

এসব মানচিত্র মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এ৪ (২১.০ সেমি.×২৯.৭ সেমি.) ও এ১ (৫৯.৪ সেমি.×৮৪.১ সেমি.) মাপের মানচিত্রের মূল্য যথাক্রমে ১০০.০০ (একশত) ও ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের আওতাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, আঞ্চলিক গবেষণাগার, জেলা কার্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো-

- আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে, মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ৩০টি উপজেলার নবায়ণকৃত 'উপজেলা নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের সবগুলো উপজেলার মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশের লক্ষ্যে অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম চালু রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯,০৪০ জন কৃষক বা সেবা গ্রহীতা ফসল চাষের জন্য অনলাইনে সার সুপারিশমালা গ্রহণ করেছেন। সর্বশেষ প্রাপ্ত উপজেলাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত এই সিস্টেমে নিয়মিত আপডেট করা হয়েছে;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৯০টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহে মোট ১৮,৫০৪টি মাটি, পানি, উদ্ভিদ নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মোট ২২,০০০টি সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে;
- মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ১০টি ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে রবি ২০১৭ ও খরিফ ২০১৮ মৌসুমে ১১২টি উপজেলায় সরজমিনে মাটি পরীক্ষা করে মোট ৫,৬০০ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে;
- লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা এবং চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে লবণাক্ততা পরীবিক্ষণ সাইটসমূহ থেকে নিয়মিত মাটির নমুনা এবং নদ-নদী, অগভীর নলকূপ এবং অগার গভীরতায় নিয়মিত পানির নমুনা সংগ্রহ ও ইসি নির্ণয় করা হয়েছে। প্রতি মাসে লবণাক্ততা প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া সেচ উপযোগিতার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, ডিএই বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে;
- আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলা নির্দেশিকার ভিত্তিতে মোট ৫,০০০টি সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে;
- এসআরডিআই-এর সার পরীক্ষাগার এবং সার পরীক্ষা সুবিধা সম্বলিত মৃত্তিকা পরীক্ষাগারসমূহে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রাপ্ত মোট ৩,৭০৩টি সার নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে;
- মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, ভেজাল সার সনাক্তকরণ, অনলাইন সার সুপারিশ, সমস্যাক্লিষ্ট মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৭,৭৫০ জন কৃষক, কৃষি কর্মী ও ইউনিয়ন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; এবং
- লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনায় সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে মোট ২০ (বিশ)টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ
  - ডিবলিং পদ্ধতিতে লবণাক্ত মাটিতে ভূট্টা চাষ;
  - বিনা চাষে লবণাক্ত জমিতে গম উৎপাদন;
  - লবণাক্ত মাটিতে অধিক উৎপাদনশীল জাতের খিরা, ঢেঁড়স ও করলা জাত বাছাই;
  - মাঝারি উঁচু জমিতে তিল ও লাউয়ের বিভিন্ন জাতের ফলনমাত্রা নিরূপণ;
  - মাঝারি উঁচু জমিতে চাষকৃত রোপা আমন মাঠের উঁচু আইলে খরিফ মৌসুমে লাউ উৎপাদন; এবং
  - ঘেরের উঁচু পাড়ে বিভিন্ন জৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে খরিফ মৌসুমে টমেটো, চিচিংগা ও করলা উৎপাদন।
- বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পাহাড়ি ভূমির ক্ষয় প্রবণতা, ক্ষয়ের পরিমাণ, মৃত্তিকা ক্ষয়ের উপর মাটির গঠন প্রকৃতির প্রভাব, ক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রজাতির ঝোঁপালো উদ্ভিদের প্রভাব এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মোট ৫টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ক্ষয়প্রবন ভূমি পুনর্বাসনের জন্য এবড়-ঃবীঃরষব ব্যবহার এবং ইবহপয ঃবৎৎধপব পদ্ধতি প্রচলনের জন্য মাঠ প্রদর্শণী ভিত্তিক কার্যক্রম চালানো হয়। পাশাপাশি অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম যেমন-আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ, বনায়ন সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে;
- রবি ও খরিফ মৌসুমে মাটির উর্বরতা মানের ভিত্তিতে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োগ বিষয়ে মোট ২১টি এডাপ্টিভ ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- এডাপ্টিভ ট্রায়াল এলাকায় মাঠ দিবস, কৃষক সমাবেশ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া মাটি পরীক্ষা ও সুষম সার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচারণামূলক পোস্টার, লিফলেট, সাইনবোর্ড, বিভিন্ন পত্রিকা সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- প্রকাশনা
  - মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
  - তুলা উপযোগী এলাকা প্রতিবেদন প্রণয়ন;
  - ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রকাশ;
  - ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন;
  - 'বাংলাদেশের মৃত্তিকা ও জৈব কৃষি' বই প্রকাশ; এবং
  - 'মাটির কথা' নিউজ লেটার প্রকাশ।
- বিবিধ
  - 'মৃত্তিকা গবেষণা ও গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ' প্রকল্পের ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়;
  - প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী, সবজি মেলা, ফল মেলা ও বীজ মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে;
  - জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো স্থানীয় উন্নয়ন মেলা, বৃক্ষ মেলা, ডিজিটাল মেলা, কৃষি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে;
  - বাংলাদেশ বেতার এর ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরসহ অন্যান্য কেন্দ্র থেকে ফসল সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক কথিকা প্রচার ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে; এবং
  - ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা বিষয়ক ছাত্র, শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের কার্যকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	প্রকল্পের অগ্রগতি (%)
১.	মৃত্তিকা গবেষণা ও গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (এসআরএসআরএফ) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত	৬৩০৮.২৫ লক্ষ	২.১০%

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং সুন্দরবন এলাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (আরএসএস) সম্পন্ন করে ৩৪টি খণ্ডে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এসআরডিআই বিভিন্ন সুবিধাভোগীর চাহিদামাফিক বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বিস্তারিত তথ্য এবং সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মানচিত্রসহ ভূমি ব্যবহার উপযোগিতার প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আসছে। আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের (Semi Detailed Soil Survey) মাধ্যমে প্রথম দফায় দেশের সকল উপজেলার (৪৬০টি) জন্য আলাদাভাবে উপজেলাভিত্তিক 'ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা)' প্রকাশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রতিবেদনাধীন বছর পর্যন্ত ২২৫টি উপজেলা নির্দশনা নবায়ন করা হয়েছে। ভূমি, শস্য, মাটি, পানি, জলবায়ু ইত্যাদির একটি বিশাল তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে স্থানভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ফসল নির্বাচন, সুষম সার ব্যবহার, কৃষি উপকরণের চাহিদা নিরূপণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নির্ধারণসহ অন্যান্য কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নির্দেশিকাসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানভিত্তিক মাটির উর্বরতামান অনুসারে নির্দিষ্ট ফসলে সুষম সার প্রয়োগের জন্য সার সুপারিশ ফেস্টুন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিভিন্ন উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততার দীর্ঘমেয়াদী পরিবীক্ষণ, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে জরিপ সম্পন্নকরণ ও প্রতিবেদন (১৯৭৩, ২০০০ ও ২০০৯) প্রকাশ। এসআরডিআই কর্তৃক বিস্তারিত, আধা-বিস্তারিত ও প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ ও অন্যান্য কার্যক্রমকালে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত এবং এরিয়াল ফটোগ্রাফ, ইমেজারি ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার, মৃত্তিকা লবণাক্ততা ও মৃত্তিকা পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি চিহ্নিত মানচিত্র প্রণয়ন করে আসছে। মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সুষম সার প্রয়োগের সুফল কৃষকগণের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রতি বছর খরিফ ও রবি মৌসুমে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বছরে ১১২টি উপজেলায় ৫,৬০০ জন কৃষকের জমির মাটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষাপূর্বক ফসল ও ফসল বিন্যাস অনুযায়ী সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়। সারের ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত সারের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে চাহিদা প্রদানকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

উপসংহার

এসআরডিআই দেশের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষক সেবার মাধ্যমে দেশের কৃষি খাতকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের সকল উপজেলার মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে এক বিশাল তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করেছে এসআরডিআই। অনলাইন সার সুপারিশমালা এদেশের ডিজিটাইজেশনের একটি অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত। তাছাড়া অফ লাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ কর্মসূচির মাধ্যমেও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষকদের ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করছে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে সুষম সার প্রয়োগে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উপরন্তু সমস্যাযুক্ত মাটি অর্থাৎ লবণাক্ত ও অম্লীয় মাটি এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মাটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ প্রতিষ্ঠান দেশের আপামর কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করবে এবং দেশের মাটি সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

উপজেলা নির্দেশিকা নবায়নের লক্ষ্যে মাঠ জরিপের পূর্বে খসড়া মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র তৈরির জন্য আকাশচিত্র বিশ্লেষণ।

গুণাগুণ যাচাইয়ের জন্য গবেষণাগারে মাটির নমুনা বিশ্লেষণ।

উপজেলা নির্দেশিকা নবায়নের লক্ষ্যে শালিখা উপজেলায় মৃত্তিকা জরিপ কার্যক্রম।

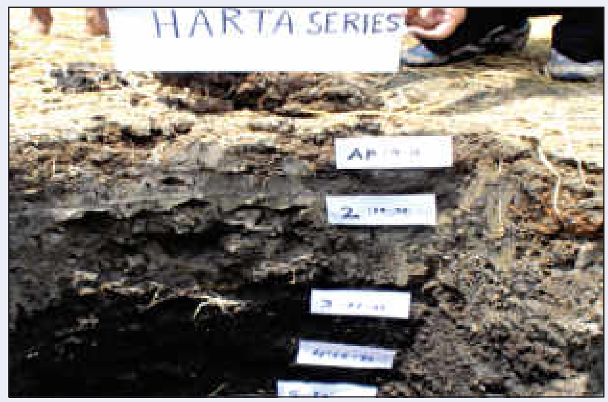

মৃত্তিকা প্রোফাইল

লবণাক্ত মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবজি উৎপাদন

খামার পুকুর প্রযুক্তি

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

www.dam.gov.bd

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে অর্থাৎ কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে না পারলে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা যায় না। কার্যকর কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়ণের মূল চালিকাশক্তি। এ সত্য উপলব্ধি করে ১৯২৮ সালে তৎকালীন রয়েল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সাল থেকে এই উপমহাদেশে সরকারিভাবে কৃষি বিপণন বিষয়ক কার্যক্রমের সূচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা এবং কৃষি খাতের অপার সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমুখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকদের উৎপাদিতপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, সহনীয় মূল্যে ভোক্তাদেরপ্যু সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে কৃষিখাত থেকে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনই এ সংস্থার প্রধান দায়িত্ব।

রূপকল্প (Vision)

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্যের আগাম প্রক্ষেপণও এ বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার করা;
- আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দান;
- কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাতপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা; এবং
- কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের সর্টিং, গ্রেডিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋত ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

কার্যাবলি

- কৃষিপণ্যের পাইকারি, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, চলাচল ও মজুদের তথ্য নক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা এবং বুলেটিনের মাধ্যমে বেতার ও দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করা;
- কৃষিপণ্যের বাজার দর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং বাজার দরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতপূর্বক তা স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
- ব্যবসায়ী এবং পরিবহন সংস্থার সহযোগিতায় কৃষিপণ্য বিশেষ করে পঁচনশীল কৃষিপণ্য উদ্বৃত্ত এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় প্রেরণের জন্য কৃষক দলকে সংগঠিত করা;
- কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য নতুন/নিবিড় উৎপাদন এলাকায় পরিবহন এবং বিক্রয়ের জন্য সংগঠিত করা;
- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য বিপণন ব্যয়/লভ্যাংশ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা, সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে বিপণন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কৃষক ও ব্যবসায়িদের পরামর্শ প্রদান;
- দেশের গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের পাইকারি বাজারসমূহে পর্যাপ্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়পূর্বক প্রধান-প্রধান কৃষিপণ্যের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক বহুমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদন, চাহিদা ও যোগানের প্রক্ষেপণ নিরূপণ, গুরুত্বপূর্ণ ফসলের চাহিদা নিরূপন, ফসলের মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান ও এর সম্ভাব্য বাজার মূল্য প্রক্ষেপণ করা;
- কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর পরিবীক্ষণপূর্বক আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
- কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাতপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হন সে লক্ষ্যে শস্যগুদাম ঋত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- কৃষক ও ব্যবসায়িদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋত ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান; এবং
- কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন, গ্রেডিং, প্রমিতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। এতেপূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে নতুন ভাবে ৪০০টি পদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ২১১টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত থাকায় শর্তানুযায়ী পদগুলো অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয়নি বিধায় তা অনুমোদিত পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

জনবল

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১	গ্রেড ১	-	-	-
২	গ্রেড ২	০১	০১	-
৩	গ্রেড ৩	০১	০১	-
৪	গ্রেড ৪	০২	-	০২
৫	গ্রেড ৫	১২	০৯	০৩
৬	গ্রেড ৬	২২	০৪	১৮
৭	গ্রেড ৭	০২	০২	-
৮	গ্রেড ৮	-	-	-
৯	গ্রেড ৯	৭৭	২৪	৫৩
১০	গ্রেড ১০	৪৭	০২	৪৫
১১	গ্রেড ১১	২০	১২	০৮
১২	গ্রেড ১২	১০০	২৫	৭৫
১৩	গ্রেড ১৩	১৪	০৭	০৭
১৪	গ্রেড ১৪	১৮	০৯	০৯
১৫	গ্রেড ১৫	৪৮	৪৮	-
১৬	গ্রেড ১৬	১৫৫	১১৬	৩৯
১৭	গ্রেড ১৭	-	-	-
১৮	গ্রেড ১৮	৪৩	৪৩	-
১৯	গ্রেড ১৯	১৭	০৯	০৮
২০	গ্রেড ২০	২৯০	১২২	১৬৮
	মোট	৮৭০	৪৩৪	৪৩৬

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে পূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে নতুন ভাবে ৪০০টি পদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ২১১টি পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত থাকায় শর্তানুযায়ী পদগুলো অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয়নি বিধায় তা অনুমোদিত পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ০৩-০৯	-	০৬	২৪	-	৩০
২	গ্রেড ১০	-	-	০২	-	০২
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	২৯৩	-	২৯৩
	মোট	-	০৬	৩১৯	-	৩২৫

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ	সেমিনার ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	গ্রেড ০৩-০৯	০১	-	-	০১
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	০১	-	-	০১

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত মাঠ পর্যায়ের ৬৪টি জেলা অফিস ও ৪টি উপজেলা অফিস হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে পাইকারি, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর সংগ্রহ ও সংকলনপূর্বক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে ২০,২০০ বাজার তথ্য, ৪,০৬০ বুলেটিন ও ৩০৬টি প্রতিবেদন আকারে প্রচার করা হয়েছে;
- সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রচলিত বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত, ১৯৮৫)-এর যথাযথপ্রয়োগের মাধ্যমে ৮৯২টি নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রায় ৫০,০০০ জন বাজার কারবারীর মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বাবদ সরকারি কোষাগারে প্রায় ১.৮০২ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে;
- কৃষকদের অভাব তাড়িত বিক্রয় রোধ করার জন্য শস্য গুদাম ঋত কার্যক্রমের আওতায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে ৪৩৮৮ জন কৃষকের ৫০০৫ মেট্রিক টন শস্য জমার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে ৭০২.১১ লক্ষ টাকা ঋত প্রদান করা হয়েছে;
- সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অংগ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার কৃষক, ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের জন্য ৩৮টি পোস্ট হারভেস্ট, ১৯টি ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, ৩৫টি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ৪টি বাজার ব্যবস্থাপনা, ১টি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ১টি স্টাফ ট্রেনিং-এর মাধ্যমে ৪,৮২০ জন-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বাজার সংযোগ স্থাপন ও কৃষকদের দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে সর্বমোট ২১০টি কৃষক গ্রুপ/কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এই সকল গ্রুপে সর্বমোট ১,৮০০ জন কৃষক সদস্য রয়েছেন;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচিটি রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার ৪০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ১০টি আলুর অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়;
- ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূলপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির মাধ্যমে চলতি অর্থ-বছরে ১৫ জন করে ৫০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। ৮৪০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী,প্রক্রিয়াজাতকারী ও উদ্যোক্তাকে ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূলপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম বিষয়েপ্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়েছে। ২৫ জনের ১০টি মোটিভেশনাল ট্যুর এবং ১৬৫টি খাদ্যপ্রর্দশনী সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া কর্মসুচির অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল বিপণনের লক্ষ্যে কৃষক বিপণন দলের সদস্যগণের মধ্যেপ্রাঁচটি কুল চেম্বার ভ্যান বিতরণ করা হয়েছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'অনলাইনপ্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপেবোর্ড স্থাপন" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায়প্রথমপ্রর্যায়ে খামারবাড়ি, ঢাকাসহ ঢাকার নিউ মার্কেট, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, মহাখালী কাঁচাবাজার, শ্যামবাজার, মিরপুর ১নং বাজার, নারায়ণগঞ্জ জেলা সদর বাজার, নরসিংদী জেলা সদর বাজার, গাজীপুর জেলা সদর বাজার ও ময়মনসিংহ জেলা সদর বাজারে একটি করে মোট ১০টি ডিজিটাল ডিসপেবোর্ড স্থাপন করা হয়। ডিসপেবোর্ডে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য, যৌক্তিক মূল্য এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নির্দেশনাসমূহ জনগণের অবগতির জন্যপ্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে;
- কৃষিপণ্যের মূল্যভিত্তিক ২০০টিপ্রতিবেদনপ্রকাশ করা হয়েছে;
- তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণে অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
- কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমপ্ররিচালনা করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

১. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অঙ্গ)

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)(লিড এজেন্সি) খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)			
০২.	বাস্তবায়নকাল	ঃ	১ মার্চ, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯			
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	১৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা।			
০৪.	অর্থায়নের উৎস	ঃ	জিওবি			
০৫.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	ঃ	(ক) বাজার তথ্য এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে বিপণন ব্যয় হ্রাস এবং কৃষির লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক, ব্যবসায়ি, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকারকদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত সংযোগ স্থাপন করা; (খ) সংগ্রহোত্তর ফসলের অপচয় কমানো এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা; (গ) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; ও (ঘ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।			
০৬.	প্রকল্প এলাকা	ঃ	১) সিলেট ২) মৌলভীবাজার ৩) সুনামগঞ্জ ও ৪) হবিগঞ্জ জেলার ৩০টি উপজেলা।			
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			১৩৭৮.০০	৪১৮.৫৬	৩০.৩৭	৮০০.৩৩ (৫৮.০৮%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি)

প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ৬৪১০ জন কৃষক/ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তা এবং ২২০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসেম্বল সেন্টার নির্মাণের ক্ষেত্রে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার রানীর বাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউমদা বাজারের জমিতে এসেম্বল সেন্টার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৫০টি কৃষক দল গঠন সম্পন্ন হয়েছে। একটি বেইজ লাইন সার্ভে এবং একটি জাতীয় ওয়ার্কশপ এবং ১৫টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

২. বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলু চাষিদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচি

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
০২.	বাস্তবায়নকাল	ঃ	১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৮
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	১০০.০০ লক্ষ টাকা
০৪.	অর্থায়নের উৎস	ঃ	জিওবি
০৫.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	ঃ	(১) বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও মডেল হিসেবে স্বল্পমূল্যে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে দেশীয় প্রযুক্তিতে আলু সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রদর্শন করা; (২) সঠিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দ্বারা অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে আলু চাষিদের অধিক আয় নিশ্চিত করা; (৩) কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রতিটি উপজেলার ২টি কৃষক বিপণন দল গঠনপূর্বক তাদেরকে আধুনিক বিপণন কলাকৌশল বিষয়ে নিবিড় ও স্বাস্থ্য সম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা; (৪) ভ্যালুচেইন-সাপ্লাইচেইন এর ধারণার প্রয়োগসহ আলু চাষিদের কৃষি ব্যবসায় আগ্রহী করে গড়ে তোলা;

		ঃ	(৫) ভাত ও গমের পাশাপাশি আলুর বহুবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আলু হতে রকমারি খাবার তৈরির রন্ধন-প্রণালী সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আলুর বৈচিত্র্যময় খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা ; (৬) আলুর সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষক বিপণন দলসমূহকে ত্রিপল সরবরাহ করা এবং (৭) বিভিন্ন আলু প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে মোটিভেশনাল ট্যুর-এর মাধ্যমে আলু চাষিদের বাণিজ্যিক জাতের আলুর আবাদে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সম্ভাব্য সংযোগ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ।
০৬.	কর্মসূচির এলাকা	ঃ	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের ১১টি জেলা (মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর)।
০৭.	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	

পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচির শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
	মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
১০০.০০	৭৪.৬৯	৭৪.৬৯%	৯৬.৮১(৯৬.৮১%)

কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি)

কর্মসূচির প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় ইতোমধ্যে ৪০টি অহিমায়িত সংরক্ষণাগার ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী আলু চাষিদের সমন্বয়ে ইতোমধ্যে ৮০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ৭২টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৫ জনের ২টি গ্রুপকেটিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ১৯৫০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

৩. ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি

০১.	কর্মসূচির নাম	ঃ	ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০৩.	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত।
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	১৪০.৬০ লক্ষ টাকা
০৫.	অর্থায়নের উৎস (লক্ষ টাকায়)	ঃ	জিওবি
০৬.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	ঃ	১. কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা; ২. প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে বিপণনের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা; ৩. কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং প্রক্রিয়াজাতকারী পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা; ৪. শাক-সবজি ও ফলমূলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (post harvest loss) কমানো; ৫. কৃষক, প্রক্রিয়াজাতকারি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সুপার শপ, রপ্তানি-নকারক ও ভোক্তার যোগসূত্র স্থাপন করা; ৬. কর্মসূচি এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা; ৭. কর্মসূচি এলাকার প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাকসবজি (বিশেষ করে মিশ্র সবজি ও ফলদ বিভিন্ন ধরনের পাতাযুক্ত শাক-সবজি, কচুর লতি ইত্যাদি) ও ফলমূল (কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, আম, তরমুজ, ইত্যাদি) স্থানীয় ও ঢাকার বাজারের সুপারশপে সরবরাহের নিমিত্ত ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেটের কুলভ্যান এবং সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেট ও নরসিংদীর কুলচেম্বার এর ব্যবহার নিশ্চিত করা; ৮. বিভিন্ন বিপণন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা; এবং ৯. নির্মিত বাজারসমূহে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অবকাঠামোগত সুবিধা বজায় রাখতে অবকাঠামোগত সংস্কার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

০৭.	কর্মসূচির আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ	১. প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেটজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রক্রিয়াজাতকরণ অবকাঠামো সুবিধা সম্পন্ন ০৬টি জেলায় (ঢাকা, নরসিংদী, রংপুর, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, কুমিল্লা) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সুবিধা সৃষ্টি করা; ২. কর্মসূচি এলাকার প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাকসবজি (বিশেষ করে মিশ্র সবজি ও ফলদ বিভিন্ন ধরনের পাতাযুক্ত শাক-সবজি, কচুর লতি ইত্যাদি) ও ফলমূল (কাঁঠাল, আনারস, পেপে, আম, তরমুজ, ইত্যাদি) স্থানীয় ও ঢাকার বাজারের সুপারশপে সরবরাহের নিমিত্ত ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেটের কুলভ্যান এবং সংরক্ষণের জন্য ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেট ও নরসিংদীর কুলচেম্বার এর ব্যবহার নিশ্চিত করা; ৩. কর্মসূচি এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলায় অবস্থিত প্রক্রিয়াজাত শাক-সবজি ও ফলমূল ডিসপ্লে করার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা; ৪. কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি জেলায় ২০টি করে সর্বমোট ১২০টি গ্রুপ গঠন করা হবে (প্রতি গ্রুপে ৩০ জন করে); ৫. গঠিত গ্রুপসমূহের সাথে স্থানীয় ও ঢাকার সুপার শপের যোগসূত্র স্থাপন করা হবে; ৬. ১২০টি গ্রুপের ৩৬০০ সদস্যগণকে ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; ৭. পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, অডিও ভিডিও ও অন্যান্য সৃজনশীল প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হবে। প্রতি উপজেলায় প্রতি বৎসর ৫০টি করে ৩০০টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। ৬ বিভাগীয় শহরে ৩৭২টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে; ৮. বিপণন সমস্যার সমাধান, আন্তঃসংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে; এবং ৯. প্রক্রিয়াজাত শাক-সবজি ও ফলমূল এর বাজার উন্নয়নের (মার্কেটিং প্রমোশন) জন্য প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
০৮.	কর্মসূচির এলাকা	ঃ	ঢাকা, নরসিংদী, খুলনা, চুয়াডাংগা, রংপুর ও কুমিল্লা মোট ০৬টি জেলা।

০৯. কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচির শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
		মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
	১৪০.৬০	৫৪.৬১	৩৮.৮৪%	১১৫.৪০ (৮২.০৮%)

কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি)

কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন জেলায় ইতোমধ্যে ০৫টি জেলায় (ঢাকা, নরসিংদী, রংপুর, খুলনা, কুমিল্লা) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও বিতরণ করা হয়েছে। ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল স্থানীয় ও ঢাকার বাজারের সুপারশপে সরবরাহের নিমিত্ত ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেটের কুলভ্যান এবং সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেট ও নরসিংদীর কুলচেম্বার এর ব্যবহার নিশ্চিত হ"ছ। ইতোমধ্যে ৩৩টি খাদ্য প্রদর্শনী ১১টি মেটিভেশনাল ট্যুর আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় ২০টি করে সর্বমোট ১০০টি গ্রুপ গঠন করা হয়েছে (প্রতি গ্রুপে ১৫ জন করে)। ১০০টি গ্রুপের ১৫০০ জন সদস্যকে ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বিপণন সমস্যার সমাধান, আন্তঃসংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ২টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। ১০টি কুলচেম্বার সমৃদ্ধ ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন কর্মসূচি

০১.	কর্মসূচির নাম	ঃ	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক ডিসপেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০৩.	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই, ২০১৭ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	১৩৭.০০ লক্ষ টাকা
০৫.	অর্থায়ন উৎস (টাকায়)	ঃ	জিওবি

<table>
<tr><td>০৬.</td><td>কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য</td><td>ঃ</td><td colspan="4">১) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেক্ট্রনিক্স ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করে উৎপাদনকারী, মধ্যস্থতাকারী, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাসহ ভোক্তাসাধারণকে পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করা ;
২) অধিদপ্তর কতৃক বর্তমানে ব্যবহৃত Computer hardware এবং আনুষাঙ্গিক উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও প্রতিস্থাপন ;
৩) মোবাইল ফোন ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রচলন ;
৪) অনলাইন ভিত্তিক কৃষি পণ্যের ক্রয় বিক্রয় লেনদেন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উ"চমূল্যের বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ;
৫) আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও উন্নয়ন;
৬) বর্তমান ওয়েবসাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং
৭) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সহায়তা প্রদান।</td></tr>
<tr><td>০৭.</td><td>কর্মসূচির আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ</td><td>ঃ</td><td colspan="4">১. ঢাকাসহ ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেক্টনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন;
২. অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো এর উন্নয়ন সাধন;
৩. কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উ"চমূল্য বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন;
৪. আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও উন্নয়ন; ও
৫. বর্তমান ওয়েবসাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন।</td></tr>
<tr><td>০৮.</td><td>কর্মসূচি এলাকা</td><td>ঃ</td><td colspan="4">সমগ্র বাংলাদেশ</td></tr>
<tr><td rowspan="3">০৯.</td><td rowspan="3">কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="3">ঃ</td><td rowspan="2">পিপিএনবি বরাদ্দ</td><td colspan="2">কর্মসূচির শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</td><td rowspan="2">৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>মোট ব্যয়</td><td>অগ্রগতি (%)</td></tr>
<tr><td>১৩৭.০০</td><td>-</td><td>-</td><td>২২.৯৯ (১৬.৭৮)</td></tr>
</table>

বিশেষ অর্জন (স্বীকৃতি)

- জাতীয় ফল প্রদর্শনী, ২০১৮-এ অংশগ্রহণ করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ৩য় পুরস্কার অর্জন করে;
- ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ০৩ জন কর্মকর্তা এবং ০৩ জন কর্মচারী-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭'এর ৩.৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার স্বরূপ ০১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়; এবং
- ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রত্যেক-কে সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

- সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অংগ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউমদা বাজারে এবং মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার রানীর বাজারে মোট ০২ (দুই)টি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচিটি রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার ৪০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচির চলতি অর্থ-বছরে ১০টি আলুর অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়; এবং
- চলতি অর্থবছরে অধিদপ্তরের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়।

উপসংহার ঃ

কৃষক গ্রুপ গঠন, কৃষক প্রশিক্ষণ, বাজার তথ্য প্রচার, বাজার অবকাঠামো নির্মাণ ও কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদি কাযর্ক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন সেবা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে স্বল্প খরচে গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশেষ করে গৃহ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋত সুবিধা প্রদান, পণ্য ব্র্যান্ডিং, মোড়কীকরণ, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃ ষি বিপণন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার রাণীর বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার

ফ্রেশকাট কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ

ফ্রেশকাট কর্মসূচির আওতায় মোটিভেশনাল ট্যুর

ফ্রেশকাট কর্মসূচির আওতায় উদ্যোক্তাকে কুল চেম্বার সমৃদ্ধ কুল ভ্যান হস্তান্তর

ফ্রেশকাট কর্মসূচির আওতায় প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলের জুস বিক্রয়

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনে আনন্দ শোভা যাত্রায় অংশগ্রহণ

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

www.cdb.gov.bd

টেক্সটাইল মিলেরপ্রধান কাঁচামাল তুলা, যা চাষিদের নিকট একটি অর্থকরী ফসল। দেশের বস্ত্র শিল্পের বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে সমভূমিতে তুলাচাষ শুরু হওয়ারপ্রর থেকে তুলা চাষ এলাকা ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রায়। সাম্প্রতিককালে হাইব্রিড ও উচ্চফলনশীল জাতের তুলাচাষপ্রবর্তনের ফলে তুলার ফলন হেক্টরপ্রতি অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে তুলার গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলার বাজার ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কৃষিপ্রণ্যের চেয়ে ভাল হওয়ায় চাষিদের নিকট তুলা এখন একটি লাভজনক ফসল হিসেবেপ্ররিগনিত হয়েছে। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ,প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও জিনিং এবং ঋত বিতরণপ্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

রূপকল্প (Vision)

তুলা ও তুলা ফসলের উপজাত এর উৎপাদন বৃদ্ধি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তার মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি।

উদ্দেশ্য

- তুলা চাষিদেরপ্রশিক্ষণপ্রদান ওপ্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন;
- চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলাপ্রক্রিয়াকরণের জন্য জিনিং ব্যবস্থাকে উৎসাহপ্রদান ;
- বীজতুলা বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান; এবং
- তুলা উন্নয়ন কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারিত উৎপাদনের নিরবিচ্ছিন্নতার জন্য গবেষণা কার্যক্রমপ্ররিচালনা।

কার্যাবলি

- বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগ উপযোগী পরিবেশবান্ধব স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- প্রশিক্ষণ, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ইত্যাদির মাধ্যমে চাষি পর্যায়ে তুলা চাষের আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা;
- তুলাচাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- তুলাচাষিদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান;
- জিনারদের বেসরকারিভাবে বীজতুলা এবং এর উপজাত প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান এবং
- তুলাচাষিদের ঋত প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	১ (চ.দা.)	-
২.	গ্রেড ২	-	-	-
৩.	গ্রেড ৩	৩	১ (চ.দা.)	২
৪.	গ্রেড ৪	৪	-	৪
৫.	গ্রেড ৫	৫	৫	-
৬.	গ্রেড ৬	৩৫	২৩	১২
৭.	গ্রেড ৭	-	-	-
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	৬৭	৩৩	৩৪
১০.	গ্রেড ১০	১৭	১৪	৩
১১.	গ্রেড ১১	১৮৮	১০৬	৮২
১২.	গ্রেড ১২	-	-	-
১৩.	গ্রেড ১৩	০৮	৩	৫
১৪.	গ্রেড ১৪	২১০	১৭৬	৩৪
১৫.	গ্রেড ১৫	১২	৬	৬
১৬.	গ্রেড ১৬	১০২	৬৫	৩৭
১৭.	গ্রেড ১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড ১৮	৩	২	১
১৯.	গ্রেড ১৯	-	-	-
২০.	গ্রেড ২০	২২৫	১৬০	৬৫
	মোট	৮৮০	৫৯৫	২৮৫

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৪০	১	১৮০	-	২২১
২.	গ্রেড ১০	-	-	১০	-	১০
৩.	গ্রেড ১১-২০	১	-	৫৪৫	-	৫৪৬
মোট		৪১	১	৭৩৫	-	৭৭৭

মানব সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা		
		পিএইচডি	এম.এস	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	০৫	০১	০৬
২.	গ্রেড ১০	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-
	মোট	০৫	০১	০৬

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	-	১২	০২	১৪
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	-	১২	০২	১৪

ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

ক্রঃ নং	ফসল	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮অর্থ-বছরের উৎপাদন
০১.	তুলা (আঁশ তুলা)	১.৭২ লক্ষ বেল	১.৬৫ লক্ষ বেল

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ, জিনিং, ক্ষুদ্র ঋত বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

গবেষণা কার্যক্রম

২০১৭-১৮ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে সিবি-১৬ নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত ও ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ৫টি গবেষণা কেন্দ্র/খামারে প্রজনন, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব ডিসিপিনে তুলার ২৯টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ১৩টি জোনে (যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ঠাকু-রগাঁও, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) মোট ১৩টি অন-ফার্ম ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে দেশের ঐতিহ্যবাহী 'মসলিন' তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য 'ফুটিকার্পাস' এর অনুসন্ধান ও গবেষণা কাজ করা হয়েছে। ইঅজঈ এর ঘঅঃচ-২ প্রকল্পের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সমতল ও পাহাড়ি এলাকা মিলিয়ে মোট ৫টি গবেষণা খামার/কেন্দ্রে (শ্রীপুর, জগদীশপুর, সদরপুর, মাহিগঞ্জ ও বালাঘাটা) মোট ৮.৫ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ৫.৯ টন মৌলবীজ এবং ৬৯.০ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ৬৪.০৮ টন ভিত্তিবীজ উৎপাদন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ১৩টি জোনে চুক্তিবদ্ধ তুলাচাষিদের মাধ্যমে ৭৬ হে. জমিতে সমভূমির তুলার মানঘোষিত তুলাবীজ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় যা থেকে প্রায় ৮০.৪৫ টন মানঘোষিত বীজ পাওয়া যায়। এসব বীজ ২০১৭-১৮ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ইউনিট অফিসসমূহের মাধ্যমে সাধারণ তুলাচাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতের ২০.০০ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করে ১১.৫০ মে.টন বীজ পাওয়া যায়। পাহাড়ি জাতের তুলার বীজ তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

তুলাচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের ১৩টি জোনে ৪৩,০৫০ হে. জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১.৬৫ লক্ষ বেল আশঁতুলা উৎপাদন হয়েছে। চাষিদের তুলাচাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে দেশের সমতল এলাকার ১৩টি জোনের ১৯৫টি ইউনিটে মোট ২১০০টি প্রদর্শনী এবং ২৫০ হেক্টর জমিতে বক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

মার্কেটিং ও জিনিং কর্মসূচি

তুলা উন্নয়ন বোর্ড বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের দ্বারা উৎপাদিত বীজতুলা ক্রয় করে থাকে। তবে সাধারণ চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাদানের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণমানের বীজতুলাও ক্রয় করে থাকে। ২০১৭-

১৮ অর্থবছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ১৫৬.৪৭৭ মে. টন মানঘোষিত বীজতুলা ক্রয় করে। ক্রয়কৃত বীজতুলা নিজস্ব জিনিং কেন্দ্রে জিনিং ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সময়ে পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চাষিদের নিকট থেকে ক্রয়কৃত উন্নতমানের ২০.০০ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করা হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে তুলা গবেষণা খামারসমূহে উৎপাদিত ১৫৫.৮০২ মে. টন এবং জোনসমূহ হতে ক্রয়কৃত মোট ১৫৬.৪৭৭ মে. টন বীজতুলা জিনিং করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋত বিতরণ কার্যক্রম

তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতি অর্থবছরে ক্ষুদ্র চাষিদের তুলা চাষে উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য সম্প্রসারণকর্মীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় ঋত বিতরণ করে থাকে। বিতরণকৃত ঋণের উপর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক (ফসলী ঋণের উপর) নির্ধারিত সুদ হারের অনুরূপ সুদ আদায় করা হয়। ঋত আদায়ের হার শতভাগ। এছাড়া, তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলাচাষিদের ব্যাংক ঋত প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রায় ১৩৬.০০ লক্ষ টাকা বিভাগীয় ঋত বিতরণ করা হয় এবং সুদসহ মোট ১৪০.০৪ লক্ষ টাকা বিভাগীয় ঋত আদায় করা হয়েছে। ঋত আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যায় (লক্ষ টাকা)	২০১৭-১৮ অর্থবছরে অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকা)
১.	সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প (ফেজ-১)	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯	১২০৭৫	১৮৬৫.০০	১৮০২.০০	৯৭%

সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে এবং আধুনিক তুলাচাষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে তুলার আবাদ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা, খরা, নদীর তীরবর্তী ও বন্যামুক্ত চরাঞ্চল, দুই পাহাড়ের ঢাল ও তার মধ্যবর্তী সমতলভূমি, বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে শস্য নিবিড়তা কম এমন জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা;
- কৃষি বনায়নের মাধ্যমে তুলাচাষ সম্প্রসারণ এবং পর্যায়ক্রমে তামাক চাষ এলাকায় তামাকের পরিবর্তে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা;
- তুলাভিত্তিক লাভজনক শস্যবিন্যাস জনপ্রিয় করা;
- ভিত্তিবীজ ও প্রত্যয়িত মানের বীজ উৎপাদন করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/সম্প্রসারণকর্মীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা এবং স্টাডি ট্যুর এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- তুলাচাষের উপর তুলাচাষিদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ, মোটিভেশনাল ট্যুর এবং এক্সচেঞ্জ ভিজিটের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‌্যালি ও এক্সচেঞ্জ ভিজিট প্রভৃতির মাধ্যমে তুলা চাষের আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের মাঝে সম্প্রসারণ করা;
- তুলাচাষ সম্প্রসারণের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে তুলা উৎপাদনকারী দেশ/ইনস্টিটিউশন এর কটন এক্সপার্টদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আইসিটি কার্যক্রম এর উন্নয়ন করা; এবং
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতবাড়িতে শিমুল তুলার চারা রোপণ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তুলার ২১০০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ২৫০০০ জন তুলা চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৫ ব্যাচে মোট ৭৩৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৯টি সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে ৫০০০০টি শিমুল তুলার চারা বিতরণ করা হয়েছে। তুলার গুণগত মান নির্ণয়ের জন্য সদর দপ্তরে HVI (High Volume Instrument) এবং AFIS (Advance Fibre Information System) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া খামারে জিনিং ও বেলিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

১। সিবি-১৬ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

২। গবেষণার মাধ্যমে ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩। ভারতের JK Agro Genetics Limited Company হতে BT cotton seed Gi Contained trial এর অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে এবং MTA স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

৪। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের দক্ষিণাঞ্চল তথা লবণাক্ত অঞ্চলে আমন ধান কাটার পর রবি মৌসুমী ১৯৪টি প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে।

৫। তুলার গুণগতমান নির্ণয় করার জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তরে HVI (High Volume Instrument) এবং AFIS (Advance Fibre Information System) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

৬। স্বল্পমেয়াদি ও উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাত সংগ্রহের লক্ষ্যে চীন, পাকিস্তান, ভারত, তুরস্ক, আফ্রিকার তুলা উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশের তুলা গবেষনা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পাকিস্থান হতে ৪টি, তানজানিয়া হতে ৩টি, তাজিকিস্তান হতে ৩টি, চীন হতে ২টি এবং ভারত থেকে ৩টি স্বল্পমেয়াদি জাতের জার্মপাজম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। IAEA (International Atomic Energy Agency) হতে ২টি উচ্চ তাপ সহিষ্ণু মিউটেন্ড তুলার জাতের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৮। তুলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) এবং IAEA (International Atomic Energy Agency) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ও রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

৯। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহ, বৃহত্তর রংপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় তামাকের চাষ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে তামাকের জমিগুলো তুলা চাষের আওতায় আনা হচ্ছে;

১০। পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলায় পাহাড়ের ভ্যালী ও পাহাড়ের ঢালে পাহাড়ি তুলা ছাড়াও সমভূমি তুলার চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত অঞ্চলে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত না করে তুলার সাথে ধান-তুলার আন্তঃচাষ করা হচ্ছে;

১১। তুলা একটি খরা সহিষ্ণু ফসল। অন্যান্য ফসলের তুলনায় তুলা চাষে স্বল্প খরচে এর প্রয়োজন হয় বিধায় দেশের খরাপ্রবণ বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

১২। সম্প্রসারিত তুলা চাষ (ফেজ-১) প্রকল্পের আওতায় তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে ৫০০০০টি শিমুল তুলার চারা বিতরণ করা হয়েছে।

উপসংহার

তুলা চাষ হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দরিদ্র পল্লী এলাকার পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে ক্রমবর্ধমান হারে অবদান রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তুলার বাজারজাতকরণ, স্বল্প সুদে (৪% হারে) তুলা চাষিদের ঋত সুবিধা প্রদান এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ বিধির দ্রুত সমাধান, অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠন, রিভিজিট এর মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধিসহ গবেষণা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ৫-৬ লক্ষ বেল তুলা উৎপাদন করা সম্ভব যার মাধ্যমে প্রতিবছর সরকারের ১৩০০-১৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম

কৃষকের মাঠে সিবি-১৬ তুলা জাতের প্রদর্শনী

কৃষকের মাঠে সিবি-১৬ তুলা জাতের প্রদর্শণী

পাহাড়ে সমভূমির তুলাচাষ সম্প্রসারণ

পাহাড়ে ধান + তুলা আন্তঃফসল ব্যবস্থাপনায় তুলাচাষ সম্প্রসারণ

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

www.bmda.gov.bd

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে নিয়ে ১৯৮৫-৮৬ সালে বিএডিসি'র অধীনে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি) গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারি রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মোট ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) গঠিত হয় এবং বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায় অনুমোদিত হয়। এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ষাটের দশকে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলে ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকূপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএ'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকূপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত হয়। কর্তৃপক্ষের কাজের সফলতার ধারাবাহিকতায় নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায় দীর্ঘ দিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

রূপকল্প (Vision)

বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদি জমি সম্প্রসারণ, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ।

লক্ষ্য

- বরেন্দ্র অঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডারে রূপান্তর।
- মরুময়তা রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন এবং সম্পূরক সেচের জন্য খাল ও দীঘি পুনঃখনন।
- গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।
- জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য

- ভূউপরিস্থ পানির উৎস বৃদ্ধির জন্য খাস মজা খাল ও পুকুর/দীঘি এবং অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং মৎস চাষ।
- গভীর নলকূপ খনন এবং আবাদযোগ্য জমি নিয়ন্ত্রিত সেচ সুবিধার আওতায় আনয়ন।
- সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন ও প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাসকরণ।
- ফসল বাজারজাতকরণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ সড়ক পাকাকরণ।
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়ন ও মরুকরণ রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন ও নার্সারি সম্প্রসারণ।
- সেচ এলাকা বৃদ্ধিকল্পে পাকা ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ।
- স্থাপিত গভীর নলকূপ হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ।
- ফসল বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও দারিদ্র্যবিমোচনে সহায়তা করা।

কার্যক্রম

কার্যাবলি	অগ্রগতি	
	২০১৭-১৮ অর্থ বছর	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত
খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১২৪	১৯৬৩.১২
খাস পুকুর পুনঃখনন (সংখ্যা)	২০	৩০৯৮
পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (সংখ্যা)	১৯	৭৪৫
নদীতে পন্টুন স্থাপন (সংখ্যা)	২	১১
পাতকুয়া খনন (সংখ্যা)	১৪৫	২০৬
সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত সেচযন্ত্রে সোলার প্যানেল স্থাপন (সংখ্যা)	৬৬	১০৬
নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (সংখ্যা)	৯৬	৩১৭
অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (সংখ্যা)	৬৯	৪৩৩২
সেচনালা নির্মাণ (কিলোমিটার)	৬৪৪.৬০	১২০১৯.৪৩
সেচনালা বর্ধিতকরণ (কিলোমিটার)	১০৩.৩৫	১১০৭.৬০
বীজ উৎপাদন (মেট্রিক টন)	৬০০	৪৬০০
পাকা সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	১৯	১১৪৩.৭১
বৃক্ষরোপণ (লক্ষ)	১.১০	২৫৭.৩২
কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	২৩৫০	১৪৫৭৪৭
গভীর নলকূপ স্থাপন (সংখ্যা)	--	১৫৫১৭
সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (সংখ্যা)	৮৯	১৫৮৩৪

জনবল

ছক-১ ঃ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্যপদের তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড-১	--	--	--
২.	গ্রেড-২	১	১	--
৩.	গ্রেড-৩	--	--	--
৪.	গ্রেড-৪	১	১	--
৫.	গ্রেড-৫	১০	১০	--
৬.	গ্রেড-৬	--	--	--
৭.	গ্রেড-৭	--	--	--
৮.	গ্রেড-৮	--	--	--
৯.	গ্রেড-৯	৩০	৩০	--
১০.	গ্রেড-১০	১১০	১১০	--
১১.	গ্রেড-১১	২৬	২৬	--
১২.	গ্রেড-১২	১২৪	১২৪	--
১৩.	গ্রেড-১৩	২৮	২৮	--
১৪.	গ্রেড-১৪	২১০	২১০	--
১৫.	গ্রেড-১৫	--	--	--
১৬.	গ্রেড-১৬	৪	৪	--
১৭.	গ্রেড-১৭	--	--	--
১৮.	গ্রেড-১৮	--	--	--
১৯.	গ্রেড-১৯	১০৬	১০৬	--
২০.	গ্রেড-২০	--	--	--
	মোট	৬৫০	৬৫০	

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	৩৭	০৫	১৮১	--	২২৩
২.	গ্রেড-১০	০৫	--	৭৭	--	৮২
৩.	গ্রেড-১১-২০	১০	--	১২২	--	১৩২
	মোট	৫২	০৫	৩৮০	--	৪৩৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা		
		পিএইচডি	এম.এস	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	০৩	--	--
২.	গ্রেড ১০	--	--	--
৩.	গ্রেড ১১-২০	--	--	--
	মোট	০৩	--	--

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	--	০১	০৩	০৪
২.	গ্রেড-১০	--	--	--	--
৩.	গ্রেড-১১-২০	--	--	--	--
	মোট	--	০১	০৩	০৪

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ ঃ

খাল, পুকুর/দীঘি ও অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন এবং ক্রসড্যাম নির্মাণ

১২৪ কি.মি. খাল ও ২০টি পুকুর পুনঃখনন এবং খালে পানি সংরক্ষণের জন্য ১৯টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৩৭০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে অতিরিক্ত প্রায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

নদীতে পন্টুন স্থাপন

সেচকাজে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে ২টি পন্টুন স্থাপন করে নদীর পানি খাল ও পুকুরে স্থানান্তর এবং সেচকাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

পাতকুয়া (উঁমবিষয) খনন

১৪৫টি পাতকুয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির কাঠামোতে সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমনঃ আলু, পটল, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পিঁয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

সৌরশক্তি দ্বারা সেচযন্ত্র পরিচালনা

সেচ কার্যক্রমে Renewable Energy কে কাজে লাগিয়ে খাল/পুকুরের পানি সেচকাজে ব্যবহারের জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে সেচের পাম্প পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খাল ও পুকুরের মধ্যে ৬৬টি স্থানে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত লো লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন

করা হয়েছে এবং ২২০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

এলএলপি স্থাপন

সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃখননকৃত খাল ও নদীর পাড়ে মোট ৯৬টি এলএলপি স্থাপন করে প্রায় ৩০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন

দীর্ঘদিনের ৬৯টি অকেজো গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে প্রায় অতিরিক্ত প্রায় ১৬০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রায় ১২৫০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ

স্থাপিত সেচযন্ত্রে ৬৪৪.৬০ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও ১০৩.৩৫ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিত করে সেচের পানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ৭৫০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রায় ৪৪০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

সেচযন্ত্রের ব্যবহার

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১৫৮৩৪টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ও এলএলপি) সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে প্রায় ৫.১৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানসহ প্রায় ৪০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন

৬০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতির ধান ও গম বীজ উৎপাদন করে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।

সংযোগ সড়ক নির্মাণ

১৯ কি.মি. পাকা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকের উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে সহায়ক হয়েছে।

বনায়ন

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে ১.১০ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ

ফসলের বহুমুখীকরণ (Crop diversification), সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, অডউ পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ২৩৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হলো

১।	প্রকল্পের নামঃ গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প-২য় পর্যায়; প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি/২০১০ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৭৪০৩.৯৬ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্যঃ ৩৯৭২০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান নিশ্চিত করা ও সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করা। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ২০১৭-১৮ অর্থবছর ঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ঃ ১৬৭০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয়ঃ ১৬৬৬.৭৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৮১%); ভৌত অগ্রগতি ঃ ১০০%।
২।	প্রকল্পের নামঃ কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদঃ অক্টোবর/২০১০ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৩৬৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্যঃ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকরা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ঃ ১৫২২.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয়ঃ ১৫২১.৬৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৮%); ভৌত অগ্রগতিঃ ১০০%।

৩।	প্রকল্পের নামঃ বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প-২য় পর্যায়; প্রকল্প মেয়াদঃ মার্চ/২০১১ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৯৯৯৯.৫৭ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্যঃ খাস পুকুর, খাল ও দীঘি পুনঃখনন এবং ক্রসড্যাম নির্মাণ করে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ৩৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান। ২০১৭-১৮ অর্থবছরঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ১৯৫২.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয়ঃ ১৯৪৯.৭৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৮৮%); ভৌত অগ্রগতিঃ ১০০%।
৪।	প্রকল্পের নামঃ রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদঃ ফেব্রুয়ারি/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৭২৪.৯০ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্যঃ পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে ১৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ৬৯২.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয়ঃ ৬৮৯.৩৭ লক্ষ টাকা (৯৯.৬২%); ভৌত অগ্রগতিঃ ১০০%।
৫।	প্রকল্পের নামঃ বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১৬১৩.০০ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্যঃ ভূ-উপরস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ৩৭৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা আনয়ন এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ৩৭১৪.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয়ঃ ৩৭১৩.৮৮ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%); ভৌত অগ্রগতিঃ ১০০%।
৬।	প্রকল্পের নামঃ শস্য উৎপাদনে মান সম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৮৬.২৩ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্যঃ উন্নত বীজ উৎপাদন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, খরা সহিষ্ণু, অল্প পানির ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। ২০১৭-১৮ অর্থবছরঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ৭৬.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয়ঃ ৭৫.৭০ লক্ষ টাকা (৯৯.৬১%); ভৌত অগ্রগতিঃ ১০০%।
৭।	প্রকল্পের নামঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩৬১৬.২০ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্যঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয়ঃ ৫৩৯৬.০৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%); ভৌত অগ্রগতিঃ ১০০%।

৮।	প্রকল্পের নামঃ নওগাঁ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৯১২.৫০ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্যঃ খাল ও দিঘী খনন এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় ঃ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতিঃ ১০০%।
৯।	প্রকল্পের নামঃ বরেন্দ্র এলাকায় পাতকূয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের সবজি চাষ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৭৪৪.২৫ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্যঃ পাতকুয়া খনন করে কম পানি ব্যবহার হয় এরকম শস্য উৎপাদন ও গৃহস্থালির কাজে পানি সরবরাহ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ ১১৫০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয়ঃ ১১৪৬.১৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৬৭%); ভৌত অগ্রগতিঃ ১০০%।

মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ১৯১.৭৬ কোটি টাকা, ব্যয় ১৯১.৫৯৩ কোটি টাকা (৯৯.৯১%) এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা ৫টি

১. গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত);
২. কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত);
৩. বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত);
৪. রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন প্রকল্প ও
৫. বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ ঃ

১. ১৪৫টি পাতকূয়া খনন ও সৌরশক্তি দ্বারা পাম্প পরিচালনা করে পানি উত্তোলন এবং প্রায় ১৩০ হেক্টর জমিতে সবজি (আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি) চাষে ও গৃহস্থালীর কাজে এ পানি ব্যবহার করা হচ্ছে;
২. সেচকাজে Renewable Energy কে কাজে লাগিয়ে নদী, খাল/পুকুরের পানি ব্যবহারের জন্য খাল/পুকুর পাড়ে ৬৬টি স্থানে সোলার প্যানেল স্থাপনপূর্বক প্রতিটিতে ২ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন এলএলপি পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ২২০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে প্রায় ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে; এবং
৩. নদীতে ২টি পণ্টুন স্থাপন করে পাম্পের মাধ্যমে নদীর পানি খাল/পুকুরে স্থানান্তর ও সেচকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়নের ওপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলায় সেচ কার্যক্রমসহ সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলায় পলাশবাড়ী খালের পাড়ে রোপিত বৃক্ষ

রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় বারনই নদীতে নির্মিত রাবারড্যাম

চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলায় খালে স্থাপিত সোলার প্যানেল

সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত এলএলপি'র মাধ্যমে জমিতে ফসল উৎপাদন

আত্রাই উপজেলায় মনসুর খালে নির্মিত ফুটওভার ব্রীজসহ ক্রসড্যাম

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় উমরপুর মৌজায় পাতকূয়ার পানিতে গম আবাদ

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

www.birtan.gov.bd

জনগণেরপুষ্টিস্তর উন্নয়ন তথা নিরাপদ ওপ্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণপূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য খাদ্য ভিত্তিকপুষ্টি (ফলিতপুষ্টি) গবেষণা ওপ্রশিক্ষণ কার্যক্রমপ্রিচালনা ও বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ ফলিতপুষ্টি গবেষণা ওপ্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউটপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাননীয়প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও কৃষিমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে কৃষি, খাদ্য ওপুষ্টি গবেষণাকে অধিকতর গতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার নিমিত্ত যথাযথপ্রক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ফলিতপুষ্টি গবেষণা ওপ্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২প্রাশ হয়, যা ১৮ নং আইন হিসেবে ১৯ জুন, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটেপ্রকাশিত হয়। উক্ত আইনের ৮ধারা মোতাবেক বারটানের কার্যপরিধি বর্ধিত, সুসংহত ও জোরদার করা হয়।

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম জনগণেরপুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে 'ফলিতপুষ্টিপ্রকল্প' হিসেবে কাজ শুরু করেন। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমেপুষ্টি সমস্যা নিরসন। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিরপ্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনুদানে বাস্তবায়িত এটিই ছিল দেশেপুষ্টি সংক্রান্তপ্রথমপ্রকল্প। ফলিতপুষ্টিপ্রকল্পের আশানুরূপ ফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ 'ফলিতপুষ্টি'প্রকল্পটির নামপ্ররিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিতপুষ্টি গবেষণা ওপ্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRtAN) করা হয়। যা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮০ সাল হতে জুন ১৯৯৩ সালপ্রর্যন্ত চলমান থাকে। জুলাই ১৯৯৪ সাল থেকেপ্রতিষ্ঠানটি একটি স্বায়ত্তশাসিতপ্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

রূপকল্প (Vision)

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

লক্ষ্য

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

উদ্দেশ্য

- পুষ্টি সমস্যা নিরসন ঃ খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সস্তা অথচ পুষ্টিমানে সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ, স্বল্প মূল্যে সুষম খাদ্য নির্বাচন, বয়স ও রোগভিত্তিক খাদ্য নির্বাচন, বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান বিষয়ে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।
- দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে মানব সম্পদ উন্নয়নপূর্বক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।
- বেকার সমস্যা সমাধান ঃ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজেদের বসত ভিটা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকুর ডোবায় যথাক্রমে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ শাক-সবজি, ফল-মূল এবং দ্রুতবর্ধনশীল মাছ চাষ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও বেকার সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।
- উদ্যোক্তা সৃজন ঃ পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্রবিমোচনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারিবারিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা সৃজন করা।

কার্যাবলি

ক. জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

খ. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক ও অন্যান্যদেরকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ;

গ. খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা ;

ঘ. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য

তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

ঙ. খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

চ. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জেলা বা উপজেলাভিত্তিক বা এগ্রো-ইকোলজিক্যাল অঞ্চলভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়;

ছ. খাদ্যচক্রে (Food Chain) ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

জ. বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ কৃষি মেলা, বিশ্বখাদ্য দিবস, পুষ্টি সপ্তাহ, প্রাণিসম্পদ মেলা, মৎস্য মেলা, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

ঝ. অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

ঞ. ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন;

ট. বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের কারিকুলামে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক পাঠসমূহ যথাযথ অন্তর্ভুক্ত বা হালনাগাদকরণ, পাঠ প্রণয়ন এবং প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

ঠ. প্রাকৃতিক কিংবা অন্য যে কোনো কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিলে আপদকালীন ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান;

ড. পুষ্টি অবস্থার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

ঢ. ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রদান; এবং

ণ সময়ে সময়ে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন।

জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	০	০	০
২.	গ্রেড ২	০	০	০
৩.	গ্রেড ৩	১	১	০
৪.	গ্রেড ৪	৩	১	২
৫.	গ্রেড ৫	৬	১	৫
৬.	গ্রেড ৬	২২	১৪	৮
৭.	গ্রেড ৭	০	০	০
৮.	গ্রেড ৮	০	০	০
৯.	গ্রেড ৯	৪৫	১৫	৩০
১০.	গ্রেড ১০	৩৮	১৬	২২
১১.	গ্রেড ১১	০	০	০
১২.	গ্রেড ১২	১	১	০
১৩.	গ্রেড ১৩	০	০	০
১৪.	গ্রেড ১৪	১৬	৩	১৩
১৫.	গ্রেড ১৫	০	০	০
১৬.	গ্রেড ১৬	৬১	১৯	৪২
১৭.	গ্রেড ১৭	১	১	০
১৮.	গ্রেড ১৮	০	০	০
১৯.	গ্রেড ১৯	০	০	০
২০.	গ্রেড ২০	৬৩	৩	৬০
	মোট	২৫৭	৭৫	১৮২

নিয়োগ/পদোন্নতি ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে একজন অধ্যক্ষ ও একজন উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক-কে প্রেষণে এবং বিভিন্ন পদে ৫৮ জনকে (৬-১৭ গ্রেড) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	২৬	০	২৬	০	৫২
২.	গ্রেড-১০	১	০	১২	০	১৩
৩.	গ্রেড-১১-২০	০	০	১৩	০	১৩
	মোট	২৭	০	৫১	০	৭৮

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ

- খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণপূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) ও বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) থেকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বেতার, শিক্ষা বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ৮৩৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ জনপ্রতিনিধি, উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পুরোহিত, স্থানীয় সমাজ কর্মী, ইমাম, এনজিও প্রতিনিধি ও কিষান-কিষানী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসে মেলা, কর্মশালা ও ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়;
- 'খাদ্যদ্রব্য দূষিত হওয়ার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়', 'জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা', Food and Nutrition for Adolescence এবং Ensuring Food Safety and Increasing Nutrition to Build Healthy Nation শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়নঃ এ বিষয়ে ১০টি কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়িত কর্মশালায় কৃষি, মৎস্য, খাদ্য, প্রাণিসম্পদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনাল,কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বারডেম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এসিআই (প্রাণি সম্পদ), হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, আইপিআরআই ,পশু স্বাস্থ্য বিভাগ, এগ্রিপাস লিঃ, আইএনএফপি, ব্রাক ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৪৭১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন;
- **বিভিন্ন দিবস উদযাপনঃ** উল্লেখিত অর্থবছরে বিশ্ব খাদ্য দিবস, মৌ মেলা, উন্নয়ন মেলা, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, বৃক্ষ মেলা এবং ফল মেলা উদযাপন করা হয়। এছাড়া পুষ্টি বিষয়ে ৪৫টি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন/সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়। এতে ৪৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে; এবং
- গণমাধ্যমের সাহায্যে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিঃ গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালী, টাটকা শাক-সবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভূট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২৫টি কথিকা সম্প্রচার করা হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এ দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্প দুইটি হচ্ছে ঃ

(১) বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প;

(২) 'সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক প্রকল্প (বারটান অংগ)।

বারটান এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

- নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় ৩৩২.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত জমিতে প্রতিষ্ঠানের প্রধান

কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন, ডরমিটরি ভবন, স্কুল ও কলেজ ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন ও মসজিদ নির্মাণ এবং সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, ঝিনাইদহ, নেত্রকোণা, রংপুর (পীরগঞ্জ) ও সুনামগঞ্জ ও নোয়াখালী আঞ্চলিক কেন্দ্রের অনুকুলে অধিগ্রহণকৃত জমিতে অফিস ভবন, ডরমিটরি ভবন ও প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য পূর্বে অধিগ্রহণকৃত জমিতে নির্মাণাধীন অফিস ভবনের পার্শ্বে আরও ৩.৫০ একর, নোয়াখালী আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য সূবর্ণচর উপজেলার চরমজিদ মৌজায় ১০.১০ একর এবং বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমিতে নির্মাণাধীন অফিস ভবনের পার্শ্বে আরও ৩.৩৯ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫৫৫০.০০ (পঞ্চান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা তন্মধ্যে মোট ব্যয় ৫৫৪০.৪২ (পঞ্চান্ন কোটি চল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা। ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.৮৩%;

- বারটানের অধিগ্রহণকৃত জমির বাউন্ডারি ওয়ালের বাহিরে তালগাছ এবং বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতরের চারদিকে বিভিন্ন ফলজ বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানোর কার্যক্রম চলমান; এবং
- বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ৫.৩৯ একর জমিতে নির্মাণাধীন অফিস ভবনের পার্শ্বে আরও ১৬.৫০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অঙ্গ)

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ হতে জুন'২০২০ পর্যন্ত ৯.৭২ (নয় কোটি বাহাত্তর লক্ষ) টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় বারটান প্রধান কার্যালয়, সেচ ভবন, ঢাকা এর কনফারেন্স রুমে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ০৫ দিন ব্যাপী ০৩ (তিন) ব্যাচের প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণে মোট ৯০ জন (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ও কৃষি তথ্য সার্ভিস এর ৯ম/তদুর্ধ গ্রেডের কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, দেশের ৪৫টি উপজেলার ৪৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ৪৫০০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন; ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১.৭০ (এক কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা তম্মধ্যে মোট ব্যয় ১৬৯.১৫ (এক কোটি উনসত্তর লক্ষ পনের হাজার) টাকা। ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.৫০%।

উপসংহার

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি বর্তমান সরকার সবার জন্য পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টির উপর জোর দিচ্ছে। এ জন্য বর্তমান সরকার বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন-২০১২ পাশ এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় ১০০ (একশত) একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। এ স্থানে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ সেন্টার, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিষয়ক ডিপোমা ও উচ্চ শিক্ষা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র, মাঠ গবেষণাগার ও খামারসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। এর ফলে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যাভাস পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, মেধা বিকাশ ও শারীরিক গঠনে সহায়ক হবে। সর্বোপরি জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী, সুস্থ ও উন্নত জাতি গঠনে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বারটান) কার্যক্রম

ডরমিটরি ভবন, বারটান সদর দপ্তর, আড়াইহাজার

স্কুলে পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচারণা

তিন দিন ব্যাপী খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ

নির্মাণাধীন ১০-তলা অফিস ভবন, বারটান সদর দপ্তর, আড়াইহাজার

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

www.sca.gov.bd

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির নাম 'বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী' করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় বীজ নীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুয়ায়ী দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস এর মাধ্যমে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

উচ্চ গুণাগুণসম্পন্ন ও প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণে উৎপাদনকারীদের প্রত্যয়ন সেবা প্রদান এবং মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ।

কার্যাবলি

১. যে কোনো ঘোষিত জাত ও প্রজাতির বীজ প্রত্যয়ন;

২. নিবন্ধিত অন্যান্য জাতের বীজ প্রত্যয়ন;

৩. বীজ প্রত্যয়নের উদ্দেশ্যে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও লেবেলিং এর পদ্ধতি নির্ধারণ;

৪. বীজের জাত সঠিক কি না এবং এতে অংকুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতার হার আর্দ্রতার পরিমাণ ও বীজের মানের এরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে কি না, তা নিশ্চিত করা;

৫. আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বপনকৃত বীজের উৎস বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হয়েছিল কি না, বীজ ক্রয়ে রেকর্ড আছে কিনা এবং ফি পরিশোধ হয়েছে কি না তা যাচাই করা;

৬. স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation), বিজাত বাছাই (Rouging) এবং সংশ্লিষ্ট জাতের বা প্রজাতির সুনির্দিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির (Factors) ন্যূনতম মান সর্বদা বজায় রাখাসহ বীজ মাঠে প্রত্যয়নের জন্য নির্ধারিত গ্রহণীয় মাত্রার অতিরিক্ত বীজ বাহিত রোগের উপস্থিতি যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে মাঠ পরিদর্শন করা;

৭. অন্য জাতের বা প্রজাতির বীজের মিশ্রণ ঘটেছে কিনা তা দেখতে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা;

৮. মাঠ পরিদর্শন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন, নমুনা বিশ্লেষণ এবং চিহ্নিতকরণ, লেবেলিং, সিলিংসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

০৯. বীজ ব্যবসায়ী কর্তৃক বাজারজাতকৃত বীজের ধারকের সাথে সংযুক্ত লেবেলে বর্ণিত বীজের মান তাতে উল্লিখিতরূপে সঠিক আছে কিনা তা বাজারজাত পরবর্তী নমুনা পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা তদারকি করা এবং মান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তার ফলাফল বীজ ব্যবসায়ীগণকে অবগত করা;

১০. ডিইউএস (Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষার অংশ হিসাবে জাতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এবং সে সকল জাতের কার্যকারীতা পরীক্ষার জন্য সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

১১. বিভিন্ন ফসলের বীজের গুণের ন্যূনতম মান, সময় পূনর্বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

১২. প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বীজ ব্যবসায়ী ও প্রত্যায়িত বীজের তালিকা প্রকাশসহ শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা ;

১৩. প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনের জন্য যে বীজ বপণ করা হয়েছে তা বপণযোগ্য ছিল কিনা যাচাই করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা; এবং

১৪. রোগ ও কীট-পতঙ্গের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ও কম কার্যকারিতা (Poor Performance) এর জন্য বোর্ডকে জাত প্রত্যাহারের পরামর্শ প্রদান।

কার্যক্রম

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক এই সংস্থার প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ৩টি কারিগরী উইং রয়েছে, এর মধ্যে ২টি কারিগরি এবং ১টি প্রশাসনিক উইং। উইং অনুযায়ী কার্যক্রম

ক. প্রশাসন ও অর্থ উইং

সংস্থার যাবতীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা ও সম্পাদন করা এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কে সহায়তা প্রদান করা এ উইং এর দায়িত্ব। অতিরিক্ত পরিচালক এ উইং এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসন এবং অর্থ ও হিসাব শাখাদ্বয়ের মাধ্যমে এ উইং এর কার্যাবলি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

১. প্রশাসন শাখা

- সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, শ্রান্তি বিনোদন, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ এবং যানবাহন ক্রয় ও রক্ষনাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- এজেন্সীতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অফিস প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- এজেন্সীর বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশসহ লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- কৃষি মন্ত্রণায়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- এছাড়াও এজেন্সীর অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

২. অর্থ ও হিসাব শাখা

- সংস্থার বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং অধীন অফিসসমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রদান;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস এর চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতনসহ আনুষঙ্গিক বিল তৈরি ও সরকারি ট্রেজারি হতে উত্তোলন;
- বিধিমোতাবেক অর্থনৈতিক নিরীক্ষা কার্যাদি পরিচালনা; এবং;
- প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।

খ. মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

এ উইং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা এবং মনিটরিং সেবা প্রদান করে আসছে। এজেন্সীর বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শন ও বীজ পরীক্ষণ এবং পরিকল্পনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এ উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। উইং প্রধান হিসেবে একজন অতিরিক্ত পরিচালক যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। এ উইং এর তিনটি শাখা রয়েছে।

১. মাঠ প্রশাসন শাখা

সারাদেশে ৬৪ জন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড তদারকি ও মনিটরিং এর জন্য দেশের ৭টি অঞ্চলে ৭জন আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য মাঠ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ঃ

- প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রদান;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ;
- সরকারি মুদ্রণালয় হতে ট্যাগ মুদ্রণপূর্বক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ট্যাগ সরবরাহ নিশ্চিত ও তদারকি করা;
- অনুমোদিত বীজ ডিলার কর্তৃক বিক্রিত বীজের মান সঠিক আছে কিনা যাচাই করার লক্ষ্যে দোকান পরিদর্শন, মার্কেট মনিটরিং ও নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ;
- প্রজনন শ্রেণির বীজের জন্য সবুজ, ভিত্তি শ্রেণির বীজের জন্য সাদা ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের জন্য নীল ট্যাগ সরবরাহ ও সংযোজন করার কার্যক্রম তদারকি করা;
- ফসলের Inbreed এবং Hybrid জাতের অঞ্চলভিত্তিক মাঠ মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা;
- truthfully Labeled Seed (tLS) বা মান ঘোষিত বীজের গুণগত মান যাচাই করা; এবং

- এছাড়াও বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের নদীবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত বীজের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ এবং ফলাফল সংশ্লিষ্ট রফতানি/ আমদানিকারককে অবহিত করা হয়।

২. বীজ পরীক্ষা শাখা

এ শাখার অধীন ১টি কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, ৭টি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার অধীনে ১টি করে মোট ৭টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার আছে। তাছাড়া ২৫টি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়ে স্থাপিত ২৫টি মিনি বীজ পরীক্ষাগার রয়েছে। এসব পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া, এ শাখা কর্তৃক পরিচালিত বীজ পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে–

- দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন BRRI, BARI, BINA, BJRI হতে উৎপাদিত ধান, গম, পাট ও আলুর প্রজনন বীজ এবং বিএ-ডিসি, বেসরকারি উৎপাদক ও এনজিও কর্তৃক উৎপাদিত ভিত্তি এবং প্রত্যয়িত বীজের বীজমান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা;
- মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সংগৃহীত সব প্রকার ঘোষিত ও অঘোষিত ফসলের বীজের নমুনা সংগ্রহপূর্বক জাতীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে বীজের মান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট ডিলার/উৎপাদনকারী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইংকে অবহিত করা ;
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের আওতায় চাষি পর্যায়ে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজের মান যাচাই করে ফলাফল প্রেরণ;
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ফসলের বীজের নমুনা পরীক্ষা করে ফলাফল মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রেরণ করা;
- আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সংস্থা (International Seed testing Association) এর Referee Sample testing কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

৩. পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা

- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা;
- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ে চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা;
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরিকরণ।
- অনলাইন রিপোর্টিংয়ের ব্যবস্থা চালুকরণ।
- সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

গ. সিড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জোরদারকরণ প্রকল্পের সহায়তায় ১৯৯৫ সালে সংস্থায় জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ১২ একর কন্ট্রোল ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিয়মিত ভাবে জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ২০০৯ সালে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং (DNA finger-printing) এর প্রাথমিক সুবিধাসহ একটি জাত পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। এ উইং এর প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক কর্মরত রয়েছেন। এ উইং এর কার্যক্রম সিড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

১. সিড রেগুলেশন শাখা

- সংস্থার বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়নসহ কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশনা মোতাবেক নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা;
- সংস্থার আইনগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট উইংকে পরামর্শ প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/আইনকানুন যুগোপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২. মান নিয়ন্ত্রণ শাখা

- নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ কার্যক্রমের আওতায় উদ্ভাবিত ফসলের Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) †টস্ট সম্পাদন করা;
- জাতের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যের একটি বর্ণনা (Description) তৈরি করা হয়;
- প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল ও গ্রো-আউট টেস্ট (Pre-Post Control & Grow-out test) ঃ প্রজনন, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির যে সব লট বীজ

পরীক্ষায় অনুমোদিত মানের পাওয়া যায়, সে সব লটের পূর্বগৃহীত নমুনার একাংশ হতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র কন্ট্রোল ফার্মে ফসল উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগণ অফ টাইপ/ বিজাত সনাক্তকরণের মাধ্যমে জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিরূপন করেন। অতপর ফসলের উপযুক্ত পর্যায়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠান করে ত্রুটিপূর্ণ নমুনা পটের লটসমূহ হতে মাঠ পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা এবং বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণকে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং জমিগুলি নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অফটাইপ/ বিজাত রোগিং এর পরামর্শ প্রদান করা হয়;

- বিভিন্ন অঞ্চলে নোটিফাইড ফসলের উদ্ভাবিত নতুন ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন ফলাফল সংকলন করে প্রতিবেদন, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি সভায় ছাড়করণ ও নিবন্ধনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত উপস্থাপন করা।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	০	০	০
২.	গ্রেড ২	১	১	০
৩.	গ্রেড ৩	১০	৬	৪
৪.	গ্রেড ৪	০	০	০
৫.	গ্রেড ৫	৭৮	৫৬	২২
৬.	গ্রেড ৬	৪	৪	০
৭.	গ্রেড ৭	০	০	০
৮.	গ্রেড ৮	০	০	০
৯.	গ্রেড ৯	১৫৯	৫৫	১০৪
১০.	গ্রেড ১০	১	১	০
১১.	গ্রেড ১১	৩	৩	০
১২.	গ্রেড ১২	০	০	০
১৩.	গ্রেড ১৩	১২	০	১২
১৪.	গ্রেড ১৪	১২	৬	৬
১৫.	গ্রেড ১৫	০	০	০
১৬.	গ্রেড ১৬	১১৩	৭৫	৩৮
১৭.	গ্রেড ১৭	০	০	০
১৮.	গ্রেড ১৮	৩	১	২
১৯.	গ্রেড ১৯	০	০	০
২০.	গ্রেড ২০	১৭৩	১২৬	৪৭
	মোট	৫৬৯	৩৩৪	২৩৫

কর্মকর্তা/কর্মচরী নিয়োগ ও পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী (স্থায়ী পদে)	কর্মচারী (আউট সোর্সিং)	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৪	-	০৪	-	-	-	-

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	৪৪৫	০	১৮	৯৬	৫৫৯
২	গ্রেড ১০	০	০	০	০	০
৩	গ্রেড ১১-২০	৬০	০	৬৭	০	১২৭
	মোট	৫০৫ জন	০ জন	৮৫ জন	৯৬ জন	৬৮৬ জন

সেমিনার/ওয়ার্কশপ

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মোট আটটি বিষয়ে দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। সেমিনার/ওয়ার্কশপে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা বীজ উৎপাদকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষকসহ মোট ৩২০ জন অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১। জাত অবমুক্তকরণ/ নিবন্ধন

- ২০১৭-২০১৮ সালে মোট ১৪৩টি নতুন উদ্ভাবিত সারির (ধানের ৯৮টি, গমের ১৬টি, আলুর ২৬টি এবং পাটের ৩টি Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) test সম্পাদন করা হয় এবং মোট ২৩টি সারির (ধানের ১৪টি, গমের ২টি ও আলুর ৭টি Value for Cultivation and Uses (VCU) test সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত Distinctness, Uniformity and Stability (DUS), Value for Cultivation and Uses (VCU) test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১১টি জাত (ধানের ৮টি, গমের ১টি এবংআলুর ২টি) National Seed Board (NSB) কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়;
- বীজের গুণগত মানের নিশ্চয়তার জন্য প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল ও গ্রো-আউট টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে আমন ধানের মোট ৫৫৯টি, বোরো ধানের মোট ৫৫০টি, গমের মোট ৩২৮টি, আলুর মোট ২৮৩টি এবং পাটের মোট ১১৯টি বীজ লটের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ২০১৭-১৮ সালে হাইব্রিড জাতের মোট ৪৯টি (আমন ৮টি, বোরো ৩৩টি এবং আউশ ৮টি) জাতের আঞ্চলিক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়; এবং
- সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ৭টি (বোরো ৭টি) হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধিত হয়েছে।

২. বীজ প্রত্যয়ন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বীজে প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক নোটিফাউড ফসলের বিভিন্ন জাতের সর্বমোট ১,৪৫,১৬১ মেট্রিক টন বীজ প্রত্যয়ন করা হয়েছে।

৩. প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ৬৪,১৩২টি প্রজনন, ৪৬,৩৪,৪৯৬টি ভিত্তি ও ৮১,২০,২২৫টি প্রত্যায়িত সহ মোট ১,২৮,১৮,৮৫৩টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

দেশব্যাপী ট্যাগের ভেজাল নিরোধ লক্ষ্যে বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ আধুনিকায়ন ও বিতরণ জোরদারকরণ কর্মসূচির আওতায় আধুনিক ট্যাগের বিতরণ করা হয়েছে। আধুনিক ট্যাগের বৈশিষ্ট্য সমূহ হলো

- রঙিন;
- নিরাপত্তা কালিতে ঝঈঅ লেখা মুদ্রিত Ultra Violet (UV) আলোতে দৃশ্যমান;
- পেনিট্রেটিং কালিতে মুদ্রিত ক্রমিক নম্বর।

৪. বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রতিবেদন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ধানের মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ৩০৬৭৩ হেক্টর এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ২৬৪৬২ হেক্টর, গমের মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ৩৬৬০ হেক্টর এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ২৭৩০ হেক্টর, পাটের মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ১৯৪৯ হেক্টর এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ১৭৭৬ হেক্টর, আলুর মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ৫৯৪২ হেক্টর এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৫২৫০ হেক্টরসহ মোট মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ৪২২২৪ হেক্টর এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৩৫৮৫৮ হেক্টর।

৫. মার্কেট মনিটরিং প্রতিবেদন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ২৭৬৬টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়েছে।

৬. তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম

- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ই-কৃষিসেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা;
- মাঠ পর্যায়ে চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- চলমান প্রকল্প সমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- বিভিন্ন কর্মসূচি/ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারকি করা;
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেস তৈরি করা; এবং
- অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালু করা।

৭. প্রকাশনা

২০১৬-১৭ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র পরিচিতি ও কার্যক্রম এবং কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার পরিচিতি শীর্ষক ২ প্রকারের লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

ক্র. নং	প্রকল্প ও কর্মসূচির নাম	বর্তমান অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় অগ্রগতির হার
১.	ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বীজ পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	০.৪৮১	১০০%
২.	নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ কর্মসূচি	১.১৮০	৯৫.৭২%

উপসংহারঃ

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্ত সংস্থাটি বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিংসহ বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্যক্রম

হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল পটের চূড়ান্ত মাঠ মূল্যায়নের শস্য কর্তন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত সিএফার্ম কর্তৃক ট্যাগের গুদাম পরিদর্শন

আমন ধানের গ্রো-আউট পরীক্ষার ডাটা সংগ্রহ

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগার

বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা কার্যক্রম

বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা কার্যক্রম

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

www.nata.gov.bd

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মানবসম্পদ (৯ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের) উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (National Agriculture training Academy) এর কার্যক্রম ২০১৪ সালের জুন মাস থেকে শুরু হয়। ইতোপূর্বে এর নাম ছিল কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (Central Extension Resources Development Institute)। জাপান সরকারের সাহায্যপুষ্ট সংস্থা, জাইকা এর (Japanese International Cooperation Agency) সহায়তায় ১৯৭৫ সালে সার্ডি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন সার্ডি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (DAE) প্রশিক্ষণ উইং এর অঙ্গীভূত হয়। এ সংস্থাটির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন এবং অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৬ সাল হতে 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলছে।

রুপকল্প (Vision)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিকে কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনে উৎকর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

ভিশন অর্জনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ-

- মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা, উন্নয়ন এবং প্রকাশনা এর মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদের উন্নয়ন;
- কৃষি সেবা প্রদান পদ্ধতির মানোন্নয়নে শিক্ষা-গবেষণা-সম্প্রসারণ এর সম্পর্ক জোরদারকরণ;
- সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ/বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা; এবং
- জ্ঞানভিত্তিক নিবিড় কৃষি সেবা উন্নয়নের জন্য অবিরাম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চর্চা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যঃ

মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	০	০	০
২.	গ্রেড ২	১	০	১
৩.	গ্রেড ৩	২	১	১
৪.	গ্রেড ৪	০	০	০
৫.	গ্রেড ৫	১৩	১২	১
৬.	গ্রেড ৬	১৮	১৭	১
৭.	গ্রেড ৭	০	০	০
৮.	গ্রেড ৮	০	০	০
৯.	গ্রেড ৯	৬	০	৬
১০.	গ্রেড ১০	৬	২	৪
১১.	গ্রেড ১১	৯	৬	৩
১২.	গ্রেড ১২	১	০	১
১৩.	গ্রেড ১৩	৬	২	৪
১৪.	গ্রেড ১৪	৩	০	৩
১৫.	গ্রেড ১৫	০	০	০
১৬.	গ্রেড ১৬	৪১	৭	৩৪
১৭.	গ্রেড ১৭	১	০	১
১৮.	গ্রেড ১৮	১৩	০	১৩
১৯.	গ্রেড ১৯	০	০	০
২০.	গ্রেড ২০	৬৪	৪৭	১৭
	মোট	১৮৪	৯৪	৯০

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস (জন ঘন্টা)	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	১৩২৮ জন	-	৬০	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	৬০	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৬০	-	
	মোট	১৩২৮ জন	-	৬০		

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	-	-	২ জন	-
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-
	মোট	-	-	২ জন	-

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	-	-	৬ জন	৬ জন
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-
	মোট	-	-	৬ জন	৬ জন

কার্যক্রম

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা;
- বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন করা;
- কৃষি সেবায় দক্ষ জনবল গঠনের কার্যকর প্রয়াস হিসাবে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ ইনডাকশন, ফাউন্ডেশন ও সিনিয়র স্টাফ কোর্সের আয়োজন করা;
- টেকসই কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপন করা;
- প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালন করা;
- আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে সেবার মান উন্নয়নের জন্য ডরমিটরি, ট্রেনিং কমপেক্স, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটরিয়াম ইত্যাদি ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুষদ সদস্যগণকে বিদেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	উদ্দেশ্য	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)
নাটা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	• জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা আধুনিকায়ন; • মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী করার জন্য একাডেমির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং • জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির অনুষদ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।	১০৬৮.০০	১০৪০.৩১	৯৭.৪১

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

কর্মসূচির নাম	উদ্দেশ্য	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (%)
আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচি, গাজীপুর	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও নাটার খামার উন্নয়ন।	১৮.৭০	১৮.৩২	৯৮ (ভৌত) ১০০

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ১৭ টি দপ্তর/সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৪ টি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ;
- ৬০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ১,৩২৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর নব-নিযুক্ত ২৩ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/উর্ধ্বত্মন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে ১ (এক) মাসের ইন্ডাকশন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- স্পন্সর্ড প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হিসেবে ডিএই, ব্রি, বিএআরসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মোট ৫৮০ জন কর্মকর্তাকে ২৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সেবা গ্রহীতাদের সেবা পেতে সহায়তা করার জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু রাখা, আরটিআই কর্মকর্তা নিয়োগ, সৌরবিদ্যুৎ ও সিসি ক্যামেরা ব্যবহার;
- প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের জন্য ডিজিটাল কম্পিউটার কাম ল্যাংগুয়েজ ল্যাব ও ডিজিটাল স্টারবোর্ড ব্যবহার;
- ১৩টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি;
- নাটায় চলমান 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ট্রেনিং কমপেক্স, ফার্মরোড, বাউন্ডারী ওয়াল, ডিজি বাংলো, ডরমেটরি ইত্যাদি নির্মাণ, ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন; লেবারশেড, আবাসিক ভবন, অফিস ভবন, ডরমিটরি ইত্যাদি মেরামত/রিমডেলিং;
- আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সোলার প্যানেল স্থাপন; এবং
- সর্বোপরি জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন ও আবহাওয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে খাদ্য উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কৃষকগণকে নতুন নতুন ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কৃষকদেরকে খাপ খেয়ে ফসল উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ জনবল থাকা প্রয়োজন। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান অঙ্গীকার হলো যোগ্য এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নাটা প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনসহ প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি শিক্ষা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করছে।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)র কার্যক্রম

নাটায় বারটানের নবনিযুক্ত বিজ্ঞানীদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের দলীয় কাজ

নাটায় বারটানের নবনিযুক্ত বিজ্ঞানীদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

নাটার কম্পিউটার ল্যাবেবারটানের নবনিযুক্ত বিজ্ঞানীদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

আইসিটি ল্যাব

বারটানের নবনিযুক্ত বিজ্ঞানীদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

বারটানের নবনিযুক্ত বিজ্ঞানীদের ইনডাকশন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে দেশ গড়ার প্রত্যয়

কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি তথ্য সার্ভিস

www.ais.gov.bd

কৃষি তথ্য সার্ভিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সনে আত্মপ্রকাশের পর থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৮৫ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভক্ত হয়ে এক তৃতীয়াংশ জনবল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে চলে যায়। ২০০৮ সালের আগে সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ ছয়টি আঞ্চলিক অফিস এবং ঠাকুরগাঁও ও কক্সবাজার লিয়াজোঁ অফিস ছিল। বর্তমানে বরিশাল, কুমিল্লা ও রাঙ্গামাটিতে তিনটি আঞ্চলিক অফিসসহ ১১টি আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মিডিয়াভিত্তিক কার্যক্রম সুচারুভাবে চলছে।

রূপকল্প (Vision)

আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা সহজলভ্যকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সহজলভ্য করে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

- আধুনিক গণমাধ্যমের (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি) সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজলভ্য করা;
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত ও সহজে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে দেয়া;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ক উন্নয়নমূলক/উদ্বুদ্ধকরণমূলক প্রচার-প্রচারণা করা; ও
- কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি মিডিয়াকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

কার্যাবলি

- কৃষি বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক লেখা সংগ্রহ করে মাসিক ম্যাগাজিন 'কৃষিকথা'য় প্রকাশ ও বিতরণ;
- মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করে মাসিক বুলেটিন 'সম্প্রসারণ বার্তায় প্রকাশ ও বিতরণ;
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ;
- কৃষি বিষয়ক ভিডিও, ফিল্ম-ফিলার, টকশো, ডকুমেন্টারি তৈরি ও সম্প্রচার;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিনেমা শো আয়োজনের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শন;
- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা বিতরণ ও ই-সেবা প্রদান;
- কলসেন্টারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকদের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদান;
- কৃষি বিষয়ক নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির ওপর মাল্টিমিডিয়া ই-বুক নির্মাণ ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে ই-তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়া;
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণ।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	-	-	-
২.	গ্রেড ২	-	-	-
৩.	গ্রেড ৩	-	-	-
৪.	গ্রেড ৪	১	১	-
৫.	গ্রেড ৫	২	২	-
৬.	গ্রেড ৬	৩	৩	-
৭.	গ্রেড ৭	০৭	০৫	০২
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	১০	০৯	০১
১০.	গ্রেড ১০	০৭	০৪	০৩
১১.	গ্রেড ১১	৩৬	৩৫	০১
১২.	গ্রেড ১২	১৭	০৮	০৯
১৩.	গ্রেড ১৩	২	০	০২
১৪.	গ্রেড ১৪	২৭	২৪	০৩
১৫.	গ্রেড ১৫	০১	০১	-
১৬.	গ্রেড ১৬	৬৯	৫৮	১১
১৭.	গ্রেড ১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড ১৮	২	২	-
১৯.	গ্রেড ১৯	১০	১০	-
২০.	গ্রেড ২০	৪৯	৩৮	১১
	মোট	২৪৩	২০০	৪৩

নিয়োগ/পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
-	-	-	-	১৩	১৩

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১৬	২	০৫	-	২৩
২.	গ্রেড ১০	-	-	০৩	-	০৩
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	০৬	-	০৬
	মোট	১৬	২	১৪	-	৩২

গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১. প্রিন্ট মিডিয়া

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক 'কৃষিকথা' পত্রিকার ৯.০০ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার ১৮ হাজার কপি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

- কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৬.৪ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

২. ইলেকট্রনিক মিডিয়া

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর ১০টি ভিডিও ফিল্ম, ২৪টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে;
- এ সময়ে ৯৫০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের কাজ করা হয়েছে; এবং
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের ৩৩০টি পর্ব এবং 'বাংলার কৃষি' অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬৫টি পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩. তথ্যপ্রযুক্তি

- **কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি)ঃ** গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক পরিচালিত এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে স্থাপিত ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রতিটি থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২২-২৫ জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন।
- **কৃষি কল সেন্টার ঃ** কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) থেকে প্রতি মিনিটে ২৫ পয়সা ব্যয়ে কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকের উল্লেখিত বিষয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২০০-২২০ টি কলের সমাধান এখান থেকে প্রদান করা হচ্ছে।
- **কমিউনিটি রেডিওঃ** বরগুনা জেলার আমতলীতে একটি কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্থাপন করা হয়েছে, বর্তমানে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ রেডিও'র ৫০টি শ্রোতা ক্লাব রয়েছে এবং প্রায় ২ লক্ষ মানুষ অনুষ্ঠানগুলোর নিয়মিত শ্রোতা।
- **ই-বুক ঃ** ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি নির্ভর ২২টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি করা হয়েছে। এখানে অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন থাকায় খুব সহজেই এটি ব্যবহার করা যায়। ওয়েবসাইটেও এগুলো আপলোড করা হয়েছে।
- **আইসিটি ল্যাব ঃ** দশটি কৃষি অঞ্চলে আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এসব ল্যাব ব্যবহার করে আইসিটি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করতে পারছেন।

৪. বিবিধ

- এ সময়ে প্রায় ২০০০ জনকে (কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী প্রমুখ) ই-কৃষি, গণমাধ্যমে কৃষি, কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদি শিরোনামে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার, মেলা (ফলমেলা, সবজি মেলা, বিশ্ব খাদ্য দিবস) র্যা লি ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে।

উপসংহার

কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি অগ্রযাত্রার গৌরবোজ্জ্বল অংশীদার। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কৃষি তথ্য সার্ভিস এরই মধ্যে অর্জন করেছে বঙ্গবন্ধু কৃষি স্বর্ণপদক, জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী পদক। সত্যিকারভাবে কৃষির উন্নয়নে কৃষি তথ্য সার্ভিস জন্মলগ্ন থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের প্রায় সবগুলো মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য প্রযুক্তি গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বহুবিধ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস নিরলস কাজ করছে। কৃষির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, কৃষিতে সাফল্যের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হোক-এ প্রত্যাশাই সবার। কৃষি সমৃদ্ধিতে আমরা সবাই গর্বিত অংশীদার।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম

কৃষি কল সেন্টার-১৬১২৩

টেলিভিশন অনুষ্ঠান (বাংলার কৃষি এবং মাটি ও মানুষ)

ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

কৃষি রেডিও অনুষ্ঠান

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

www.hortex.org

হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সংক্ষেপে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উদ্যান ফসল উন্নয়ন এবং বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি কার্যক্রম উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে 'লাভের জন্য নয়' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানি আইন ১৯১৩ এর ২৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হয়েছে। সাত সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ দ্বারা ফাউন্ডেশন পরিচালিত হয়। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় পদাধিকার বলে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান।

রূপকল্প (Vision)

টেকসই ও সংগঠিত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে ও দেশের অভ্যন্তরে কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়ন ও প্রসার করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রযুক্তি ও উপদেষ্টা পরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যের বিপণন প্রসার ঘটিয়ে কৃষক ও উদ্যোক্তাগণের আয় বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

প্রধান কার্যক্রম

১. রপ্তানির জন্য তাজা শাকসবজি, ফল-মূল ও আলু উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংরক্ষণ, মোড়কীকরণ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় চাহিদানু-যায়ী কৃষক, রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত ও সহায়তা সেবা প্রদান;
২. সংগনিরোধ (Quarantine) বালাই ব্যবস্থাপনায় কৃষক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (WtO) চুক্তিমালার আলোকে রপ্তানি কার্যক্রমে কৃষিপণ্যের গুণগতমান রক্ষায় Sanitary and Phytosanitary (SPS) নীতিমালা অনুসরণে রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তা ও কৃষক পর্যায়ে সহায়তা প্রদান। খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালাসমূহ সম্পর্কে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের অবহিতকরণ (যেমনঃ Maximum Residue Levels, MRL সম্পর্কে ধারণা দেয়া);
৩. আন্তর্জাতিকমান পূরণে প্রচলিত বাজার থেকে বাজারজাতকরণের (Market to Market) পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে সরাসরি খামার থেকে বাজারজাতকরণে (Farm to Market) কৃষক ও রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা সেবা প্রদান। কৃষিপণ্যের বিপণনে কৃষক ও রপ্তানিকারকদের বাজার তথ্য সেবা প্রদান;
৪. কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মূল্যসংযোজন কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা (Supply and Value Chain Analysis)। উচ্চগুণমান পূরণ করার জন্য কৃষিপণ্য পরিবহনে রপ্তানি/আমদানিকারকদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (Cool Chain) পরিবহন ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সেবা প্রদান;
৫. কৃষিপণ্যের নতুন নতুন রপ্তানি বাজার সৃষ্টির জন্য রপ্তানিকারকদের ট্রায়াল শিপমেন্টে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান;
৬. কৃষকের সাথে রপ্তানিকারক ও বিদেশি ক্রেতার সাথে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের সরাসরি ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
৭. রপ্তানি উপযোগী কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের উপর বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, ফসলের প্রদর্শনী, মাঠ দিবসের আয়োজন করা। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সভা আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
৮. নিয়মিত উদ্যান ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি ও রপ্তানিবাজার সম্পর্কে টেকনিক্যাল বুলেটিন, নিউজলেটার, লিফলেট, বুকলেট, বার্ষিক ডায়েরি, ডাইরেক্টরি ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাঝে তা বিনামূল্যে বিতরণ করা;
৯. technical Barrier to trade (tBt), আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, ক্রেতার বিভিন্ন শর্ত এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরিবর্তিত নীতিমালা সম্পর্কে উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য/ডাটা দিয়ে সহযোগিতা করা; এবং
১০. রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান।
১১. জাতীয় খাদ্য, ফল, সবজি ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি উপযোগী কৃষিপণ্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা; এবং
১২. প্রকল্পগ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহুমুখিতা বৃদ্ধি করা।

জনবল

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের জন্য সৃষ্ট পদের সংখ্যা ৪৯টি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুখ্য নির্বাহী হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ নীতিনির্ধারণসহ সার্বিক বিষয় দেখভাল করে থাকে। সৃষ্ট ৪৯টি পদে রয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, মহাব্যবস্থাপক-১, উপমহাব্যবস্থাপক-৩, সহকারী মহাব্যবস্থাপক-৫, ব্যবস্থাপক-১১, উপব্যবস্থাপক-৭, সহকারী ব্যবস্থাপক-২, মেকানিক-১, ইলেকট্রিশিয়ান-১, পাহারাদার-২, ভারী গাড়ীচালক-৫, হালকা গাড়ীচালক-২, এমএলএসএস ও এইডস্টাফ-৮। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনে বর্তমানে ৪৯টি সৃষ্ট পদের বিপরীতে ১৩জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়া প্রকল্পের অধিনে চারজন বিশেষজ্ঞ এবং ৩৯ জন কর্মচারী কর্মে নিয়োজিত আছেন। ২৩ জন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে 'এক্সপার্টপোল" চাহিদা অনুযায়ী হর্টেক্স ফাউন্ডেশন' কে সহায়তা করে থাকে।

মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চ-মূল্য ফসলের ভ্যালুচেইন উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের ৩০ জন লোকার বিজনেস ফ্যাসিলিটেটর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ৯৩ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ৩০০ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর কৌশলগত অংশীদার হিসেবে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ ওও প্রজেক্টের ৩০টি উপজেলায় ভ্যালুচেইন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ৩০টি উপজেলার প্রতিটিতে একটি করে কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ১০টি উপজেলায় কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) স্থাপিত হয়েছে। ৩০০০ মে. টন কৃষিপণ্য এ কেন্দ্রগুলি হতে বাজারজাত করা হয়েছে। রপ্তানিকারকগণ ১৩০ মে.টন সবজি এসব কেন্দ্র হতে সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানি করেছে। কেন্দ্রগুলিতে চাহিদাভিত্তিক কৃষিপণ্য যোগদানের লক্ষ্যে সিআইজি কৃষকদের সমন্বয়ে ৩০টি প্রোডিওসার অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়েছে। এছাড়া সিসিএমসি পরিচালনার জন্য প্রোডিওসার অর্গানাইজেশনের সদস্যদের দ্বারা বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে টেকসই বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। রপ্তানিকারকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চাহিদা ভিত্তিক ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির কাজ চলছে। ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে প্রতিটি সিসিএমসিতে পাস্টিক ক্রেটস, ওজনযন্ত্র এবং ফসল সংগ্রহকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য ছোট ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯১৩ জন সিআইজ কৃষক-কৃষাণীকে সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রপ্তানিকারক এবং প্রোভিউসার অর্গানাইজেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঢাকার বিভিন্ন সুপারস্টোরে মিনিমাল প্রসেসিং ফল ও সবজি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা

SCDC of NAtP প্রকল্পের আওতায় ঝিকরগাছার ফুল চাষীদের জন্য শেড নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে ফুলের প্যাকিং কার্যক্রম শেষে তা দেশে-বিদেশে বাজারজাত করা

বাংলাদেশ থেকে সতেজ ফল ও সবজি বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক ডিজাইনকৃত CFB কার্টুন ব্যবহার করা

দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে গতিশীল রাখতে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কুলিং ভ্যান দ্বারা ব্যবসায়ীদের সহায়তা করা

প্লাষ্টিক ক্রেটে পণ্য ফুলকপি প্যাকেজিং

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন দেশের ৩০টি উপজেলায় পণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাত কেন্দ্র স্থাপন

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তদসংশিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭" মহান জাতীয় সংসদে পাশের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রধান কার্যালয় দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার নশিপুরে অবস্থিত। একজন মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় থেকে দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, যশোর, জামালপুর, জয়দেবপুর, হাটহাজারী, ইত্যাদি কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে গম ও ভুট্টার গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

গম ও ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ কৃষিযন্ত্রপাতি, শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা করা এবং উদ্ভাবিতজাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর করা।

ইনস্টিটিউট-এর প্রধান প্রধান কার্যাবলী

- গম ও ভুট্টার উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; ইনস্টিটিউটের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- গম ও ভুট্টার উন্নয়ন ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৌলিক ও ফলিত বিষয়ে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- গবেষণার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গবেষণাগার, খামার ও অবকাঠামো স্থাপন;
- জার্মপাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি;
- গম ও ভুট্টা উৎপাদনবৃদ্ধিকরণে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্যসরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং
- প্রজনন ও মানসম্মত উচ্চ ফলনশীল গম ও ভুট্টা বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ।